আশীর্ব্বাদ

(কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও আত্ম-আলোচনা)

স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩২৪

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা
১নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার, আর্ট প্রেস হইতে
এন্, মুখাজির দ্বারা মুদ্রিত
ও
৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট্,
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী দ্বারা প্রকাশিত।

আশীষ।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা।
সূচনা	১
জীবন লাভ	২
পরিবার	৫
প্রারম্ভকালে	৫
শৈশবরহস্য	০
স্নেহপ্রবণ প্রকৃতি	৯
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন	১০
শ্রীমতী সৌদামিনী	১১
ঘরকন্না...	১৩
জীবনতত্ত্ব কি ?	১৫
ধর্ম্মগ্রহণ	২০
কাজকর্ম্ম	২২
ঈশাবিষয়ক	২৫
অযোগ্য ও অপূর্ণ আমি	২৮
বাহ্য-সৃষ্টিতে অভিনিবেশ	৩০
বিভূতি যোগ	৩৩
ঐতিহাসিক ও জাতীয় বিষয়ে	৩৪
মানবপ্রকৃতি দর্শন	৪১

বিষয়	পৃষ্ঠা
অধ্যাত্মযোগ … … … …	৪৩
ইহ সংসার কি ? … … … …	৪৫
দেশ ভ্রমণ … … … …	৪৭
কেশব সম্বন্ধের পরিণতি … … …	৪৯
চিত্রশক্তি বা কল্পনা … … …	৫২
রচনা ও বক্তৃতাশক্তি … … …	৫৪
ধর্ম্মপ্রচার ব্রত .. … … …	৫৬
বিপরীত সমন্বয় … … … …	৫৭
প্রবৃত্তি ও আসক্তি … … … . .	৫৮
পুনরায় ঈশাতত্ত্ব … … … …	৬১
অভাব ও অনটন … .. … …	৬৩
আমেরিকার সহানুভূতি … . . …	৬৪
কিরূপে দিন চলিয়াছে .. … …	৬৫
উপজীবিকাতত্ত্ব … … … …	৬৭
শৈলাশ্রম ও শান্তিকুটীর … … ..	৬৯
রোগ বার্দ্ধক্য … … … …	৭০
আত্মীয় বন্ধু … … . …	৭১
আত্মপ্রকাশের শক্তি … … …	৭২
জাতীয় প্রবৃত্তি … … … …	৭৩
হাসিতামাসা … … … …	৭৫
ধর্ম্মশাস্ত্র… … …	৭৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
চিকাগো নগরে মহামেলা	৮১
অর্চ্চনা আরাধনা	৮২
রচিত গ্রন্থ	৮৫
মৃত্যু বিষয়ক	৮৬
অক্ষয়ধাম	৯০
পূর্ব্বজন্ম	৯২
ইংরাজ-শাসন	৯৫
ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাপর	৯৬
নববিধান বিষয়ক	৯৯
নিগ্রহ বিষয়ক	১০৪
পূর্ব্ব পশ্চিমের ঐক্য	১১১
সদনুষ্ঠান	১১২
সংযম-বিষয়ক	১১৩
দুর্ভাগ্যের শাসন	১১৭
দারুণ আক্ষেপ	১২০
ইন্টর্প্রেটর্ পত্রিকা	১২৩
উত্তেজনা, উত্তাপ	১২৫
রোগ বিষয়ক	১২৭
ধর্ম্মাত্মাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ	১৩০
মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর	১৩৩
ব্রাহ্মসমাজের অপরাপর শিক্ষক	১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
দৃষ্টান্ত প্রদর্শন	১৩৮
কোমল কিন্তু দৃঢ়চিত্ত	১৩৯
প্রেমবলে রিপু সংযম	১৪০
নিজ নিয়তি	১৪৩
কি লাভ হইল ?	১৪৬
উপসংহার	১৫৩

আশীষ।

(কৃতজ্ঞতা, প্রার্থনা ও আত্ম-আলোচনা।)

সূচনা।

কালের নিঃশব্দ গতি বহিয়া ক্রমে ক্রমে ৬৩ বৎসর শেষ করিলাম। কিন্তু আজও জীবনপথে শ্রান্ত কি নিরুৎসাহিত নই। এখনও সকল সাধ পূর্ণ হয় নাই, সকল কাজ শেষ হয় নাই, যেন এখনও কত আয়ু, কত উত্তম, কত আশা, কত যৌবন দেহ মনে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে! কিন্তু এ সমস্ত এখানে না অন্যত্রে পূর্ণ হইবে? ভগবদিচ্ছা কি কে জানে—কে জানে কবে, কত বিলম্বে, কি অবিলম্বে কালান্ত-ধামে প্রবেশ করিব? তৎপূর্ব্বে একবার জীবনদাতার নানা আশীর্ব্বাদ স্মরণ করিব।

জীবনলাভ।

সর্ব্ব-প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আশীর্ব্বাদ এই যে, হে জীবন্ত-সত্তা, জীবিতেশ, তুমি আমাকে এই মহার্ঘ মানব জীবন দিলে। ক্ষুদ্র জীবাণু-বীজ, কোথা হইতে কিরূপে এ প্রকাণ্ড সংসারে রোপিত হইলাম, অঙ্কুরিত হইলাম, নানা প্রকার শক্তিতে ও সম্বন্ধে জড়িত হইলাম। এ দীর্ঘ জীবন পথে চলিতে চলিতে কত জ্ঞান, ধর্ম্ম, প্রেম, স্বাস্থ্য, বল, সৌভাগ্য কুড়াইয়া পাইলাম, এখানে আসিয়া কত জনকে আপনার বলিয়া পাইলাম, কত জনের আত্মীয় হইলাম। অচেষ্টাসত্ত্বে মন ও শরীর আয়ত হইল, সক্ষম হইল; চারিদিকে আপনার শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া অন্যান্য জীবনের শাখা পল্লবকে অবলম্বন করিল; জন-সমাজের মধ্যে একজন হইলাম, ধর্ম্ম-সমাজের মধ্যে একজন হইলাম, মানবমণ্ডলীর মধ্যে একজন হইলাম। আরম্ভে কি ছিলাম, আজ কি হইয়াছি! একাকী ভবে আসিয়া ক্রমে শত সহস্র জনকে সমযাত্রী সঙ্গী পাইয়াছি; অদ্ভুত লীলা চক্রে ঘুরিতেছি! প্রেম-ধাম ইহ সংসার মধ্যে ক্রমে ক্রমে কি নিত্য নব দৃশ্য,

কি অব্যক্ত বিভূতি দেখিলাম। কত অপরিমেয় বিচিত্র শব্দরাশি, কত গভীরতার তাৎপর্য্য—সপ্ত-স্বুর মধ্যে কত সূক্ষ্ম গম্ভীর নিম্ন ঊর্দ্ধ স্বুর, কত অশ্রুত অজানিত স্বর-তরঙ্গ, ভাষাতরঙ্গ, কত ধ্বনি, প্রতিধ্বনি, কত তান, সমতান, লয় মহালয়! জ্যোতির্ম্ময় প্রাতঃ সন্ধ্যাতে, শান্ত নিশীথে আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি নিগূঢ় আলাপ! ব্রহ্ম আদি-শব্দ, ব্রহ্মই অতি-শব্দ, ব্রহ্মই অ-শব্দ! নানা স্বাদে, নানা গন্ধে, নানা মধুময় সংস্পর্শে তাঁহারই সাড়া ও সমাচার বুঝিতে পারি; তাঁহারই মঙ্গলকৃপা নিত্য নিত্য ভোজন করি, পান করি, সেবন করি, পরিধান করি; জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ অতীন্দ্রিয় রাজ্য মধ্যে বিচরণ করে। দেখি প্রতিজনেরই জীবন-ক্ষেত্রে কত বিপরীত অবস্থার সমন্বয়,—কত আতঙ্ক ও অভয়, কত আঘাত ও আরোগ্য, কত দৈন্য ও কর্তৃত্ব, কত প্রলোভন, পতন ও পুনরুত্থান। বিনা অন্বেষণ ও বিনা চেষ্টায় লব্ধ এই মানব জীবনের মত পরম বিস্ময়কর বস্তু আর কিছুই নাই,—কিন্তু সাধারণতঃ এ জীবনের অপচয়, অপব্যবহার, অনাদর ও অসার্থকতা দেখে অবাক হই। এই অমূল্য আশীর্ব্বাদের অধিকারী হইয়া আমি ইহার কিরূপ ব্যবহার

করিলাম? ভবিষ্যতে ইহার পরিণতি কোথায়? এই নানা অবস্থা ঘটিত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ভিতরে জীবন-রূপে প্রচ্ছন্ন, হে জগজ্জীবন, তুমি যে স্বয়ং সাক্ষাৎ বিদ্যমান, এতে আমার কোন সন্দেহ নাই। বুঝিয়াছি মানব জীবন পার্থিব বস্তু নহে; জীবন পাওয়া আর তোমাকে পাওয়া, অন্ততঃ তোমাকে পাইবার অধিকার ও সম্ভাবনা লাভ করা একই কথা। মানব জীবনের মর্ম্মে পরমাত্মা পরব্রহ্মেরই নিগূঢ় সাদৃশ্য। ইহার অজানিত আরম্ভ, অসীম গতি, অস্পষ্ট নিয়তি, অপরিজ্ঞাত উন্নতি ও অবনতি; ইহার ক্রমান্বয়ে জড়ত্ব, পশুত্ব, দেবত্ব এবং তজ্জনিত নিগূঢ় আভ্যন্তরিক বৃত্তান্ত; ইহার অবিশ্রান্ত চেষ্টা ও স্পৃহা, ইহার সিদ্ধি অসিদ্ধি, আশা ও আক্ষেপ; ইহার বিবিধ প্রণয় ও বিচ্ছেদ, ইহার অলক্ষিত ক্ষয়, অব্যর্থ বিনাশ, এবং তদতীত মহান অবস্থা অতিশয় আশ্চর্য্য। হেতু-বিহীন, অযাচিত মঙ্গল-প্রেম হইতে এই অমূল্য জীবন লাভ করিলাম; অলক্ষিত কৃপাবলে ইহা এতকাল রক্ষিত হইল; এখন সর্ব্বান্তঃকরণে তোমারই চরণে, হে প্রাণদাতা, এই প্রাণ উৎসর্গ করি। যদি ইহ সংসারে আসিয়া আর কিছুই করিতে না পারিয়া থাকি,

কেবল যদি তোমারই উদ্দেশে, তোমারই প্রভাবমধ্যে জীবন ধারণ করিয়া থাকি ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট গৌরব।

পরিবার।

ইচ্ছাময় সৃষ্টিকর্ত্তা প্রসন্ন ভাবে আমাকে উচ্চকুলে, মধ্যবিৎ সম্পন্ন পরিবারে প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অল্প বয়সে মা বাপ হারাইয়া নানা অযত্নে ও অনিষ্টে বাল্যকাল কাটিয়াছে; সে কথা ভাবিয়া এখনও এক একবার ক্ষুব্ধ হই। ভাল শিক্ষা পাই নাই, ভাল দৃষ্টান্ত দেখি নাই। ইহার মধ্যে কি প্রচ্ছন্ন হিতকর অভিপ্রায় নিহিত ছিল আগে তাহা বুঝি নাই, এখন বুঝিতে পারি। ভগবদাশ্রিত জনের পক্ষে ইষ্ট অনিষ্ট সকল অবস্থাই কাল সহকারে ইষ্টেতে পরিণত হয়, -আমি তার সাক্ষী।

প্রারম্ভকালে।

জননী মহাপ্রকৃতি শৈশবে আমাকে শিষ্ট মিষ্ট তুষ্ট স্বভাব দিলেন, অযত্নে পালিত হইয়াও রুষ্ট কি তিক্ত-

প্রকৃতি হই নাই, সর্ব্বদা সন্তোষে আমোদে থাকিতাম। সুতীক্ষ্ণ মেধা, সমুজ্জ্বল বুদ্ধি ও শারীরিক স্বাস্থ্য পাইয়াছিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা লোকের ভালমন্দ ব্যবহারের বিচার করিতে যাইতাম না—সকলই ভাল বোধ হইত। যোগ্য অভিভাবক বিনা যে যথাকালে নিয়মিত জ্ঞান ও নীতি শিক্ষা লাভ হয় নাই সেজন্য সময়ে সময়ে অনেক দুর্গতি হইয়াছে, মনে পড়িলে এখনও বিষণ্ণ হই। আমাকে একেবারে অগতি দেখিয়া কোন্ দিব্যগুরু আমার শিক্ষা ও চালনার ভার লইলেন,—কার প্রভাবে ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে আহূত হইয়া আমি নানা মহাসত্য শিখিলাম,—নানা উচ্চ দৃষ্টান্ত দেখিলাম, আজ তাহা স্মরণ করিবার দিন। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর দোষ গুণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া শেষে যৌবনে ধর্ম্মালয়ে দিব্য সার শিক্ষা লাভ করিয়াছি। ক্রমাগত আজ পর্য্যন্ত তাহার উন্নতি হইয়াছে। ভগবৎ-প্রভাবে আজ আমি কোন্ বিদ্যার অনধিকারী? বিদ্বান না হই কিন্তু বিদ্যার্থী চিরদিন। অন্তরাত্মার উত্তেজনায় এই অনিবার্য্য জ্ঞানস্পৃহা, ধর্ম্মস্পৃহা আমাকে নানা প্রগাঢ় চেষ্টা সাধনাতে নিযুক্ত করিল, এবং নানা অদৃষ্টপূর্ব্ব উপায়ে সে চেষ্টা পূর্ণ হইল, আরও

পূর্ণ হইবে। ইহাই আমার পক্ষে দিব্যশিক্ষা। কিন্তু তথাপি দেখ নানা বিষয়ে আমি আজ কতদূর অনভিজ্ঞ! আমি চিরকাল জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মের পদানত শিক্ষার্থী; তিনি আমার দিব্যগুরু, নিত্যগুরু, হৃদিস্থিত অভ্রান্ত দেবর্ষি। হে চৈতন্যময়, তোমাকে প্রণিপাত করি!

শৈশব রহস্য।

নির্দ্দোষ ও নির্ব্বোধ অতি-শৈশবে আমার সঙ্গে একজন আনন্দময়-সত্তা কিরূপ ব্যবহার করিতেন, কত ক্রীড়া আমোদ করিতেন তাহা মনে আছে, এখনও ভুলি নাই; মনে পড়িলে বড় কৌতুকাবিষ্ট হই! বোধ হয় সকল সুজাত সুস্থ-শরীর শিশুর সঙ্গে অন্তরাত্মা এরূপ বিহার করিয়া থাকেন—শিশুর নিকটে শিশু, কুমারীর নিকটে কুমারী, প্রবীণের নিকটে প্রবীণ, কত ভাবে ভগবানের প্রকাশ! কারণহীন তীব্র আহ্লাদ লইয়া তিনি আমার নিকট যাতায়াত করিতেন। ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া কেন হাসিতাম, কেন কোলাহল করিতাম? সে প্রমত্ত আহ্লাদ সংসারজনিত নয়, কেবল দৈহিক ক্রিয়াও

নয়—মানসিক, নিগূঢ়রূপে আত্মিক অবস্থা—তাহা কোথা হইতে আসিত, ভিতর হইতে না বাহির হইতে? বোধ হয় দুদিক হইতেই। যা দেখিতাম তাই ধরিতে যেতাম, খাইতে যেতাম, মর্ম্মের ভিতর রাখিতে যেতাম। আকাশের চাঁদই হউক, আর সন্ধ্যা-তারাই হউক, সহাস্য মাতৃ-মুখই হউক; ঘোলার ফুল, মাটির পুতুল, কাঠের চুশী, সকলই সমান, আমার মহা প্রিয়বস্তু। প্রিয় অপ্রিয় এ বিচারই শিখি নাই, সকলই আনন্দময় ও প্রেমময়। সে প্রভা ও পুলক আর কিছু নয়, স্বপ্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ের মুখ-শ্রী! এখন বুদ্ধি, চিন্তা, আত্মজ্ঞান বাড়িয়াছে; মায়া-বন্ধনে, স্বার্থ-বন্ধনে জড়িত হইয়াছি, তেমন সহজে ও স্বাভাবিক আকারে আর ভগবানকে দেখিতে পাই না। তবে ধর্ম্মসাধন জনিত গভীরতর যোগ লাভ করিয়া এখন দেখিতেছি শৈশবে ও বার্দ্ধক্যে অন্তরাত্মার একই অখণ্ড লীলা; কেবল অবস্থা ও জ্ঞান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন আকার। জননী, আমি তোমার কাছে তখনও অবোধ, এখনও অবোধ, তোমাতে তখনও হৃষ্ট, এখনও হৃষ্ট। তবে যদি জীবন-প্রভাতে না চাহিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছিলাম, জীবন অবসানে চাহিয়া যেন তোমাকে পাই।

স্নেহ-প্রবণ প্রকৃতি।

প্রথম বয়স হতেই আমার স্বভাব মধ্যে প্রবল মাত্রায় ভালবাসার প্রবৃত্তি অঙ্কুরিত হইল; ভালবাসা দিতে ও পেতে চিরদিন আমি সমান ইচ্ছুক ও প্রস্তুত; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ইহা বন্ধুতার আকারে কোন কোন সমবয়স্কের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এবং সময়ে সময়ে নানা পাপবিকারে জড়িত হয়। ভালবাসার অপব্যবহারে কোন্ পাপের উৎপত্তি হয় না? ভালবাসার যোগ্য ব্যবহার ও পবিত্র পরিণতিতে কোন্ মহৎ গুণ সঞ্চারিত হয় না? আজ এই জ্যোতির্ম্ময় ধর্ম্মের প্রভাবে, ব্রহ্মসহবাস গুণে, অবিশ্রান্ত অনুতাপে, আত্মনিগ্রহে, বিবেকের শাসনে, শুদ্ধাত্মা পুরুষদিগের সুদৃষ্টান্ত ও সহবাসগুণে সেই স্বাভাবিক প্রেমপ্রবৃত্তি সংশোধিত ও পরিমার্জ্জিত হইয়া অন্তর্মুখী হইয়াছে,—আরাধনা ও প্রার্থনা রূপে ইষ্টদেবতার পদধৌত করিতেছে—কত সম-বিশ্বাসীর সঙ্গে একাত্মা হইয়াছি, আরও হইব। যেখানে অন্তরে ব্রহ্মানুরাগ ও পরহিতৈষণা সেখানে ভবিষ্যতে মঙ্গলের সীমা নাই। এই অক্ষয় ভালবাসার শক্তি ও উৎসাহ লাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম;

ধর্ম্ম জীবনের নানা কঠিন কর্ত্তব্য সহজ বোধ হইল; সংসারে নানা সঙ্কট নিবারণ হইল। সেইজন্যই কি ভগবান আমাদের জাতীয় স্বভাবকে প্রেম-প্রধান করিলেন? যেন এই প্রেম আত্মত্যাগী নিঃস্বার্থ হয়, পরসেবাতে পরিণত হয়, এবং এ সংসারে স্বর্গীয় পরিবার গঠন করে।

শ্রীকেশবচন্দ্র সেন।

যিনি সমস্ত কল্যাণের আকর, তাঁহাকে শতবার নমস্কার, যে বাল্যকালেই আমি শ্রীকেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে অকপট অচ্ছেদ্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইলাম, এবং চিরদিন এই প্রণয়কে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শেষে প্রগাঢ় ধর্ম্মবন্ধুতায় পরিণত করিতে পারিলাম। নীতি ও ধর্ম্মোৎসাহের দৃষ্টান্ত হইয়া যৌবনের প্রথম অবস্থা হইতে কেশব আমাকে সৎপথে আকর্ষণ করিলেন, অসৎপথে যাইবার গতি রোধ করিলেন, সর্ব্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির প্রতিবাদ করিলেন। তারপর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁর অদ্ভুত ধর্ম্ম-প্রতিভা আমাকে এবং আরও কত লোককে আলোকে আকীর্ণ করিল, আমাদের

মহোন্নতি ও মহা পরিবর্ত্তন সম্পন্ন করিল। আজ সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ এখানে নাই, দিব্যধামে আসীন হইয়া আরও কত পূর্ণতা, কত মহিমা লাভ করিতেছেন। কিন্তু তিনি যেখানেই থাকুন ক্রমাগত তাঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নির্ব্বিকার হইতেছে, শুদ্ধতর ও নিকটতর হইতেছে।

শ্রীমতী সৌদামিনী।

যৌবনের প্রারম্ভে আমি এমন একটী আত্মার সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হইলাম যিনি স্বার্থ-বিহীন প্রেমে অসাধারণ যত্ন ও শ্রমে আমার শারীরিক ও সাংসারিক কল্যাণ সাধন করিলেন; এতদ্দ্বারা আমার জীবন ব্রতের মহা সহায়তা হইল। আজ কালের প্রথা অনুসারে আমি মনোনীত করিয়া বিবাহ করি নাই। আত্মীয়দের নির্দ্ধারণ অনুসারে বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু যদি নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতাম এমন যোগ্য পাত্রী নিশ্চয়ই পাইতাম না। আমার পত্নী সুন্দরী নহেন; বিদুষী নহেন; তাঁহার অনেক বিষম ত্রুটী আছে জানি, সেজন্য আমি অনেক সময় ক্ষুব্ধ হই। আমারও অনেক ত্রুটী আছে, কোন্

মানুষের বিশেষ বিশেষ দোষ নাই? কিন্তু তাঁহার নীতি, নিষ্ঠা, কার্য্যকুশলতা, ভগবানে ভক্তি, উদ্যমপূর্ণ গৃহকার্য্য চিরদিন অক্ষুণ্ণ রহিল। আমার এই ক্ষুদ্র পরিবারে তাঁর যে স্থান ও কর্ত্তৃত্ব চিরদিন অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিয়াছি। বিধাতার দ্বারা মনোনীত হইয়া তিনি আমার গৃহকর্ত্রী হইয়াছেন ইহা বিশ্বাস করি। এই দৃঢ়চিত্ত নিষ্ঠাবতী সহধর্ম্মিণীকে আমার আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক ইষ্ট পথে আমার চির-সঙ্গিনী করিয়া লইতে সচেষ্ট হইয়াছি। সাংসারিক কাজ কর্ম্মে আমার যেরূপ অক্ষমতা, এবং শেষ বয়সে শারীরিক অস্বাস্থ্য যেরূপ গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, নিশ্চয় বুঝিতেছি এমন কর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমতী উদ্যমশালিনী পত্নীর সহযোগিতা না পাইলে আমার প্রাণরক্ষা হইত না, ধর্ম্মরক্ষা হইত না, দুরবস্থার সীমা থাকিত না। স্বীয় প্রকৃতি হইতে বিশেষ যোগ্যতা লাভ করিয়া ইনি দাম্পত্য ধর্ম্ম পালন করিলেন। এই ব্রাহ্মসমাজ-মণ্ডলীর কোন প্রত্যক্ষ সেবা করুন না করুন সৌদামিনী আমার জীবন রক্ষা করিয়া মণ্ডলীর উপকার সাধন করিলেন, এবং সেজন্য আমার প্রিয় বন্ধুদের নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী হইলেন।

ঘরকন্না।

আমাদের বাসভবন ও গৃহকার্য্য চিরদিন শুচি সুশৃঙ্খলা মধ্যে রক্ষিত হইয়াছে। বহুদিনাবধি আমার এই ধারণা যে গৃহ পরিষ্কার, দেহ পরিষ্কার, বস্ত্র পরিষ্কার, শয্যা পরিষ্কার, সাংসারিক সকল বিষয়ে শুদ্ধতা ও পারিপাট্য রক্ষা না করিতে পারিলে সুনীতি, ধর্ম্মশ্রী, ভদ্রতা, ও আত্মশুদ্ধি কিছুই রক্ষা পায় না। সেই ধারণা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আমার প্রিয় পত্নী আমার পরম সহায় হইলেন। আমরা কোন কালেই ধনবান নই, অনেক সময় অভাব ও অনটনে কাল যাপন করিয়াছি, কিন্তু সেজন্য একদিনের তরেও অবসন্ন হইয়া পবিত্র গৃহধর্ম্মে আলস্য কি উপেক্ষা করি নাই। যথাসময়ে দাস দাসীদের বেতন দেওয়া, অঋণী, নির্লোভ হইয়া মিতাচার ও মিতব্যয় করা, বন্ধুদের প্রতি আতিথ্য, অনাথের প্রতি দয়া, ভগবানের গৌরবার্থে ধর্ম্মোৎসবাদি সমাধা করা—সাধ্যমত এ সমস্ত কিছু কিছু করিয়াছি; এজন্য উপযুক্ত সহায়তা উপায় আশ্রয় ঊর্দ্ধ হইতে পাইয়াছি, এ আশীর্ব্বাদের জন্য আমি চিরদিন কৃতজ্ঞ। নির্ধন হইয়া সম্পন্ন

লোকের ন্যায় দিন যাপন করা, নিজ মণ্ডলীর মধ্যে অনাদৃত হইয়া নানা মণ্ডলী মধ্যে সমাদর পাওয়া, স্বদেশে অসম্মানিত হইয়া অন্য দেশে খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করা, আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছে, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ আশীর্ব্বাদ বিনা এ সমস্ত সৌভাগ্য কোন মতেই ঘটিত না। কিন্তু এ সংসারে কাহারও পারিবারিক জীবনে সম্পূর্ণ সন্তোষ সম্ভব নহে। সাংসারিক ধর্ম্ম ও পারত্রিক ধর্ম্ম আমার কাছে একই বিষয়। ধর্ম্মজীবনের কোন অংশে মোহজনিত অসংযম ও অশুদ্ধতা থাকিলে দুয়ের একটীও বজায় থাকে না; স্বার্থ ও পরমার্থ দুই বজায় রাখিতে গেলে, লোকে একটিও বজায় রাখিতে পারে না। সংসারপথে এখনও আমাদের অনেক অকুশল আছে ও অপরাধ আছে, তাহা মানিতেই হইবে; ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া সে সমস্ত বহন করিতেছি ও করিব; অশেষ ধৈর্য্য, সংযম, পদে পদে আত্মসম্বরণ, অবিচ্ছেদে ক্ষমা ও সমুন্নত প্রেম বিনা পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম-শ্রী ও পুণ্যালোক স্থায়ী হয় না। পরিবার মধ্যে ধর্ম্ম রক্ষা না করিতে পারিলে বাহিরে ধর্ম্ম রক্ষা হয় না; আপনার পরিবার মধ্যে যে সংযমী যথার্থই সে সংযমী। বিষয়-সম্পত্তি ও লোক-সাহায্য

পাইয়া আমার এই অতি ক্ষুদ্র পরিবারের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয় নাই; কাহারও অর্থ সাহায্যে ও বাহ্যিক অনুগ্রহে স্পৃহা করি নাই। নানা জাতীয় লোকের শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্ণ দাতব্য সকৃতজ্ঞভাবে গ্রহণ করিয়াছি বটে, কিন্তু মনুষ্যের দ্বারে ভিখারী নই। কেবল তোমারই দ্বারে, হে দয়ালু দাতা, আমি ইহ পরকালের জন্য অকিঞ্চন প্রার্থী। তুমি আমাদের লজ্জা নিবারণ ও দারিদ্র্য ভঞ্জন করিলে; এ অবশিষ্ট কদিনের জন্য আর কাহার গলগ্রহ হইতে যাইব?

জীবনতত্ত্ব কি?

জীবন্ত পরমেশ্বর আমাকে যে অদ্ভুত মানব জীবন দিলেন, ইহাই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ আশীর্ব্বাদ, পূর্ব্বে তাহা স্বীকার করিয়াছি। এই প্রদীপ্ত প্রাণময় পৃথিবীতে কিছুই ত সামান্য নয়। জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, পশু, পক্ষী, কীট কিছুই সামান্য নয়। ধাতু প্রস্তরেও নিভৃত জীবন আছে; বৃক্ষ লতারও সাড় আছে; সর্ব্বাপেক্ষা অদ্ভুত এই মানব জীবন। অথচ মনুষ্য জীবনের সদ্ব্যবহারেই ইহার

যথার্থ মূল্য, মহত্ত্ব, এবং অসামান্যতা; নতুবা ইহজীবন অসার, অপদার্থ, এমন কি কত সময়ে ঘোর অনিষ্টের কারণ। কত অবস্থাতে আমি যে নিজ জীবনের অপকৃষ্ট ব্যবহার করিয়াছি সকলই মনে আছে। এ গুরু অপরাধ ক্ষমা করিয়া, হে মঙ্গলময়, তুমি এখন পর্য্যন্ত আমাকে জীবিত রাখিলে, এবং পুনঃ পুনঃ শিক্ষা দিলে প্রকৃত জীবনতত্ত্ব কি। সাক্ষাৎ প্রাণরূপে তোমাকে পাইয়া প্রাণী হইয়াছি, তোমাকে দিন দিন আরও অধিক উপার্জ্জন করিতেছি। শারীরিক ক্ষয় পাইতেছি বটে, কিন্তু সার জীবন ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। কেবল তাহাও নয় কিন্তু বুঝিয়াছি ভগবৎ অভিপ্রায় অনুসারে দৈহিক জীবন ব্যয় ও ক্ষয় করা ইহাই যথার্থ স্বর্গীয় জীবন। শারীরিক সুখ, স্বাস্থ্য; মানসিক বুদ্ধি, বিবেক; সামাজিক সম্মান, সমাদর, বিদ্যা, সভ্যতা; এ সকল জীবনের মহালক্ষণ ও মহারত্ন বটে; কিন্তু ইহার সংযম অনুশীলনে, ইহার ব্যয় ব্যবহারেই প্রকৃত প্রাণধারণ। যখন এ জীবনের প্রত্যেক লক্ষণে, প্রত্যেক চেষ্টাতে, প্রত্যেক নিগ্রহে, প্রত্যেক সম্ভোগে, প্রাণরূপে বিধাতারূপে তোমাকে উপলব্ধি করি তখনই যথার্থ জীবন ধারণ করি। আমি সেই স্বর্গীয়

জীবনের বিচিত্র রসাস্বাদন পাইয়াছি। এজন্য জীবন-দাতাকে সহস্র বার ধন্যবাদ করি। পূর্ব্বে ভাবিতাম যে স্বভাবের একটী কোন বিশেষ সদ্‌গুণের উৎকর্ষ সাধন করিয়া নিজ নিয়তিকে পূর্ণ করিব। ভাবরস-প্রধান বাঙ্গালী মনে করে কেবল ভাবুকতার জোরে ধর্ম্মরাজ্য অধিকার করিবে। নানাজাতীয় ভাবরসের উচ্ছ্বাস খুব ভাল জিনিষ তা জানি, তাহাতে বারম্বার মুগ্ধ হইয়াছি, লোককে মুগ্ধ করিয়াছি; কিন্তু ইহা আমার পক্ষে যথেষ্ট হইল না; বিধাতা হইতে দিলেন না। দৈহিক স্বাস্থ্য, ব্যায়াম ও স্ফূর্ত্তি উদ্যম খুব ভাল জিনিষ বটে তাহাও জানি, এবং ইহাও জানি যে তৎসম্ভোগে ও তন্মধ্যে প্রত্যক্ষ তেজোময় ব্রহ্মস্থিতি সম্ভোগ করা যায়। জ্ঞান-চর্চ্চা ও গভীর চিন্তা যে কি উৎকৃষ্ট অবস্থা তাহা বেশ জানি, এবং তৎসম্ভোগে পরমাত্মার সঙ্গে প্রত্যক্ষ মিলন লাভ হয়, ব্রহ্ম-মনন ও ব্রহ্ম-ভাব-ভাবনা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও বুঝি। নীতি সুচরিত্রতা কতক উপার্জ্জন করিয়াছি, এবং নানা দেশীয় জ্ঞানবান ব্রহ্মবান লোকের সঙ্গে সহবাস ও বন্ধুতা লাভ করিয়াছি। এইরূপ বিবিধ সম্পর্কে সত্যস্বরূপের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া আমার পক্ষে

মহাভাগ্য। কিন্তু এ সমস্ত সম্পর্ক পূর্ব্বে পরস্পর বিযুক্ত ও বিচ্ছিন্ন ছিল; অখণ্ড জীবনাকারে প্রাপ্ত হই নাই—একটী অনুশীলন করিতে গিয়া অপরটী ভুলিয়া যাইতাম। প্রেমিক হইতে গিয়া শিথিল-চিত্ত হইতাম, জ্ঞানী হইতে গিয়া অভিমানী, নৈতিক হইতে গিয়া নিষ্ঠুর, সাধক হইতে গিয়া অসামাজিক হইতাম। এখনও এরূপ বিপর্য্যয় মূল স্বভাবে নিহিত আছে। কিন্তু এখন এই মহাসত্য বার বার জীবনে প্রমাণিত হইল যে যথার্থ ধর্ম্ম-জীবন অর্থে মানুষের স্বভাব-বৈচিত্র্য মধ্যে সমান ওজন ও সমান উৎকর্ষ বুঝায়। এইরূপ সামঞ্জস্যের ভিতর জীবন-আদর্শের পূর্ণ পরিমাণ বুঝিতে পারি; পূর্ণ-প্রকৃতির সন্ধান পাই। পরমাত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ বলিলে মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ বুঝায়, মানুষের সঙ্গে (বিশেষতঃ যে সকল মানুষের সঙ্গে আমি এক ভাবাবলম্বী ও এক পথাবলম্বী তাদের সঙ্গে) পবিত্র সম্বন্ধ বুঝায়। যতদূর মানব জীবনের প্রসার ততদূর ব্রহ্ম সাধনের প্রসার। এরূপ সমতান, সমতুল্য শক্তি, এরূপ সমগ্র ও সম্পূর্ণ জীবনের নিত্য অধিকার সকল সময় উপলব্ধি করিতে পারি না বটে, কিন্তু নিশ্চয় পাইব; এখনই দিব্যক্ষণে, দিব্যদশায়,

জ্ঞান ও ভক্তির উন্নত অবস্থায়, সমাধিকালে, পরসেবা ও পরীক্ষার মধ্যে ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা, হে পরমাত্মন্, তুমি আমার মনোমধ্যে জীবনতত্ত্বের সার আদর্শ রচনা করিলে, দৃঢ়ীভূত করিলে; দৈহিক ও আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও পারমার্থিক নানা বিষয়কে একীভূত করিলে। কি নির্জ্জন বাসে, কি লোকালয়ে, এমন একটী উচ্চ কর্ত্তব্য দেখি না যা ধর্ম্ম আলোকে উজ্জ্বল নয়। শরীর, হৃদয়, আত্মা, সংসার, স্বর্গ সমস্ত তন্ময় হইয়া পড়ে। এ স্বর্গীয় সামঞ্জস্য একদিনে হয় না, চিরজীবনের সাধন। লোকচক্ষে ইহা প্রতীয়মান নয়, নাই হইল? দিব্য অক্ষয় জীবনের এক কণাও ভাল, রাশি রাশি কাল্পনিক, স্বার্থময়, লৌকিক চাক্‌চিক্য চাই না। দৈহিকতা চাই না; ভাবুকতার ছড়াছড়ি চাই না; প্রখর বুদ্ধির আস্ফালন, লোকের অসার ও অগভীর প্রশংসা অপ্রশংসা গ্রাহ্য করি না; অসার লোকাচারসম্মত ধার্ম্মিকতা ঘৃণা করি, ইহাতে লোকে যা বলিতে হয় বলুক। তুমি দেখিতে দিলে বটে যে এ সমস্ত অসারতার মধ্যেও সার সত্যের ভগ্নাংশ কণা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, কিন্তু তাহা পাইয়া পূর্ণ তৃপ্তি হইল না,

হইবেও না। ব্রহ্মসত্তার সহিত সর্ব্বাঙ্গীন যোগ লাভ হইলে তবে এই দুর্লভ মানব জীবন সার্থক হয়। দেব, ইহা কি এ সংসারে এবং এক জন্মে লাভ হইবে? আরম্ভ হইয়াছে বটে কিন্তু ইহার সমাপ্তি কোথা? হে জীবনাধার, বহু কষ্টে এই মানব জীবনের পূর্ণতা সঞ্চয় করিতেছি, তুমি আমার সহায় হও।

ধর্ম্ম-গ্রহণ।

চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল পূর্ব্বে সেই মহাদিন আমি কখনও ভুলিব না যে দিনে, হে জগদ্‌গুরু, তোমার প্রেরণায় এই উদার ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। আমি অশ্রুজলে অন্ধপ্রায়, উদ্বেগে ও ভয়ে ঘর্ম্মাক্ত কম্পিত-কলেবর হইয়া এই ধর্ম্মে আমার প্রাণগত বিশ্বাস স্বীকার করিলাম। আমি অল্পদর্শী তখন জানিতাম না আমার জন্য এই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মদীক্ষার মধ্যে কি অসীম মহান অর্থ নিহিত ছিল। এখন এই ধর্ম্মজীবনের অবিশ্রান্ত উন্নতিতে আমার দিব্য-জীবন দিব্য-নীতি বিকশিত হইয়াছে। কোন ধর্ম্মার্থী লোক যেন প্রকাশ্যে মুক্তকণ্ঠে

নিজ বিশ্বাস স্বীকার করিতে ও ধর্ম্মদীক্ষা লইতে উদাসীন না হয়েন। যখন আমার এই প্রথম ধর্ম্মদীক্ষা হয় তখন সার ধর্ম্ম বুঝিতে পারি নাই। প্রায় তার পঁচিশ বর্ষ পরে নিগূঢ়তর মহান যুগধর্ম্মবিধান লাভ করিয়াছি। বীজ হতে যেমন বৃক্ষ, বৃক্ষ হতে যেমন শাখা ফুল ফল, তেমনি আমাদের সেই প্রিয় আদিম ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম হইতে এই প্রকাণ্ড সনাতন যুগধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম আমাকে চিন্তার অতীত পরমাশ্চর্য্য পরমার্থ তত্ত্ব শিক্ষা দিতেছে, এবং সর্ব্বপ্রকার পারত্রিক ও ঐহিক কল্যাণে সুখী করিতেছে। উপদেশ শুনিতাম, সর্ব্বান্তঃকরণে স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিলে আর সমস্ত যাহা কিছু কাম্য-বস্তু লাভ করিতে পারা যায়, যথার্থই আমার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। সার ধর্ম্মের প্রভাবে এরূপ না ঘটিলে আমি সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক কূপে আবদ্ধ থাকিতাম, উদার ধর্ম্মবিশ্বাসী নামের অযোগ্য হইতাম। আজ মানুষ হইয়াছি, মানুষের মধ্যে ধন্য হইয়াছি। সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রদত্ত এই অদ্ভুত ধর্ম্ম হইতে উচ্চ জ্ঞান, উদার সাম্য, শুদ্ধ চরিত্র, নিগূঢ় প্রেম, অগাধ অপার্থিব শান্তি ও নানা পার্থিব সৌভাগ্য লাভ হইল। না জানি অদৃষ্টে আরও কি আছে। আমি এ ঋণ কখনও

পরিশোধ করিতে পারিব না। লোকের নিকট নিগ্রহ পাই, অনুগ্রহ পাই, ভগবানের শুভাশীষ হইতে বঞ্চিত কখনও হই নাই, হইব না। তিনি আমার সর্ব্বস্ব ধন। এই পবিত্র ধর্ম্ম সাধন ইহ জীবনের একমাত্র সার কার্য্য, ভবিষ্যতের যথার্থ নিয়তি, স্বর্গের কেবল মাত্র ভরসা।

কাজকর্ম্ম।

ধন্য ধন্য সেই ইষ্টদেবতাকে যিনি সাংসারিক ও মানবীয় অধীনতা হইতে বহুদিনাবধি আমাকে অব্যাহতি দিয়া আপনার শুভ ইচ্ছানুসারে জগতের সেবাকার্য্যে নিয়োগ-পত্র দিলেন। আমি ধর্ম্ম-প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলাম। প্রথমে বুঝি নাই কি করিতেছি। কিন্তু এই কার্য্য মধ্যে জীবনের শত প্রকার কাজ কর্ম্ম প্রচ্ছন্ন ছিল ক্রমে প্রকাশ হইয়া পড়িল। এই ধর্ম্মব্রত অবলম্বন করিয়া লোকের যাহা কিছু উপকার করিতে পারিয়াছি, তদপেক্ষা সহস্রগুণ উপকার নিজে লাভ করিয়াছি; অশেষবিধ ভাবী মঙ্গলের আভাস, অঙ্গীকার ও আশা লাভ করিয়াছি। আধ্যাত্মিক আলোকে বুঝিলাম ধর্ম্ম-

প্রচার অর্থে কতকগুলি ধর্ম্ম-মতের জল্পনা নয়, কতকগুলি ক্রিয়া কর্ম্মেরও আড়ম্বর নয়, কোন প্রকার দলপুষ্টিও নয়, বৎসরান্তে কি সপ্তাহান্তে বহুভাষা-জড়িত সচীৎকার বক্তৃতা নয়! জীবন-তত্ত্বে, সৃষ্টি-তত্ত্বে, ব্রহ্ম-তত্ত্বে, সকল প্রকার সু-তত্ত্ব মধ্যে যাহা কিছু সার সত্য তাহা হৃদয়ঙ্গম করা, চরিত্রে পরিণত করা এবং অন্তরাত্মার আলোকময় প্রেরণা-শক্তি অনুসারে লোকের চিত্তে ও চরিত্রে মুদ্রিত করিতে পারা, আমার কাছে ধর্ম্ম-প্রচার অর্থে এই। যদি কিছু বিশেষ ধর্ম্মবার্ত্তা ব্যাখ্যা করিবার না থাকে প্রচার কার্য্য কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং ইহা অশেষ আত্মোন্নতি, অসীম ব্রহ্ম-সাধনা ও অবিশ্রান্ত ধর্ম্ম-চেষ্টার ফল। কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ ইতিহাস, কোন্ মহাত্মার জীবন, কোন্ জাতীয় সেবা ভক্তি, যোগ সিদ্ধি হইতে আমি ভূরি ভূরি সত্য না শিখিলাম এবং জনসমাজে ব্যাখ্যা না করিলাম। শত শত মানবীয় সদনুষ্ঠান ও উচ্চ কর্ত্তব্য মধ্যে কোন সৎকার্য্য সাধনে বঞ্চিত হই নাই। এক অখণ্ড অনন্ত ধর্ম্মের মহা-প্রবাহে আন্দোলিত হইতেছি, কোন প্রকার মহদনুষ্ঠান আমার অকরণীয় নহে। যেন জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তোমার অধীনে, হে ভক্ত-

বৎসল প্রভু, এই স্বাধীন ধর্ম্ম-ব্রত কথায়. কার্য্যে চরিত্রে পালন করিতে পারি। তোমার আহ্বানে অতীতকালে কিংবা বর্ত্তমানে যাঁহারা তোমার অধীন হইলেন ও তোমা হইতে কার্য্যভার পাইলেন আমি অযোগ্য ব্যক্তি হইয়া তাঁদের মধ্যে একজন হইয়াছি; কালাতীত দেশাতীত অক্ষয় ধর্ম্ম-মণ্ডলীর মধ্যে ভুক্ত হইয়াছি—ইহা হইতে আমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে কে? তোমার আজ্ঞা পালন করাই আমার স্বাধীনতা, যাঁরা তোমার অধীন তাঁদের অধীনতাই আমার স্বাধীনতা—আমি অন্য স্বাধীনতা চাই না, অন্য অধীনতাও চাই না। এই চল্লিশ বৎসরের অধিক কাল হইল তোমার আলয়ে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছি, এক দিনের জন্য কার্য্যের বিরাম হয় নাই, হইবেও না। ক্রমাগত উচ্চতর জীবনে আরোহণ করিতেছি, উচ্চতর কর্ত্তব্যের আদেশ পাইতেছি। নিজ জীবনের নানা অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে, মণ্ডলীর ও জনসাধারণের অভাব অনুসারে, এ দেশে ও দেশান্তরে তুমি আমাকে কতরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিলে; তোমার প্রেরণায় কতই বলিলাম, কতই লিখিলাম, কতই শিখিলাম, কতই ঘুরিলাম, কতই খাটিলাম, তথাপি

তোমার প্রভাবে এ চিত্তে এখনও অনেক উৎসাহ অগ্নি! আর কি বলিব, এই মহা-ব্রত সাধনে যেন দেহ মনের অবশিষ্ট শক্তি আরও একাগ্রভাবে উৎসর্গ করিতে পারি, যেন আরও অনেক হৃদয়ে এ ধর্ম্ম-প্রভাব সঙ্ক্রামিত হয়। যেন এখানকার কার্য্য শেষ করিতে না করিতে সেখানকার কার্য্যভার প্রাপ্ত হই।

ঈশা বিষয়ক।

অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-সন্তান ঈশার সঙ্গে আমার যে আন্তরিক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইল তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির শিক্ষা কি কাহারও অনুকরণের ফল নহে; বিজ্ঞান কি ইতিহাস মূলক নহে; আমি ইহার কারণ জানি না, ইহা আমার মূল-প্রকৃতিগত একটী বিস্ময়কর আকর্ষণ। যৌবনের প্রারম্ভকাল হইতে আমি এই ভাবাপন্ন, নানা অবস্থার মধ্যে ইহা আমার মনে জাগরূক আছে। এ ভাব, হে অন্তরাত্মা, তোমার প্রত্যক্ষ প্রেরণার ফল, আমার ধর্ম্ম-প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ফল। তবে এ বিষয়ে (অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়) আচার্য্য কেশবের নিকট সময়ে সময়ে অনেক শিখিয়াছি। ঈশার চরিত্র-লেখক শিষ্য-

চতুষ্টয়, মহাপুরুষ দলের বিচিত্র ব্যাখ্যা ও ধর্ম্ম-প্রতিভা আমার প্রধান অবলম্বন। কিন্তু, হে পবিত্রাত্মা, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে আমার নীতি চরিত্রের দারুণ অভাব দেখিয়া, পাপজনিত আমার গভীর আক্ষেপ ও নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার ভাবী প্রয়োজন দেখিয়া, এ দেশের অধোগতি ও ধর্ম্মহীনতা দেখিয়া, ব্রাহ্ম-সমাজের ভবিষ্যৎ সংরক্ষণ উদ্দেশে মহাপ্রভু ঈশা-খৃষ্টের জীবন-তত্ত্ব তুমি স্বয়ং আমার অন্তরে প্রকাশ করিলে। নিগ্রহে, অবিচারে. পতনে, পশ্চাত্তাপে, অকারণ অখ্যাতি অপমানে, অনিবার্য্য উপদ্রবে, পদচ্যুতিতে, ব্যারামে, নিরাশায়, ঘোর-বিদেশ মধ্যে, তুমি সাক্ষাৎ বিদ্যমান থাকিয়া ঈশা-দৃষ্টান্ত দ্বারা আমাকে সতেজ সন্তুষ্ট ও সার বিশ্বাসে সজীব রাখিলে। তুমিই চিরদিন আমার গম্যধাম ও জীবনের উদ্দেশ্য, তুমিই কেবল মাত্র আমার আরাধ্য প্রার্থনীয় পরিত্রাতা। এ পরিত্রাণ পথে তোমার আদিষ্ট নানা মহাপুরুষগণ আমার সঙ্গী ও শিক্ষক। কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রভু ঈশা আমার পথ, আমার পথপ্রদর্শক, আমার অনুকরণীয়, আমার দিব্য বন্ধু, তাঁর তুল্য আর কেহই নাই। তাবৎ মনুষ্যজাতি ও দেবাত্মাবংশ মধ্যে নির্ব্বাচন করিয়া তুমি

তাঁহাকে তোমার সন্তানত্বের মুকুট পরিহিত করিলে, মানুষের আদর্শ হেতু নিজের অখণ্ড অভিপ্রায় অনুসারে ইতিহাস গর্ভে তুমি তাঁহাকে সৃজন করিয়াছ। তোমার স্বভাবের পূর্ণ-সাদৃশ্য সে সন্তানত্বের সার মর্ম্ম। সমুদায় মানবকুলের নেতা ও কেন্দ্র তিনি, বিশ্বাসী জগতের ধর্ম্ম জীবন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমেই তিনি পূর্ণাবয়ব ধারণ করিতেছেন। অযথা ভাব ভক্তি ও দূষিত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বশবর্ত্তী হইয়া লোকে যে তাঁর উপর তোমার প্রাপ্য ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে সে অপরাধ কখনও তাঁর নহে, তাঁর স্বয়ং শিক্ষিত ও অবলম্বিত ধর্ম্মেরও নহে। তাঁর ধর্ম্ম ও সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম এক। এ বিষয়ে অনেক কথা বলিতে চাই না। অধীনতা, বাধ্যতা, পূর্ণ প্রেম, বিশ্বাস, নীতি-নিষ্ঠা, অবিশ্রান্ত আত্মসংযম ও আত্মসমর্পণ, ভগবানের প্রতি ও মানুষের প্রতি অশেষ অকপট অনুরাগ এ সমস্ত লইয়া যদি ধর্ম্মজীবন গঠিত হইবার হয় তবে এ ধর্ম্মজীবনে ঈশাতুল্য মানুষের বন্ধু আর কোন মানুষ হইতে পারে না। কেবল এই ভাবেই আমি তাঁহার চির-অধীন ও অনুগত ভৃত্য। বিধাতাকে শত ধন্যবাদ যে এই আদর্শ-জীবন-রত্ন তিনি আমার হস্তে দিলেন।

অযোগ্য ও অপূর্ণ আমি।

আমি আত্মপরীক্ষাতে, কি আত্ম-দোষ-চিন্তনে কখনও কি বিরত হইব? কখনই না। নানা অযোগ্যতা হেতু আমার আন্তরিক আক্ষেপ কখনও নিবৃত্তি পাইবে না। কি হইতে চাই এবং কি হইতে পারিয়াছি, ইহা ভাবিয়া আমার অনুশোচনা এ জীবনে শেষ হইবে না। হে সর্ব্বহিতকারী, তোমার শুভ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য তুমি যে ধর্ম্মালোক প্রকাশ করিলে তদ্দ্বারা সুসময়ে আমি তোমার তত্ত্ব, তোমার প্রেরিত বার্ত্তা ও বার্ত্তাবাহক-দিগের লক্ষণ, বিশেষতঃ তোমার অতুল সন্তান ঈশাতত্ত্ব, অদ্ভুত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, ক্ষয়শীল শরীর ধারণে অক্ষয় স্বর্গীয় জীবনতত্ত্ব, আমি যাহা কিছু লাভ করিয়াছি তাহাতে পরম কৃতার্থ হইয়াছি। কিন্তু এতাবৎ বিষয়ে এখনও আমার এতাধিক লাভ করিবার অবশিষ্ট আছে যে তাহা ভাবিয়া কোনরূপেই আমি বর্ত্তমান অবস্থায় তুষ্ট থাকিতে পারি না। ছিন্ন কন্থার ন্যায় এ জীর্ণ চরিত্র আমার দীর্ঘ জীবনের সকল লজ্জা আবরণ করিতে পারে না। এক দিকে টানিতে গেলে অপরদিকে অনটন পড়িয়া যায়।

ধর্ম্মের সত্যাসত্য ধর্ম্মবিশ্বাসীর জীবনচরিত্রে প্রমাণিত হয়। ইহা ভাবিয়া বিষম ক্ষোভে দৈন্যে ও আতঙ্কে আত্মা পরিপূর্ণ হয়। যাহা বিশ্বাস করি, যাহা প্রতিদিন লাভ করি তাহা ইচ্ছানুরূপ অভ্যাসে ও চরিত্রে পরিণত হয় না। একদিকে নিজের অপূর্ণতা, অপরদিকে আত্মীয়-দিগের ক্রটী ও স্বেচ্ছাচার। কিন্তু তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও পরমাশ্চর্য্য ক্ষমা গুণে কোন্ ব্যক্তি না পরিত্রাণ পাইবে? সুতরাং আমি নিরাশ অথবা অবসন্ন নই। যাহা পাই নাই তাহা কোন দিন পাইব, যাহা হয় নাই তাহা হইবে, আমার প্রিয়গণও তোমাতে মতিগতি স্থির রাখিতে পারিলে পরিণামে উদ্ধার হইবেন। তবে সেজন্যে চেষ্টা ও প্রার্থনার সীমা যেন না থাকে, সেজন্য বিশ্বাস ও ধৈর্য্যের সীমা নাই, সীমা যেন না থাকে। দেখ এই সকল উপার্জ্জিত তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণরূপে দৈনিক জীবনে পরিণত হয় নাই। আমি দিন দিন ইহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছি; কিসে এবং কবে আমাদের এই অমূল্য ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সঙ্গে একাকার হইবে। না জানিতে দিয়া শনৈঃ শনৈঃ তোমার অদ্ভুত অধ্যাত্মশক্তি আমার মধ্যে সঞ্চারিত করিতেছ—আজ পর্য্যন্ত যাহা

হইবার তাহা হইলাম। তাহার ভাল মন্দ আমি কি বিচার করিব? পরে কি হইব তাহার পরিমাণই বা কিরূপে করিব? হে অনন্ত আদর্শ, প্রাপ্ত জীবনের সঙ্গে এবং প্রাপ্য পূর্ণতার সঙ্গে ব্যবধান থাকিবেই থাকিবে। হাজার দুঃখিত হই তাহা নিবারণ করিতে পারিব না। তবে এই মাত্র আকুল নিবেদন করি যেন একদিনের জন্য সুদীর্ঘ নিয়তির পথে অগ্রসর হইতে অলস কি উদাসীন না হই।

বাহ্য-সৃষ্টিতে অভিনিবেশ।

এই দৃশ্যমান সৃষ্টি-তত্ত্ব আমাকে গ্রাস করিয়াছে। সাবয়ব জড়-জগৎ, অদ্ভুত চিন্ময় মানব-জগৎ, অদৃশ্য ব্রহ্ম-জগৎ আমাকে অভিভূত করিয়াছে। হে বিশ্বরূপ, হে বিভূতিময়, তোমাকে প্রতিদিন নমস্কার যে তুমি আমার স্বভাবে তোমার সৃষ্টির সঙ্গে অতি গভীর সম্বন্ধ সঞ্চার করিলে। কখনও তীব্রভাবে, কখনও কোমলভাবে, প্রকৃতির মহারসে আমি প্রায়ই অভিষিক্ত আছি। লোকের

হস্ত নির্ম্মিত দেবালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া প্রকৃতির মহা-মন্দিরে প্রতিনিয়ত অর্চ্চনা আরাধনা করিয়া থাকি। নিখিল বিশ্ব তদন্তর্গত সকল বস্তু নানা ভাবে, সচেতনে ও অচেতনে, কি প্রকাণ্ড অবিশ্রান্ত মহাপূজা করিতেছে— আমি সামান্য প্রাণী-কণিকা এই অনন্ত আরাধনা শুনিয়া থাকি; এ পূজাড়ম্বর সততই দর্শন করি, শ্রবণ করি, সম্ভোগ করি। প্রকৃতি-পটে, আকাশে, ধরাতলে তোমার গৌরবান্বিত মহা-প্রতিমা; তুমি নিজ হস্তে তাহা রচনা করিয়াছ; আমার অর্চ্চনা, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা,— আমার এই উপাসনার নানা উপকরণ তুমি নিজে নিয়ত সংগ্রহ করিতেছ। আমার এই জীবন্ত পূজা উপহার নিত্য নিত্য তব পদে নিবেদন করিয়া আমি বারম্বার সদ্য-মুক্তি সম্ভোগ করিতেছি। বাহ্য জগতে এমন কোন পদার্থ, কোন প্রাণী, কোন বিধি, কি ব্যবস্থা, কি দৃশ্য, এমন কি আছে, যাহার অনুরূপ তত্ত্বালোক ও ভাবালোক নিজ অন্তরে দেখিতে না পাই? ভূতত্ত্ব, ভৌতিকশক্তি-তত্ত্ব, জ্যোতিষ্কতত্ত্ব, মানসতত্ত্ব, মানবীয়গুণতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব এসকল যে অদ্ভুত কথা উচ্চারণ করে তাহা কেবল বাহিরের কথা নয়; তাহা, হে চৈতন্যময়, তোমার নিজের

ভাব, চিন্তা, তোমার হৃদয় মন, তোমার অভিপ্রায় অভি-সন্ধি, তোমার কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালী, তোমার অলৌকিক আত্মপরিচয় শতকণ্ঠে ব্যাখ্যা করে। আমি কেবল নিজ কল্পনা আলোকে প্রকৃতিগ্রন্থ পাঠ করিতে চাই না, তোমার প্রকাশিত নানা শাস্ত্র আলোক আমাকে আলোকময় শিক্ষা দিতেছে। আমি অজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তি এ জীবনে এই সমস্ত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিলাম না, এক জীবনে তাহা হইবার নয়, বহুজীবনে লাভ হইবে। কিন্তু এখানে এতটুকু বুঝিলাম যে এই দৃশ্যমান সাকার জগতেই তোমার নিরাকার চিন্ময় মহামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং দেখিতে পাইলে তোমার অপ-রূপ দিব্য পরিচয় লাভ হয়, তোমার যোগপথ ও জ্ঞান-পথ সহজ হয়। এই দিব্য প্রকৃতি-মন্দিরে আমার যে নির্দ্দিষ্ট স্থান তাহা হইতে আমাকে কে বিচ্যুত করিতে পারে? পূজ্য পিতৃদিগের পার্শ্বে উজ্জ্বল আসন লাভ করিয়াছি।

বিভূতি-যোগ।

আমি এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গে নানাবর্ণ আকাশে অনন্ত অভিনয় রসে ডুবিলাম, অকূল অশ্রান্ত প্রবল জলধিতরঙ্গে সাঁতার দিলাম, কত মহাকায় শ্বেতাঙ্গ গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করিলাম; কত আঁধার অরণ্যে পর্য্যটন করিলাম, কত নদী-নিমগ্ন শুভ্র বালুকাতলে বিভগ্ন সূর্য্যরশ্মি গণনা করিলাম; কত স্বচ্ছ নদীজলে মৃদু-হিল্লোলে ব্রহ্ম নামোচ্চারণ পূর্ব্বক অবগাহন করিলাম; কত উৎসাহিত উত্তেজিত বিহঙ্গ সমাচার শুনিলাম; কত অর্দ্ধস্ফুটিত সহাস্য ফুল দলের সঙ্গে সম্ভাষণ করিলাম; কত অনন্ত নক্ষত্রগতি, অস্তগামী সজীব শশিকলা, কত শব্দময় নির্ঝর, কত গম্ভীর নৈশতিমির, সর্ব্বভেদী মোহ-তিমির অতিক্রম করিয়া তদতীত অক্ষয় ধ্রুবতত্ত্ব সঞ্চয় করিলাম বলিতে পারি না, আরও কত কি আত্মস্থ করিব। এসকলের মধ্যে, মাতঃ পরাপ্রকৃতি, আমি তোমার আহ্বান, আভাস, ইঙ্গিত, আলিঙ্গন, আশীর্ব্বাদ অনেক অনুভব করিয়াছি, করিতেছি; বুঝিতেছি, এ নিগূঢ় রহস্য কখনও শেষ হইবে না। পক্ষান্তরে আবার

নগরের মিশ্রিত মহাকোলাহল; বাণিজ্য ও কল কারখানার ঘোর শব্দোদ্যম, বাজার হাটের অবিশ্রান্ত ক্রয় বিক্রয়, ধনবানের শ্রীবৃদ্ধি, দরিদ্রের কষ্টলভ্য উপজীবিকা, শ্রমজীবীর শ্রমান্তে সন্ধ্যাসঙ্গীত আমার মনে তোমারই বিধি ব্যবহার প্রকাশ করে। এই সৃষ্টির তুমুল প্রবাহে আমি কণার কণামাত্র, কিন্তু তথাপি আমি তোমার মর্ম্মের মর্ম্ম মধ্যে স্থাপিত রহিয়াছি; তোমাতেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রকৃতি ও ক্ষুদ্র প্রাণ ধারণ করিতেছি; আমি তোমার মহা-স্বভাবের অতি ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব। তাই এই বাহ্য-প্রকৃতিকে তোমার কায়া, তোমার ছায়া, তোমার মায়া, তোমার বেশবিন্যাস, তোমার দেবালয় রূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তোমাকে বন্দনা করি।

ঐতিহাসিক ও জাতীয় বিষয়ে।

কেহবা ইহুদিজাতির ইতিহাসে, কেহবা মুসলমান জাতির, কেহবা বৌদ্ধদিগের মহাবংশাবলীতে বিধাতার অদ্ভুত কীর্ত্তি দর্শন করেন। কিন্তু এমন জাতীয় ইতিহাস কিছু নাই, যার মধ্যে বিধাতা ক্রিয়াবান নহেন। হে

লোকেশ, হে লোক-ভঙ্গনিবারণার্থ সেতুস্বরূপ, জাতি জনপদ ও নানা প্রকার লোক সমিতি মধ্যে তুমি বিচিত্র মানুষিক গৌরব ধারণ করিয়াছ। মানবমণ্ডলীতে, সমষ্টি-কৃত মানব-স্বভাবে আমি দিব্য চক্ষে দেবাকৃতি দেখিতেছি। আধার ও আশ্রয়রূপে, প্রাণ ও শক্তিরূপে প্রত্যেক জাতি মধ্যে, লোকের সুকীর্ত্তি ও মহোদ্যম মধ্যে, জয়লাভ ও উন্নতি মধ্যে জাতীয় মহিমা সংস্থাপিত হইতেছে, পরিষ্কার মঙ্গলাভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিনম্র ভক্তিতে, হে নারায়ণ, আমি তোমাকে অভিবাদন করিতেছি। সভ্য, স্বাধীন, পরাক্রান্ত, জয়শীল জাতির মধ্যে,—অর্দ্ধশিক্ষিত, পরাধীন, দুর্ব্বল কিন্তু উন্নতিশীল জাতির মধ্যে তোমারই জ্যোতির্ম্ময় আত্ম-প্রকাশ দেখিতে পাই। তোমার সাক্ষাতে কোন জাতির প্রতি যবন কি ম্লেচ্ছ কি অনার্য্য বলিয়া বিদ্বেষী হইতে পারিনা, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে তোমার বিশেষ বিশেষ অবতারণা দেখি, এমন জাতি দেখি না যে তোমার দ্বারা স্পৃষ্ট ও আকৃষ্ট নয়। তবে আমরা অধীর ও অল্পদর্শী, এই নিগূঢ় কার্য্যবিধি না বুঝিয়া মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হই। কোথাও ঐশ্বর্য্য, পরাক্রম

ও পুরুষকার, কোথাও সাত্বিকতা, ভাবুকতা, বুদ্ধিবল ও চিন্তাশক্তি, কোথাও প্রবল সমুন্নত রাজনীতি ও রাজ্য-শাসন প্রণালী। যেখানে যে কোন প্রকার উচ্চতর জাতীয় জীবন দেখি সেখানে পরব্রহ্মের উজ্জ্বল প্রতিরূপ দেখি। ইংলণ্ড, জর্ম্মণি, আমেরিকা, জাপান, চীন, আর্য্যাবর্ত্ত, এই সকল মহাদেশে, নব নব ঐশ্বরিক বিভূতি বারম্বার দেখিয়া আরও পরিষ্কার দেখিবার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি অন্তরে জাগরূক রহিয়াছে। এই সকল বিচিত্র-স্বভাব জাতির মধ্য দিয়া তোমার সঙ্গে অধ্যাত্মরস সম্ভোগ করিয়া থাকি। আপনি কোন বিশেষ জাতীয় বলিয়া সঙ্কীর্ণ হই না; সমগ্র মানব জাতীয় বলিয়া উদার প্রেম পোষণ করি। মানব প্রকৃতি বিবিধ আদর্শ ও প্রণালীর মধ্য দিয়া নিজ নিয়তি লাভ করে। স্বীয় মাতৃভূমিকে দেবধাম মনে করিয়া খুব আদর করি বটে। বহুদিন বিদেশ পর্য্যটনের পর দেশে ফিরিয়া আসিলে মনে হয় যেন পুণ্যক্ষেত্রে পদার্পণ করিলাম। বহুদিন বিদেশীয় ভাষা শ্রবণ কথনের পর মাতৃভাষার এক অক্ষর শুনিলে মনে হয় যেন কর্ণে অমৃতধারা ঢালিয়া দিল। পথের ভিখারী হইতে লক্ষপতি পর্য্যন্ত যাহাকে দেখি তাহাকেই

আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যে জাতীয়-সৌভাগ্যের সুদৃশ্য নিজ-দেশে দেখিলাম না, এ জীবনে দেখিব বলিয়া মনে হয় না, সে অদ্ভুত জীবন্ত দৃশ্য অন্যত্র দেখিয়া ধন্য হইলাম। জীব মাত্রেতেই পরমাত্মা প্রকটিত, কিন্তু জাতীয় জীবনে, জাতীয় মিলনে, জাতীয় একত্বে সে মহিমা কতই দেদীপ্যমান! মানুষের স্বার্থবুদ্ধি পরস্পর এত বিভিন্ন, প্রবৃত্তি বাসনা এত বহুধা যে পরস্পরের মধ্যে অবিশ্রান্ত বিরোধ ও শত্রুতাই সম্ভব। পূর্ব্বকালে সেই সংগ্রাম সততই ঘটিত, এখনও মাঝে মাঝে ঘটিতেছে। তবে পৃথিবীময় এ দেশানুরাগ, স্বজাতির প্রতি হিতৈষণা, বহুলোকের সঙ্গে আত্মীয়তা কেন হয়, কোথা হইতে হয়? স্বদেশের হিতের জন্য, স্বজাতির গৌরবের জন্য মানুষে ধন দেয়, সময় ব্যয় করে, স্বার্থত্যাগ করে, বিষম নিগ্রহ সহ্য করে, স্ত্রী পুত্র ভুলিয়া যায়, প্রাণ পর্য্যন্ত বলি-দান করে কিসের জন্য? ইহার মধ্যে দৈব প্রেরণা, দৈব শিক্ষা, ভগবৎ প্রভাব দেখিয়া আমি আশ্চর্য্য হই। আমি ইহারই অনুরাগী, সাধ্যানুসারে ইহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি কালের কুটিল গতি অনুসারে বিদেশীয় বিজাতীয় প্রবৃত্তি মনকে কলুষিত করিয়া থাকে, অপরাধী

হইয়াছি। ভারতীয় সমস্ত জাতি উদ্ধৃত ও সংশোধিত হউক, যেন আর্য্যজাতি স্বকীয় বিশেষ মাহাত্ম্য হইতে বিচ্যুত না হয়!

জ্ঞাতসারে হউক, অজ্ঞাতসারে হউক, ইচ্ছাপূর্ব্বক হউক, অনিচ্ছা পূর্ব্বক হউক, তোমারই দিকে, হে লোকনাথ, মানবজাতি অগ্রসর হইতেছে,—তৎসঙ্গে আমরাও, আমিও অগ্রসর হইতেছি—ইহা কি চমৎকার দৃশ্য! এত পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতি, স্বার্থ, রুচি, প্রতিভা, শক্তি, সাধনা কালে কালে সুমিলিত করিয়া তুমি নানা জাতি, রাজ্য, সাম্রাজ্য রচনা করিলে। কোন্ জাতির ইতিহাসে তুমি প্রত্যক্ষ নও? অতএব তোমারই আকর্ষণে, তোমারই বিধানে সকল জাতির সঙ্গে একজাতি হইয়াছি। বর্ণভেদ মানি, জাতিভেদ মানি না, কিন্তু ক্রমে বর্ণ-বুদ্ধিরও বিলোপ হইতেছে—কবে হইবে? অন্যান্য জাতির নানা সদ্‌গুণ ভাবিয়া স্বজাতির নানা ত্রুটী ভুলিয়া গিয়াছি। মানবীয় মহামণ্ডলের মধ্যে, হে জগৎপিতা, আমাদিগকে, এই হীনবল বাঙ্গালিদিগকে তুমি স্থান দাও। স্বাধীনতার জন্যে, ধর্ম্মসমন্বয়ের জন্যে, জাতি-বর্ণবিহীন ভ্রাতৃত্বের জন্যে, সর্ব্বপ্রকার মানবীয় উৎকর্ষ

লাভের জন্যে যেখানে যে চেষ্টা দেখি তাহাতেই উৎসাহের সহিত সায় দিয়া থাকি, সর্ব্বজাতীয় মহোন্নতির অংশ ও অধিকার লাভ করিয়াছি। হে ভগবান, এ সৌভাগ্য তুমিই দিলে। কিন্তু দেখ ন্যায়বান বিচারক, তোমাকেই সাক্ষী করিয়া বলি এই সকল জাতীয় মহিমার মধ্যে অনেক ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হই। এক জন লোকের আত্মগরিমা ও দুরাকাঙ্ক্ষাহেতু কত সহস্র লোকের সর্ব্বনাশ হয়; এক জাতির স্বার্থস্পৃহায় কত লোকের প্রাণ হানি, গৃহ দগ্ধ হয়, ক্ষেত্র উজাড়, বংশলোপ হয়। প্রবলের পীড়নে দুর্ব্বলের নিগ্রহ, ধনবানের হস্তে নির্ধনের আত্মবিক্রয়, জেতার দৌরাত্ম্যে পরাজিতের দাসত্ব, অধর্ম্মের তাড়নায় ধর্ম্মের মালিন্য ও অন্তর্দ্ধান দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত ও নিরাশপ্রায় হই। মনে করি "তবে এদেশের দশা কি হইবে?" কিন্তু এই বিপর্য্যয় লিখিত কি অলিখিত ইতিহাসের শেষ শিক্ষা নহে। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে পরিণামে সত্যের সাম্রাজ্য, প্রেমের জয়লাভ, নীতিধর্ম্মের বিক্রম, নিপীড়িতদিগের শান্তি সৌভাগ্য স্থাপিত হইবেই হইবে। কবে হইবে, কিরূপে হইবে জানি না, কিন্তু ইহাই সকল জাতির অদৃষ্ট নিয়তি;

খণ্ডন করে কে? বিশ্বাসীর চক্ষে অদৃষ্ট দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যেমন সাধক মাত্রেই নিগ্রহ নির্যাতনের মধ্য দিয়া পরিণামে ব্রহ্মেরই অভয়পদ লাভ করেন, তেমনি প্রত্যেক মানবজাতি বার বার উত্থান পতনের মধ্য দিয়া, নানা বিপ্লব পরীক্ষার মধ্য দিয়া শেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করে। ইতিহাসের এই অগ্নিময়, রক্তময়, শ্মশানময় পথ, হে লোকেশ, তোমারই আদিষ্ট পথ, ইহার মধ্যে তোমারই অখণ্ড বিধি পালন করিতে হইবে। হে ত্রিকালজ্ঞ, সমস্ত জাতির স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা, আমাদের প্রিয়তম পুরাতন ভারতবর্ষ কি কোন দিন তোমার মনোমত জাতীয় আকার লাভ করিবে? আমি নিজে কোন প্রকার বিদ্বিষ্ট আন্দোলনে, সাম্প্রদায়িক অনুদার কোলাহলে যোগ দিই না, এজন্য লোকের নিকটে দেশহিতৈষী বলিয়া গণ্য হই না। আমি মনে করি, নীতি সদাচার ও সার ধর্ম্মের উৎকর্ষ লাভ হইলে, অপর সমস্ত উন্নতি যথাসময়ে আসিবেই আসিবে, এই বিশ্বাসে কার্য্য করিয়া থাকি। জাতীয় সার সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মে মিলিত হইয়া কি আমরা কোন দিন ঐক্যে ও প্রেমে একাকার হইব? পিতা কবে হইব?

সেই আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনায় বহুকালাবধি একাকী কি পাঁচ জনের সঙ্গে তোমার পদচিহ্ন চিনিয়া সঙ্কটময় জীবন পথে চলিতেছি, যেন এই অভাগা আত্মবিমূঢ় জাতি কোন দিন আপনার প্রাপ্য অবস্থা লাভ করে, হে ভারতপতি, এই নিবেদন করি, এবং ইহারই কিঞ্চিৎ অস্ফুট পূর্ব্বাভাস দেখিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করি।

মানব প্রকৃতি দর্শন।

নমস্কার শত বার, হে নারায়ণ, যে মানব-প্রকৃতির নানা উত্থান পতনে তুমি আমার কাছে তোমার বিশেষ আত্মপরিচয় দিলে, কারণ বাহ্যবস্তু মাত্রেই আত্মাহীন, নীতিহীন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম-রহিত জড়ময়—চিন্ময় মানব প্রকৃতি-মধ্যেই তোমার দিব্যনিবাস। মানবমণ্ডলী ও মানব বিশেষের মধ্যে কি অতুল বিচিত্র জ্যোতিঃ,—কত দয়া, ধর্ম্ম, শুদ্ধাচার, রিপুসংযম, আত্মত্যাগ, আত্মবিনাশ, পর-প্রেম; কত বিদ্যালয়, কত চিকিৎসালয়, বিচারালয়, দাতব্য-আশ্রম, ধর্ম্মাশ্রম, তপস্যা ভূমি! কীর্ত্তিমান মানববংশে কত মহাবোধিসত্ব, কত মহাধর্ম্মবীর, কত জাতীয় জীবনের

আদিপুরুষ, কত উন্নত সভ্য সমাজের নেতা; কত আদি-কালীন ঋষি, মনীষী, কত সাধ্বী চির-কুমারী ব্রহ্মচারিণী, বিদুষী, কত কবি, ভগবদ্ভক্ত! আমি এক মুখে এই বিচিত্র মানব স্বভাবের মহাদৃশ্য কিরূপে ব্যাখ্যা করি? হে দিব্য-পিতা, তুমি আমাকে এই নানা জাতীয় মানবে, আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ, সকলের মধ্যে তোমার আশ্চর্য্য প্রতিমা ও প্রতিভা দেখাইলে। এ সমুদয় মহাজনগণ তোমারই বংশ, তোমারই অংশ, তোমারই পরিবার। এমন নরাধম কে আছে যার মধ্যে কোন না কোন আকারে তোমাকে বিদ্য-মান না দেখি! এ বৈচিত্র্য মধ্যে আমি নিজে একটু পরমাণু বই নহি, যেন আত্ম-অভিমান আমাকে আচ্ছন্ন না করে। আমি এই মহাকুলে জন্ম পাইয়া সকলের শিষ্য হইয়াছি, প্রতিনিধি হইয়াছি, সকলের কাছে ঋণী হইয়াছি। সর্ব্বসাক্ষীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমি কোন্ জাতিকে, কোন্ ধর্ম্মকে, কোন্ ব্যক্তিকে তুচ্ছ করিব? মানব স্বভাবের সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে আমি অদ্ভুত ব্রহ্ম-স্বভাবের মহামুকুট প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহার গভীরে আমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মানবত্বের ঐশ্বর্য্য প্রত্যক্ষ করিলাম। এখন সত্য সাক্ষী করিয়া আমি সমস্ত মানবকে নম্রভাবে নমস্কার করি।

অধ্যাত্মযোগ।

কিন্তু হে অন্তরাত্মন্, আমি এমন স্পষ্টভাবে তোমার জ্যোতির্ম্ময় রূপ আর কোথায় দেখিব যেমন আমার নিজের আত্মার নিগূঢ়তম প্রদেশ মধ্যে দেখিতে পাই? সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, স্বর্গতত্ত্ব, নীতি, সত্য, সৌন্দর্য্যের মিলন, সর্ব্বপ্রকার রস, রূপ, গুণ,—এ সব বিবিধ মহাভাব ও মহাপ্রতিভা একাকার করিয়া, হে সর্ব্বময়, তুমি মানুষের আত্মার মধ্যে বসতি করিতেছ। সেখানে সগুণ নির্গুণের মিলন, জড় চৈতন্যের মিলন, সান্ত ও অনন্তের মিলন পাই। তুমি অন্তরে দীপ্যমান, সেই আভ্যন্তরিক রশ্মি হইতেই বাহ্যপ্রকৃতির শ্রী, সৃষ্টির মহান আবির্ভাব ও উদ্দেশ্য—তুমি যার নিজ হৃদয়ে প্রকাশিত নাই তার বিচারে তুমি কোথাও নাই। তার নিকট সৃষ্টি নিরীশ্বর। আসল কথা এই বাহিরে সার বস্তু নাই, মানুষ মহামায়া ও ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন, তাই অসারকে সার মনে করে। যাহা ইন্দ্রিয় গোচর, তাহা কেবল দৃশ্যমান চঞ্চল লীলা, তাহা তোমার অন্তর্নিবাসের ছায়া মাত্র। তুমিই

মূলাধার, সর্ব্বময়, সর্ব্বেসর্ব্বা। তোমার সঙ্গে যদি বিচ্ছেদ হয়, কোথায় থাকে প্রকৃতির সারতত্ত্ব, কোথায় থাকে মানুষের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ? তখন সংসার মোহান্ধকারময় বন্দী গৃহ, আর কিছুই নহে। তখন আমি অন্ধকারের সন্তান, প্রবৃত্তির ক্রীড়াবস্তু, মোহ মায়া অনীতির দাস, মৃত্যুর অধিকৃত বলিদান, জনাকীর্ণ জগতে আমি একাকী! নিরীশ্বর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে একবারও জয় লাভ করিতে পারি না, যখন আবার তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হই, তখন অন্তর্দৃষ্টিতে হৃদয়ধামে দেখি এ জগতে তুমি দিব্যমূর্ত্তি, তখন মানুষ হইয়া যাহা কিছু দেখিবার তাহা অবাক হইয়া দেখি,—দেহ-ধারণে ইহলোকতত্ত্ব, বৈকুণ্ঠতত্ত্ব, যাহা কিছু প্রাপ্য তখন তাহা পাই। তোমার সঙ্গে অন্তরে মিলন হইলে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনুকূল হইয়া উঠে; তুমি নিজ পরাক্রমে আমার পক্ষ হইয়া প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম কর, এবং আমার জন্য সমুদয় ত্রিভুবনকে জয় করিয়া আমাকে তোমার জয়াধিকারী কর। তোমার সঙ্গে অন্তরে মিলন হইলে আর কাহাকেও মনে থাকে না, আর কাহাকেও ভয় থাকে না, আর কাহাকেও আবশ্যক থাকে না; গুরু, আচার্য্য, মধ্যবর্ত্তী,

মহাজন সকলেই তোমামধ্যে অদৃশ্য হন। তুমি আমাকে তাঁহাদের মাহাত্ম্য দেখাইয়াছ তাই দেখিয়াছি, তাঁহাদের সঙ্গে নানা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছ তাই স্থাপিত হইয়াছে। তুমি সর্ব্বমূলাধার, তোমার প্রসাদে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধনে ব্রহ্মসঙ্গ ও ব্রহ্মসমাধি নিজ আত্মার মধ্যে লাভ করিয়াছি, সদ্য-মুক্তি সম্ভোগ করিতেছি—নিত্যমুক্তির পথে অগ্রসর হইতেছি। মুক্তিদাতা, প্রতিদিন আমার সঙ্গী হইয়াছ; ধন্য তুমি, ধন্য তোমার এই যুগধর্ম্ম বিধান!

ইহ-সংসার কি।

তোমার দিব্য প্রেরণায়, হে জীবিতেশ্বর, এখন বুঝিলাম যে পৃথিবী তোমার মহিমার আলয় ও লীলাভূমি, জীবন্ত শিক্ষাস্থল, কার্য্যস্থল, পরীক্ষাস্থল, নিত্যজীবন, নিত্য আলোক ও নিত্যানন্দ লাভ করিবার স্থল। কিন্তু ইহলোকে সকল গভীর প্রশ্নের উত্তর মিলে না, সকল শুভাশুভ বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় না, এবং কোন একজনেরও সকল শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হয় না। এখানে সকল প্রকার সিদ্ধি

সম্ভব নয়, এবং তাবৎ নিগূঢ় বিষয়ের সামঞ্জস্য দৃষ্টিপথে পড়ে না; কিন্তু তথাপি, হে পরম গুরু, এখানকার সার শিক্ষা এত উচ্চ যে সকল সময় তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না, কেবল বিশ্বাসের সহিত সার শিক্ষার জন্য তোমার উপর নির্ভর করি। ধর্ম্ম পরীক্ষা সময় সময় এমনই গুরুতর যে তাহা উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন। তথাপি ইহ-জীবনেতেই আমি নানা পারিতোষিক ও পুরস্কার লাভ করিলাম, সামান্য সাধনে বৃহৎ ফল লাভ করিলাম। কিন্তু এখনও অনেক পরীক্ষা অবশিষ্ট রহিয়াছে। উত্তেজনা, রোষ, আত্মসমর্থন ইত্যাদি রিপুর পরীক্ষা; সংশয়, বিক্ষেপ, নিরানন্দ, লোক-ভয় প্রভৃতি বিশ্বাসের পরীক্ষা; প্রলোভন, সংসারস্পৃহা, কুদৃষ্টান্ত ইত্যাদি প্রনীতির পরীক্ষা; অভাব, দারিদ্র্য, অপবাদ, পদচ্যুতি ইত্যাদি সামাজিক পরীক্ষা; রোগ, মোহ, ক্ষয়, মৃত্যুভয়, শোকাদি শারীরিক ও মানসিক পরীক্ষা; আরও শত শত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র পরীক্ষা প্রেরিত হইতেছে, হয়ত শেষদিন পর্য্যন্ত প্রেরিত হইবে। এই প্রত্যেক অবস্থার মধ্যে তোমার গভীর শিক্ষা ও পবিত্র অভিপ্রায় নিহিত আছে, আমার নিজের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও ব্রতনিষ্ঠা নিহিত আছে। হে ত্রাণকর্ত্তা, তুমি জান

সকল বিষয়েই আমার নানা ত্রুটী হইয়াছে, কিন্তু কখনও আমি শিখিতে ও পরীক্ষা দিতে অনিচ্ছুক নই, এবং তোমার মুক্তিপ্রদ ক্ষমা লাভে নিরাশ নই। তুমি আমার ঐহিক ত্রুটী যেমন পরিশোধন করিতেছ, তেমনি পারত্রিক মহোন্নতির জন্য আয়োজন করিতেছ; এই দীর্ঘ জীবনে নানা অবকাশ ও আত্ম-সংশোধনের উপায় আনিয়া দিতেছ। এখন মিনতি করি বিশ্বাস, পবিত্রতা, প্রেম ও ব্রহ্মজ্ঞানকে পরিপক্ক ও পরিপূর্ণ কর। যেমন তোমা হইতে অবিরল ক্ষমা লাভ করিলাম তেমনি যেন অত্যাচারী লোকদের প্রতি অবিরল ক্ষমা ও সদ্ভাব বিস্তার করি। তুমি এ বিষয়ে আমাকে যতটুকু ক্ষমতা দিলে তার জন্য কৃতজ্ঞ হই। আরও ক্ষমতা দাও, যেন ইহলোকে সংসারজয়ী ও আত্মজয়ী হইতে পারি।

দেশ-ভ্রমণ।

এ জীবনের ভাবী প্রয়োজন ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আমার স্বভাবে এই প্রগাঢ় ভ্রমণ প্রবৃত্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। নানা দেশ ও নানা জাতির পরিদর্শনে

আমার মহা আহ্লাদ ও মহাশিক্ষা হইল, নিজ স্বভাবে নানা শক্তির বিকাশ হইল, নানাজাতীয় লোকের সঙ্গে উচ্চ সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। পৃথিবীর বিষম বৈচিত্র্য দেখে, নানা দেশীয় লোকের অশেষ বিচিত্র প্রতিভা ও শক্তি বুঝে অনেক কুসংস্কার, স্পর্দ্ধা, ও অভিমান দূর হইল। পরলোকের অলক্ষিত অথচ প্রত্যাশিত রাজ্যে প্রবেশের জন্য আমার জীবন যথার্থই একটী অবিশ্রান্ত তীর্থযাত্রা। জীবনের কার্য্য সমাধা করিবার জন্য পৃথিবীর নানা খণ্ডে গমনাগমন করিলাম, নানা দৃশ্য দর্শন করিলাম, নানা অবস্থা অতিক্রম করিলাম, ইহাতে আমার জাতীয় প্রকৃতি বিকারগ্রস্ত হইল না, আয়ত্ত হইল, সকল প্রকার প্রচ্ছন্ন সুপ্রবৃত্তির অনুশীলন হইল, আমি এখন কোন রাজ্যের লোক, কোন জাতি মধ্যে পরিগণিত হইবার যোগ্য তাহা বলা কঠিন; তবে ক্রমেই ব্রহ্মরাজ্যের নিকট হইতেছি এবং তন্নিবাসীদের আচার বিচারে সংস্কৃত হইতেছি তাহা নিঃসন্দেহ। এই দেশ-ভ্রমণের অনিবার্য্য ইচ্ছা আমি কখনই সম্বরণ করিতে পারিলাম না, ভবিষ্যতে পারিব কি না তাও জানি না। কত অপরিচিত প্রদেশে বিচরণ করিলাম, কত প্রকার রীতি নীতি দেখিলাম, কত প্রকার অভিনব আদর্শ

দেখিয়া সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি উদার হইল; কত নূতন জাতীয় লোকের সঙ্গে নূতন প্রণালীতে আত্মীয়তা স্থাপিত হইল। তাঁদের সঙ্গে সমসুখ সমদুঃখ, সাধারণ আশা, সাধারণ উৎসাহ ও সাধারণ উদ্দেশ্য অবলম্বন করিয়া মানব-প্রকৃতির একতা উপলব্ধি করিলাম। তবে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি তাঁহারা মহোন্নত, আমরা সেরূপ নই; তাঁদের সঙ্গে মিলিয়া নানা ভ্রান্তি ও সাম্প্রদায়িকতা দূর হয়, মানব-প্রকৃতির মূলে ঐক্য উপলব্ধি হয়; কোন দিন যে এক সত্য, এক প্রেম, এক ন্যায় নীতিতে পূর্ব্ব-পশ্চিম একাকার হইবে তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায়।

কেশব-সম্বন্ধের পরিণতি।

তোমাকে সাক্ষী করিয়া, হে শুভসংকল্প, এ সময় আমি আর একবার সেই মহাতেজঃপুঞ্জ পুরুষকে স্মরণ করি, যিনি আমাদের মধ্যে কেশবচন্দ্র নাম ধরিয়া কিছু-দিন বিহার করিয়াছিলেন। তাঁর পবিত্র দৃষ্টান্ত, তাঁর মহান ধর্ম্মবার্ত্তা, জীবনপ্রদ ভক্তি, অগ্নিময় উদ্যম উৎসাহ, সংশয়রহিত বিশ্বাসবল, বিশ্বব্যাপী উদারতা আমাকে

জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তোমার সন্নিহিত করিয়াছিল, এখনও করিতেছে। তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন প্রথম হইতে জড়িত হইয়া তাঁর ব্রতকে আমার ব্রত করিয়াছে, তাঁর ধর্ম্মকে আমার ধর্ম্ম করিয়াছে। আমাদের অবলম্বিত "নূতন বিধান" যে যথার্থই নূতন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রই তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ। সে প্রমাণ লাভে আমি ধন্য, দেশ ধন্য, ব্রাহ্মসমাজ ধন্য। তিনি বর্ত্তমান হিন্দু জাতির বিশেষ ধর্ম্মোৎকর্ষ হেতু প্রেরিত হইয়াছিলেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁর অসীম আদর্শ, বিবিধ ও বহুল ধর্ম্মদর্শন, তাঁর ধর্ম্মশিক্ষা, এ সময়ে এ দেশের সকল লোক গ্রহণ করিতে বাধ্য, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বাধ্য। না গ্রহণ করিলে সত্য ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবার ও সাধন করিতে পারিবার সম্ভাবনা নাই। ভবিষ্যতে ব্রাহ্মসমাজের যে নূতন গতি ও নূতন কার্য্য হইবে সে সমস্ত তাঁর প্রদর্শিত পথে এবং তাঁর কীর্ত্তি, তাঁর ভাব চরিত্র অবলম্বন করিয়া হইবে, ইহার অন্যথা হইবে না। তবে বলা বাহুল্য, তাঁর সমস্ত কথার সমান মূল্য নহে; অতএব কেশবের সকল কথায় ও সকল কাযে আমি সমভাবে সায় দিতে পারিতাম না।

এজন্যে আমি যথার্থ দুঃখিত বটে, কিন্তু ধর্ম্ম দ্বারে অপ-রাধী নই। ব্রাহ্মসমাজে কেহ কেহ তাঁহাকে অবিশ্বাস, অভক্তি ও অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মচ্যুত ও দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন; কেহ কেহ তাঁহাকে অযথা ভক্তি দেখাইতে গিয়া নিজে দুর্দ্দশাপন্ন হইলেন কেবল তাহা নহে, উদার ধর্ম্মের সমূহ অনিষ্ট করিলেন, ও কেশবকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিলেন। কেশবের কোন কোন সাময়িক কথা, কি কার্য্যকে চির-গৌরবান্বিত করিতে গিয়া নিজের মত বিশ্বাস তাঁহাতে আরোপ করিলেন, আপনাদের পদবীতে তাঁহাকে নামাইয়া আনিলেন, তাঁহার জীবন, চরিত্র ও অধ্যাত্ম প্রকৃতিকে ভুলিয়া গেলেন। সত্য সাক্ষী করিয়া আমি স্বীকার করি, আমার চক্ষে তিনি যেমন পূর্ব্বে তেমনি এখনও; তিনি আমার অগ্রজ, আমার আচার্য্য, আমার প্রিয়তম বন্ধু। তাঁর উচ্চ স্থান, তাঁর দিব্য অধিকার, ব্রাহ্মসমাজে তাঁর মহান নিয়তি ও অতুল্য প্রভাব আমি চিরদিন স্বীকার করিয়াছি ও করিব। যদি আমার জীবনে কোন মহোদ্দেশ্য থাকে, তবে তাহা তাঁর অসামান্য দৃষ্টান্ত ও অসীম ধর্ম্মনিষ্ঠার ফল; যদি ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর মধ্যে আমার কোন স্থান কি অধিকার থাকে,

তাহা তাঁরই অনুমোদিত ও তাঁর দ্বারা স্বীকৃত, তদ্ভিন্ন আমি অন্য অধিকার চাই না, তোমাকে সাক্ষী করিয়া একথা বলিতেছি; লোকের আচরণ যাহাই হউক, তোমার সাক্ষাতে আমি তাঁর অনুগামী, তাঁরই কনিষ্ঠ, তাঁর বিশ্বাসী বন্ধু। মোহ, ভ্রান্তি হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্রের মহাকীর্ত্তি জগতে বিস্তার ও সংস্থাপন করিতে সক্ষম কর।

চিত্রশক্তি বা কল্পনা।

নানা বর্ণে ও নানা আদর্শে চিত্র বিদ্যার সৃষ্টি ও অনুশীলন হয়; নানা ভাব, চিন্তা, অন্তর্দৃষ্টিতে জীবনতত্ত্ব ও সত্যের মহিমা চিত্রিত হয়। জীবনের পূর্ণ আদর্শ যিনি, তাঁর প্রতিমা ধর্ম্ম-স্বভাবের মর্ম্মে দেখিয়া প্রকাশ করিতে পারা ইহাই পরম সাধন। কখনও বা তিনি ছায়াময়, কখনও বা আলোকময়, এই ছায়ালোক অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁর গুণ বর্ণনা করি। অনন্তপ্রকৃতি তুমি কোন্ ব্যক্তির হৃদয়ে কোন্ জাতির স্বভাবে কোন্ শক্তিকে প্রবল কর তাহা কে বুঝিবে? আমার অন্তরে

অত্যধিক পরিমাণে এই অদ্ভুত কল্পনা শক্তিকে বদ্ধমূল করিলে। অদৃষ্ট কি অৰ্দ্ধদৃষ্ট বস্তুর গুণতত্ত্ব স্বতঃ ও সহজে আমার মনে মুদ্রিত হয়; আমি চিন্তা ও কথার দ্বারা তাহার উজ্জ্বল চিত্র ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা করিতে পারি; ইহাতে আমার নিজের আত্মার পরমানন্দ, বিশ্বাস ও চৈতন্য স্ফুরিত হয়, এবং যাঁরা আমার কথায় প্রত্যয় করেন তাঁদেরও পরম উপকার হয়। হে ব্রহ্মন্, তোমার সত্তা ও স্বরূপ, পরলোকের দিব্যতত্ত্ব, দিব্য-পুরুষদিগের প্রভাব ও চরিত্র, তাঁদের সঙ্গে আমার মহাসম্বন্ধ, পুণ্য পাপের ফলাফল ইত্যাদি নানা বিষয় আমার চক্ষে উজ্জ্বল, সুশিক্ষাময় ও সার সত্যে পরিপূর্ণ। এই দৃষ্ট পৃথিবী, ইহার রস, শ্রী, ও দিব্য সঙ্কেত, ইহার শ্রুত কি অশ্রুত সমাচার, জানিত কি অজানিত তাৎপর্য্য, নরবংশের শত সদ্‌গুণ, বিষম অসদ্‌গুণ আমি শীঘ্র বুঝিতে পারি। এবং দেখিয়াছি, একবার নয় অনেকবার দেখিয়াছি ইহাতে ভ্রান্তি হয় নাই। এই কল্পনা শক্তিকে কোন কোন লোকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু ইহা অবজ্ঞার বিষয় নহে। যদি সদ্‌জ্ঞান, ধৰ্ম্ম-বিশ্বাস, সাধনা, সার ভক্তি, গভীর চিন্তা ও শুদ্ধ-চরিত্রতার সঙ্গে ইহা মিলিত-

ভাবে কার্য্য করে, এই মানসিক চিত্র শক্তি অতীন্দ্রিয় বিষয়কে ইন্দ্রিয়গোচর করে, দুর্ব্বোধ্য সত্যকে ভাব বুদ্ধির আয়ত্তগোচর করিয়া দেয়, কখন কখনও জ্ঞানের অভাব, সাধনের অভাব, এমন কি, বিবেকের অভাব পর্য্যন্ত মোচন করে। চক্ষে যা দেখি নাই, কর্ণে যা শুনি নাই, মনে যা ভাবি নাই, তব প্রেমে উত্তেজিত আত্মার সম্মুখে তুমি সে সকল ব্যাপার ছবির ন্যায় চিত্র করিলে, এবং তোমার শক্তিতে লোকের নিকট আমি তাহা ব্যক্ত করিলাম। যেন সে চিত্র কখনও মলিন না হয়।

রচনা ও বক্তৃতা শক্তি।

সর্ব্বশক্তিমান যেমন একদিকে নানা ভাবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তেমনি অপর দিকে আবার এই সকল মহাসত্য প্রকাশ করিবার জন্য যথা-যোগ্য লিখিবার ও বলিবার শক্তি দিলেন। পুস্তক রচনা করিয়া, মুখে উপদেশ বক্তৃতা করিয়া আমি স্বজাতির এবং অন্য জাতির, নিজ-ধর্ম্মমণ্ডলীর ও অন্যমণ্ডলীর সেবা করিতে পারিলাম ও ধন্য হইলাম। এই ভাষাশক্তি

দৈবশক্তি, ইহা উপার্জ্জন করিয়া লাভ করি নাই, হৃদয়ের মধ্যে যে আত্মপ্রকাশক পরমেশ্বরের অন্তর্নিবাস তাহা হইতে যৌবনের প্রারম্ভ অবধি আপনা আপনি পাইয়াছি। যখন অন্তরাত্মার সংস্পর্শে মন উত্তেজিত হয় তখন লিখিতেও পারি বলিতেও পারি, ভাষার অভাবে ভাবের অবরোধ হয় না; কিন্তু ভাবরাশি এমন প্রবল ও অপরিমেয় যে তাহা প্রকাশে সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যাহা লিখি ও বলি তাহা শতবার সংশোধন করিয়াও মনঃপূত হয় না; ভাষাশক্তি আরও শতগুণ বৃদ্ধি পাইলে মনঃপূত হইবে কি না জানি না, বোধ করি হইবে না। যত কথার দ্বারা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করি ততই ভাবপ্রবাহ আরও নিগূঢ় ও অকথ্য হইয়া উঠে। যাহা লিখিলাম ও বলিলাম তাহা অনেক সময় অন্য লোককে, অনির্দ্দিষ্ট সাধারণ লোককে উপলক্ষ করিয়া বটে, কিন্তু তদ্দারা কার কত উপকার হইল জানি না, ভাবিতেও চাই না। আমার অন্তরের অমূল্য আহার্য্য ও পানীয় আমি সাগরে ভাসাইয়া দিলাম, কে তাহা সংগ্রহ করিবে জানি না, বিফলে যাইবে না তাহা জানি। কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া কার্য্য করিলেও সৎকর্ম্ম কখনও

নিষ্ফল হয় না। মনের ধারণা ও উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে পারি না তাই এত লিখি ও বলি; এ কার্য্যে আমার উৎসাহ ও পরিশ্রম চিরদিন সমান রহিল। ইহাতে আমার নিজের যে মহোপকার হইল তা নিশ্চয়। যা মনের মধ্যে ভাবি কি ভোগ করি তাহা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলে চতুর্গুণ পরিষ্কার হয়, পরিপক্ক হয়, ও প্রবল হয়। মনের ভাব, কি ইচ্ছা, কি চিন্তা বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় উদয় হয়, আবার শীঘ্র অদৃশ্য হয়; আত্মপ্রকাশক ভাষাশক্তি দ্বারা এই ভাব চিন্তা ঘনীভূত হয়, নিয়মিত হয়, বর্ষিত হয়; বৈশাখের বৃষ্টির ন্যায় শান্তি, শস্য, ফলপ্রদ হয়; ভাব এবং ভাষা উভয় উভয়ের সহায় হয়, ধর্ম্মকে হিরণ্যগর্ভ করে। এই দিব্য শক্তির জন্য আমি তোমাকে, হে দাতা বিধাতা, শতবার নমস্কার করি।

ধর্ম্মপ্রচার-ব্রত।

ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম সকলই তোমার উদার দাতব্য গুণে। হে প্রভো! তুমি কৃপাবান্ হইয়া যে আমাকে

সত্যধর্ম্মপ্রচাররূপ মহাব্রত দিয়াছিলে ইহা গ্রহণ ও চিরজীবন পালন করিয়া আমি ঐহিক পারত্রিক সকল প্রকার সদ্‌গতি লাভ করিয়াছি। যেন এই ব্রত উদ্‌যাপনে জীবন শেষ করিতে পারি। তোমার শক্তিতে কোন দিন, যে নামেই হউক, এই স্বর্গীয় ধর্ম্ম সমস্ত জগৎকে একাকার করিবে। আমি তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না। কিন্তু এখনই তাহা আরম্ভ হইয়াছে, আমি তাহার শত পূর্ব্বচিহ্ন সর্ব্বত্র হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। তুমিই ধন্য ধন্য।

বিপরীত সমন্বয়।

মানুষের অবস্থা কি মনের ভাব কি চরিত্রের গতি কখনই একরূপ থাকে না, ক্রমাগত পরিবর্ত্তন হয়। এই নানা অবস্থার ভিতর ধর্ম্মজীবন কি প্রকারে অখণ্ড হইবে? সনাতন সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম-প্রভাবে হে বিশ্বগুরু, কত বন্ধু, কত শিক্ষক, কত সহানুভূতি সাহায্য লাভ করিলাম,—কত শত্রুতা, নির্যাতন, নির্ব্বাসন ও অসদ্ভাব সহ্য করিলাম। এ দুয়েরই মধ্যে তোমার নিত্যনির্ব্বিকার

অভিপ্রায় দেখিতেছি, কোন অবস্থার বিরুদ্ধে অনুযোগ করিতে পারি না। তোমাকে শত ধন্যবাদ, কেন না এ সকল বিপরীত অবস্থার মধ্যে না পড়িলে আমি তোমার বিচিত্র ব্যবহার ও বহুগুণের সমন্বয় বুঝিতে পারিতাম না। তাহা বুঝিয়া নিকট হইতে তোমার আরও নিকটবর্ত্তী হইতেছি। বিবাদ, অসন্তোষ ও উত্তেজনা ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। অমঙ্গলেও তুমি আমার পক্ষে মঙ্গল ইহা সাব্যস্ত কথা। তীব্র অবস্থার মধ্যে তুমি মিষ্ট, শত্রুতার মধ্যে তুমি পরম মিত্র; তোমার গুণ কে বুঝিবে?

প্রবৃত্তি ও আসক্তি।

তোমাকে সাক্ষী করিয়া হে দ্বিজাত্মাদিগের অধিপতি, সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করি যে তুমি আমার স্বভাবে নানা প্রবৃত্তি ও আসক্তি বিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট করিলে। আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রবল ও তীক্ষ্ণ; সমুদয় মানসিক শক্তি তীব্র ও সজীব; সহজে উত্তেজিত হয়, সহজে নিরস্ত হয়। আমার পক্ষে ভাল হওয়া ও মন্দ হওয়া

দুইই সমান স্বাভাবিক ও সমান সহজ। এই জন্য নানা প্রকার লোকের দ্বারা আকৃষ্ট হইলাম ও নানা প্রকার লোককে আকর্ষণ করিলাম। ইংরাজ, বাঙ্গালী, স্ত্রী-জাতি, পুরুষ, অল্পবয়স্ক, প্রাচীন অনেকে আমার বন্ধু। ইহার ইষ্টানিষ্ট প্রায় সমতুল্য। ভাল লোকের দ্বারা খুব আকৃষ্ট হইয়াছি বটে, কিন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ, তুমি দেখিতেছ এই কলুষিত জনসমাজে পবিত্রতা অপেক্ষা পাপাচারের দৃষ্টান্ত কতই অধিক, কতই প্রবল। অতএব আমি যে যৌবন সময়ে মাঝে মাঝে কুপথগামী হইব ইহা আশ্চর্য্য নয়, একেবারে রসাতলে যাই নাই ইহাই আশ্চর্য্য। কতক বা বুঝিয়া কতক বা না বুঝিয়া নানা গুরুতর অপরাধে জড়িত হইয়াছিলাম। কালের পূর্ণতাতে তুমি সেই সকল অপরাধ মোচন করিলে। সেই সকল প্রবৃত্তি দমন করিলে। বিবেকের কঠিন বিচার হইতে বোধ করি আমি কখনও নিষ্কৃতি পাইব না, কখনও নিষ্কৃতি চাহিব না। কঠিন আত্মপরীক্ষায় আমার দিন গেল। ইহা সত্ত্বেও তুমি ক্রমে ক্রমে আমার মধ্যে এ কি অভিনব অদ্ভুত জীবনের সঞ্চার করিতেছ। বহু আয়াস, বহু পতন উত্থানের পর অল্পে অল্পে স্বভাব এ কি নূতন

অবয়ব লাভ করিতেছে। ঠিক যেন আমি আর সে লোক নই। আমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ আছে; কিন্তু দেখ, এ সকল ইন্দ্রিয় কেমন অধ্যাত্ম পথের সহায় হইয়াছে, স্বভাব-নিকেতনের মধ্যে তোমার গমনাগমনের দ্বার কেমন উন্মুক্ত করিতেছে! তুমি ইন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতেছ। এই সকল মানসিক ভাব রুচি প্রবৃত্তি, স্পৃহা, কল্পনা পূর্ব্বের ন্যায় তীব্র বটে, কিন্তু তোমার পরমাশ্চর্য্য প্রভাবে দিব্যাকৃতি পাইয়া অবিরল যোগে অনুরাগে তোমারই মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে, আরও হইবে। সশরীরে সংসারে থাকিতে থাকিতে, এখানকার কার্য্য করিতে করিতে এই দিব্য জীবনের আলোকে সমুদয় সংসার রূপান্তরিত হইতেছে, ধরাধাম স্বর্গধাম হইতেছে, আরও হইবে। এই বৃদ্ধ বয়সে আন্তরিক ক্ষয়, অবসাদ, অবনতি হইতে ক্রমেই মুক্তিলাভ করিতেছি, আরও করিব। এই নানা গুণ দোষ জড়িত মানব প্রকৃতিকে মহা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া তুমি যে তোমার সঙ্গে বিচিত্র ভাবে একাকার করিতে পার আমি তাহার জীবন্ত সাক্ষী। হে মুক্তিদাতা, এই মহা অদ্ভূত মুক্তি

শাস্ত্রের জন্য, এই মহা অদ্ভুত মানব স্বভাবের রহস্য জন্য তোমাকে সহস্র নমস্কার।

পুনরায় ঈশা-তত্ত্ব।

এই বহুভাব জড়িত, প্রলোভন তাড়িত, ধর্ম্মজীবনে আমি এমন সহায় ও সঙ্গী আর কাহাকেও পাই না ঈশা যেমন। মানুষ জন্ম লইয়া জনসমাজের শত প্রলোভনে কিরূপে সংসার মধ্যে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে হয় তিনি তদ্বিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহাই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। আমি সেই পথে বহুকষ্টে চলিতেছি। আমার অস্থির অন্তরে ঈশার চিন্ময় প্রতিমূর্ত্তি, তাঁহার জীবনপ্রদ জীবন, তাঁহার মুক্তিপ্রদ মরণ, তাঁহার নিশ্চিত অমরত্ব ক্রমে ক্রমে স্বয়ং পরমাত্মা প্রকাশ করিলেন; ইহার ঐতিহাসিক ও বাহ্যিক প্রমাণও অনেক পাইলাম, নিজ জীবন, নানা জাতীর জীবন তার সাক্ষী। এজন্য আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নাই। আমার নিকট পরম পিতার স্বভাব, গুণ, চরিত্র ও অভিপ্রায়, মানুষের সঙ্গে পরমাত্মার সহানুভূতি এ জীবনে যতদূর ব্যক্ত হইতে

পারে তাহা তিনি ব্যক্ত করিলেন ও করিতেছেন। আমার নিকট এই খ্রীষ্টাত্মা কেবল ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, অভিমানী ধর্ম্মাচার্য্যদের কল্পিত পুরুষ নহেন, কিন্তু জীবন্ত দীপ্তিমান, বর্ত্তমান আদর্শ। এই আদর্শ হে সত্যস্বরূপ, তোমার প্রতিরূপ, তোমাতে পরিপূর্ণ, তোমারই দ্বারা প্রকাশিত, ইহাতে আমার পক্ষে সার ধর্ম্ম সাধ্য হইয়াছে। আমি এই ঈশার অবতারণা মধ্যে জীবে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মে জীবদর্শন করিয়াছি, হে বিশ্বরূপ নারায়ণ, তোমার দিব্য দর্শন পাইয়াছি। এইরূপে আমার চক্ষে দেবাত্মাগণ ও সাধকগণ একাত্মা হইয়াছেন, ও তোমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছেন। ঈশা সকলের অগ্রগামী, সকলে তাঁহার অনুগামী। মুখে কি মতে আমি কাহারও অনুগামী হইতে চাই না, ঈশারও নয় অন্য কাহারও নয়। কার্য্যে, ভাবে, চরিত্রে, জীবনে মরণে প্রভু ঈশার অনুগামিত্ব ও অধীনতা চিরদিন অবলম্বন করিয়াছি।

অভাব ও অনটন।

সম্পন্ন পরিবারে জন্মিয়াছিলাম বটে, কিঞ্চিৎ পিতৃ-সম্পত্তিও পাইয়াছিলাম, কিন্তু লোকের অসততায়, নিজের অচেষ্টায়, উপার্জ্জনের অভাবে ক্রমে সর্ব্বস্বান্ত হইলাম। লোকে যে সকল কঠোর উপায়ে আপনার প্রাপ্য অন্য হইতে আদায় করে তদবলম্বনে সক্ষম হইলে এত শীঘ্র নিঃসম্বল হইতাম না, কিন্তু জীবনের কোন অবস্থাতে কাহারও উপর কঠোর ব্যবহার করিতে পারিলাম না। এই জন্য বারম্বার নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি, হইতেছি। নিরাশ্রয় হইলাম, তথাপি অর্থের জন্য ধনী কি ধার্ম্মিক কাহারও উপর কখনও নির্ভর করি নাই। সে জন্য বারম্বার ধনবান ও ধর্ম্মবান উভয়েরই অপ্রীতিভাজন হইলাম, আত্মবশ ও গর্ব্বিত বলিয়া নিন্দিত হইলাম। তুমি অবগত আছ, হে মঙ্গলময় অন্তর্যামি, একদিন আমাদের এমন অবস্থা ছিল যে অন্ন বস্ত্র পাওয়া গুরুতর ভাবনার বিষয় হইয়াছিল, ঋণে ডুবিতে ছিলাম। নিরাশ্রয় হইয়া কেবল তোমারই প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর করিতাম। অভাব ও দুঃখের কথা কাহাকেও জানাই

নাই, কখন কাহারও গলগ্রহ হই নাই। এখনও আমি নির্ধন বটে, কিন্তু আমার গ্রাসাচ্ছাদন ও প্রাণ রক্ষার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক তার অভাব তুমি রাখিলে না। ইহা আমার নিকট একটী অতি বিস্ময়কর ব্যাপার; বিলক্ষণ বুঝিলাম পারত্রিক ও ঐহিকের জন্য একই উপায়, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্"।

আমেরিকার সহানুভূতি।

এই দশ বারো বৎসর আমেরিকা আমার সকল সাংসারিক অভাব মোচন করিয়াছেন; আমার উপকারি-গণকে আমি আজ পর্য্যন্ত ঠিক জানি না, শুনিতে পাই তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাঁহাদের নিকট কখনও যাচ্ঞা করি নাই, তাঁহাদের কাছে কখনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি নাই। কেবল তোমার মাতৃপ্রেম সিংহাসন সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগকে শত আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকি। এখন তাঁদের এ অযাচিত দাতব্য শেষ হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদেশী হইয়া স্বদেশীর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিলেন; তাঁহারা পর হইয়া পরমাত্মীয়ের কার্য্য

সাধন করিলেন। কিন্তু তোমার নিকট ও তাঁদের নিকট এ জীবনে আমার কৃতজ্ঞতা শেষ হইবে না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে যখন আমি প্রথমে দৈবাদিষ্ট হইয়া আমেরিকায় যাত্রা করি তখন বুঝি নাই কত বড় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই মহানুভব আমেরিকার হস্তে সমস্ত পৃথিবীর ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও সকল প্রকার ভাবী উন্নতি নির্ভর করে। এই জাতির মহা কীর্ত্তি ও মহান নিয়তি কখনও ভুলিতে পারি না। হে পরমেশ্বর, তুমি আমেরিকার গৌরব বৃদ্ধি কর।

কিরূপে দিন চলিয়াছে।

হে ধর্ম্মসাক্ষী, আমি ধন সঞ্চয়ের জন্য চেষ্টা করি নাই, কাহারও চাকরী স্বীকার করি নাই, কোন ব্যবসা বাণিজ্য করি নাই; অতএব আমি যে নির্ধন হইব ইহা আশ্চর্য্য কি? আশ্চর্য্য এই যে নির্ধন হইয়াও রাজপুত্রের ন্যায় কালযাপন করিলাম, তোমার আজ্ঞাধীন হইয়া যখন যে কার্য্যে প্রেরণা পাইলাম তখন তাহাই নিশ্চয় কর্ত্তব্য বিশ্বাস করিলাম, প্রাণপণে পালন করিলাম; অর্থ লোভে

কোন দিন কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই। এরূপেই সাবধানে এক এক পদ এই দীর্ঘ জীবন পথে অগ্রসর হইয়াছি। অনেক কার্য্য একেবারে করিতে পারি নাই, অনেক সোপান একেবারে উঠিতে চেষ্টা করি নাই। এই ক্রমশঃ কর্ত্তব্য বিধি, তোমারই পবিত্র ইচ্ছা বিধি; ইহাই এ জীবনের সুমিষ্ট বিধি। ইহা সংসাধনে অসঙ্কোচে দেহ মনের সকল সামর্থ্য উৎসর্গ করিয়াছি। এরূপ করিয়া সময়ে সময়ে বিপন্ন হইয়াছি বটে, একাকী পড়িতে হইয়াছে, সকলের সহানুভূতি হারাইয়াছি, কিন্তু সকল বিঘ্ন ক্রমে ক্রমে তুমি খণ্ডন করিলে। আমার প্রতিবেশী, কি স্বদেশী, কি সমবিশ্বাসী, কি শত্রুগণ এ কথা বুঝিলেন না দেখিয়া তুমি মহাবিদেশী অজ্ঞাতনামা লোকদের অন্তরে আমার জন্য সুমহৎ সহানুভূতির সঞ্চার করিলে, তাঁরা কেবল মাত্র প্রীতিপরবশ হইয়া আমার জীবন রক্ষার উপায় করিলেন; আমার প্রধান কয়খানি ধর্ম্মগ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিলেন; আমাকে বিদেশী মনে না করিয়া ভ্রাতৃ-তুল্য ব্যবহার করিলেন।

উপজীবিকা-তত্ত্ব।

নানা অবস্থার মধ্যে এ জীবনে আমি বিলক্ষণ প্রতীতি করিলাম যে কেবল অর্থকামনায় কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে মানুষ শীঘ্র ধর্ম্মহীন হয়, অনেক ধর্ম্মাত্মা লোকের জীবনেও ইহার প্রমাণ দেখিলাম। ধনকামনা ও ধর্ম্মকামনা একত্রে বাস করিতে পারে না; একটী আর একটীকে নিশ্চয় গ্রাস করিবে। ধনত্যাগ-কামনাতেই ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি সম্ভব। যাহা জীবনের সার কার্য্য তাহা অমূল্য, সর্ব্বপ্রকার বেতনের ও পারি-তোষিক পুরস্কারের অতীত। যদি কোন ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মানুগত হইয়া অকপট নিষ্কাম ভক্তিতে লোকের সেবার্থে আত্মসমর্পণ করে ও সার কার্য্যে পরিশ্রম করে, উদ্যমের সহিত সেই আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করে, সে কার্য্য যাহাই হউক, সামান্য কি অসামান্য হউক, মঙ্গলময়ের দুর্জ্জেয় প্রণালীতে সে ব্যক্তির নানা গুরুতর অভাব দূর হয়: সে অভাব সাংসারিক হউক, কি অপার্থিব হউক, তাহা সময়ে মিটিয়া যায়। বহু যাচ্ঞা ও চেষ্টায়, বহু তোষামোদে, বহু প্রকার হীনতা স্বীকার করিয়া যাহা

পাওয়া যায় না, এবং পাইলে অনেক দিন রাখা যায় না, বিনা প্রার্থনায় তাহা লাভ হয় ও স্থায়ী হয়। তোমা হইতে যে অযাচিত অর্থ আসে (আসিয়া যে থাকে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই) তাহা অর্থ নয়, তাহা পরমার্থ, তদ্দ্বারা ঐহিক স্বর্গীয় উভয় প্রকার জীবন ধন্য হয়— ধর্ম্মজীবনের ইহা একটী নিগূঢ় রহস্য— পবিত্র উপজীবিকা লাভের ইহা মহোচ্চ বিধি। তোমার সঙ্গে একাত্মা ব্যক্তির সঞ্চয় নাই, উপার্জ্জন নাই, ঋণ নাই, অভাব নাই, জীবন রক্ষার জন্য যা কিছু আবশ্যক তাহা তোমার দ্বারা নিত্য প্রেরিত হয়, তাঁহার শ্রী সৌভাগ্যের সীমা কোথায়? লোকে যদি তোমার প্রেমালোকে নিজ জীবনের আদিষ্ট নিয়তি বুঝিয়া লয়, এবং তাহা সুসম্পন্ন করিবার জন্য সমস্ত জীবনের সমস্ত শক্তি নিষ্কাম হইয়া নিয়োগ করে, অর্থাভাবে তাহাকে সংসারের কীট হইতে হয় না। ইহা দুর্লভ দৃশ্য বটে, কিন্তু ইহা শতবার পরীক্ষিত নিশ্চয় সত্য, কঠিন সত্য বটে কিন্তু নিশ্চিত সত্য। কেবল এই একান্ত প্রার্থনা করি, তোমার প্রতি হে দিব্য পিতা! আমার সেই অকপট নিষ্কাম নির্ভর-ভক্তি হউক ও বৃদ্ধি লাভ করুক। তোমার হস্তে সম্পূর্ণ আত্মদান করিয়া যেন

তোমার কৃপাপ্রদত্ত উপায়ে এবং লোকের শ্রদ্ধাপ্রদত্ত দাতব্যে দিন শেষ করি। অন্ন বস্ত্র উপজীবিকার উৎকণ্ঠায় যেন আত্মাকে কখনও কলুষিত না করে। কাহাকেও জীবিকা উপার্জ্জন করিতে নিষেধ করি না, কিন্তু সার ধর্ম্ম উপার্জ্জনে অনুরোধ করি, উপার্জ্জনশীল সঞ্চয়ী ব্যক্তির ধর্ম্মলাভ হইতেও পারে, না হইতেও পারে—হওয়া কঠিন; কিন্তু সার ধর্ম্মলাভে ইহকাল ও পরকাল দুয়েরই পক্ষে শ্রেষ্ঠ মঙ্গল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

শৈলাশ্রম ও শান্তিকুটীর।

হে উদার আশ্রয়দাতা, "শান্তিকুটীর" ও "শৈলাশ্রম" আমার এই দুইটী ক্ষুদ্র বাস-স্থানের জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ করি। জীবনারম্ভকালে আমি কেবল একটী মাত্র মস্তকাচ্ছাদনের উপযোগী সামান্য স্থান পাইবার আশা করিয়াছিলাম। তুমি নিজের উদার কৃপানুসারে আমাকে আশার অতীত এই দুটী উৎকৃষ্ট কুটীর দিলে। কলিকাতা মহানগরে "শান্তিকুটীর" তুল্য একটী যথাযোগ্য বাসভবন

লাভ করা আমার মত লোকের পক্ষে সামান্য সৌভাগ্য নহে—কিন্তু সেখানকার জল বায়ু সহ্য হয় না বলিয়া তুমি হিমাচল মধ্যে আমার জন্য "শৈলাশ্রম" রচনা করিলে। এ স্থানের স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট দৃশ্য, শান্তি ঐকান্তিকতা লাভ করিয়া আমি কত প্রকারে উপকৃত হইলাম। কত প্রকার পরিশ্রম, সাধন ও জীবনের কত প্রকার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন করিলাম, তাহা তুমিই জান। এই দুই বাসস্থানের ভবিষ্যৎ তোমারই পবিত্র অভিপ্রায় মধ্যে লুক্কায়িত আছে, যতদিন জীবিত আছি যেন ইহার যোগ্য ব্যবহার করিতে পারি।

রোগ বার্দ্ধক্য।

উৎসাহ, আশা, সাধ, চেষ্টা এখনও ফুরায় নাই বটে, কিন্তু জরা বার্দ্ধক্য যে ক্রমেই বল হরণ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বহুবৎসরাবধি আমার শরীর রুগ্ন—এখন বিশেষ ভগ্ন, আমার এ রোগ সারিবার নয়। প্রাণ রক্ষার জন্য হে জগজ্জীবন, তোমারই অনুজ্ঞাত শারীরিক ও নৈতিক বিধি মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। আমার

কাছে প্রাণরক্ষা ও ধর্ম্মরক্ষা একই কথা, দুই নয়। তোমার মঙ্গল ইচ্ছানুসারে আজও জীবিত, উদ্যমশীল ও কার্য্যক্ষম আছি। ইহা তোমারই বিধান; কিন্তু ক্রমেই বলহীন ও প্রাচীন হইতেছি। তোমার মঙ্গল ইচ্ছায় যাহা ঘটিবার ঘটুক, কিন্তু তোমার নিকট আমি একটী ঋণ কখনও শুধিতে পারিব না। এই রুগ্ন, ভগ্ন ব্যক্তির অন্তরে তুমি এরূপ অক্ষয় অক্ষুণ্ণ জীবন সঞ্চারিত করিলে যে তদ্দ্বারা আমি শেষ বয়স পর্য্যন্ত, শেষ অবস্থা পর্য্যন্ত, প্রয়োজন অনুসারে তোমার সেবা বন্দনা করিলাম, কথঞ্চিৎ জগতের কার্য্য করিলাম, করিয়া কৃতার্থ হইলাম। নানা তত্ত্বালোক লাভ ও প্রচার করিলাম। সবল জীবনে পূর্ব্ব বয়সে অনেকের সহায়তা পাইয়াও যাহা হয় নাই এখন এ সময়ে তাহা হইল। হে অজর, অক্ষয়, রোগ বার্দ্ধক্যে যেমন ধর্ম্মায়ু ক্ষয় পায় নাই, মৃত্যুতেও যেন ধর্ম্ম জীবন রক্ষা পায়।

আত্মীয় বন্ধু।

আমরা চিরদিন নিঃসন্তান বটে। কত সময় মনে করি আমাদের এ বয়সে সন্তানাদি থাকিলে এত একাকী

ও অসহায় বোধ করিতে হইত না। কিন্তু তোমার মঙ্গল বিধানে, তোমার চিহ্নিত ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে ও তাহার বাহিরে, স্বদেশে ও দেশান্তরে আমরা এত আত্মীয় বন্ধু, পুত্র কন্যা, পৌত্র দৌহিত্র পাইয়াছি যে তাঁহাদের অবিশ্রান্ত যত্নে স্নেহে আমরা অনেক সময়ে পরম সুখী ও সহায়বান হইয়াছি। তুমি ইঁহাদের মস্তকে জ্যোতির্ম্ময় আশীর্ব্বাদ রাশি বর্ষণ কর! ইঁহারা যে দেশবাসী হউন, তোমার প্রতি অনুরক্ত হউন, তোমার প্রতি অনুরাগ হেতু যেন আমাদের প্রতি অনুরাগী হয়েন। তাঁহাদের মঙ্গল সাধনের যতটুকু ভার আমার হস্তে দিলে তাহা যেন নিষ্কাম ও সরল ভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে বহন করিতে পারি। সর্ব্বপ্রকার লোকের মধ্যে পরস্পর আত্মীয়তা দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করুক; ভিন্ন জাতি, ভিন্ন অবস্থা ও ভিন্ন বয়সের লোক তোমার গৌরবার্থে পরস্পরের সঙ্গে একাত্মা হউক।

আত্ম-প্রকাশের শক্তি।

তুমি শতবার সহস্রবার ধন্য যে আমার কণ্ঠে ও লেখনীতে অবতীর্ণ হইয়া, হে চৈতন্যময়, আমাকে উপযুক্ত

ভাষাতে অন্তরের ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তি দিলে। বঙ্গ ভাষা, বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষা, সামান্য পরিমাণে হিন্দি ভাষায় এই অধিকার লাভ করিয়া বিধিমতে তোমার আরাধনা ও তোমার সত্য-প্রচার করিলাম, নিজে উপকৃত হইলাম, লোকের উপকার করিলাম। প্রথমতঃ বিশ্বাস শক্তি, তার পর ভাব ও চিন্তা, তার পর সাধু ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, তার পর চরিত্রের পরিণতি, তার পর এ সমস্ত প্রচার করিবার শক্তি ক্রমান্বয়ে সঞ্চার করিয়া আমাকে সিদ্ধমনোরথ করিলে। এই মহান আত্মপ্রকাশ শক্তি নানা বিভাগে পরস্পরকে সংগঠিত করিল, মিলিত হইল, পরস্পরকে সম্পূর্ণ করিল, তোমার আদিষ্ট লোকসেবায় এই শক্তি পবিত্র হইল। তুমি ধন্য!

জাতীয় প্রবৃত্তি।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে প্রাণদাতা এ স্বভাবে প্রবল মাত্রায় জাতীয় প্রবৃত্তি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। হিন্দু প্রকৃতির, বিশেষতঃ বাঙ্গালী প্রকৃতির, দোষ গুণ সমভাগে আমার মধ্যে প্রবল। একদিকে প্রবল ইন্দ্রিয়াসক্তি,

অপর দিকে অতীন্দ্রিয় সত্যলালসা ; এক দিকে অনিবার্য্য পশুপ্রভাব, অপর দিকে অনিবার্য্য পুণ্য-স্পৃহা ; একদিকে ভীরুতা, অমানুষিকতা ও অক্ষমতা, অপরদিকে স্বাভাবিক মহাবল, আন্তরিক উত্তেজনা ও উত্তাপ, অনন্ত রাজ্যের দিকে আকর্ষণ, অজানিত বিষয় জানিতে তীব্র অনুরাগ ; এইরূপ বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যে মন পরিপূর্ণ। আমি বারম্বার অন্তরাত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিলাম ও এই অঙ্গীকার লাভ করিলাম যে দেহত্যাগের পূর্ব্বে তিনি আমাকে এই পাপপুণ্য-জড়িত প্রকৃতি-চাঞ্চল্য হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহার অচঞ্চল স্বকীয় পবিত্র স্বভাবের সাদৃশ্য আমাকে দান করিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থাতেই বুঝিতেছি যে এ স্বভাবের প্রত্যেক রক্তবিন্দু হিন্দুগুণে আচ্ছন্ন। যে ভাবুকতা ও প্রেমোচ্ছ্বাস পাইয়া জড়তা ও অবসাদ পরিহার করিতেছি, যে কল্পনাশক্তি ও অধ্যাত্ম-দর্শনে অদৃষ্ট ও অজানিত বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, যে মৃদু ও ঋজু স্বভাবের মধ্য দিয়া সকল ভদ্রতা ও সুরুচির আভাস পাই, যে আত্মজ্ঞানে স্বাভাবিক উত্তেজনা ও মোহ মধ্যেও অপ্রমাদ রক্ষা করিয়া চলি, সকল বিষয়ে সকল সুখ দুঃখে, নানা আশায় ও আদর্শে যে অশেষ সহানুভূতি

স্বজাতির সঙ্গে আমার মনকে আবদ্ধ করিয়াছে, যে চিন্তাশক্তি, দর্শনশক্তি ও ধ্যান ধারণায় সংসার হইতে, কুপ্রবৃত্তি হইতে, বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা হইতে দিন দিন মুক্ত হইতেছি—তোমার সঙ্গে হে পরমাত্মন্, যোগযুক্ত হইতেছি, এ সমুদয়ই হিন্দু প্রকৃতি ও জাতীয় স্বভাব। এই হিন্দু প্রকৃতি হইতে সমস্ত সংসারের অনেক শিক্ষা করিবার আছে। এজন্য শতবার কৃতজ্ঞ হই। এই হিন্দু প্রবৃত্তি যেন মানব জাতির সমস্ত উন্নত প্রবৃত্তির সঙ্গে মিলিত হয় ও সর্ব্ব প্রকার উৎকর্ষ ও স্ফূর্ত্তি লাভ করে।

হাসিতামাসা।

যে রসবোধে মানুষের মধ্যে এই হাস্য পরিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা ভগবানের একটি বিশেষ সৃষ্টি। পৃথিবীতে যদি হাসি ক্রন্দন না থাকিত, ইহার অর্দ্ধেক সম্ভোগ ও বৈচিত্র্য চলিয়া যাইত। এই হাস্য-ক্রন্দনে প্রকৃতি আমাকে বিশেষ অধিকার দিলেন। স্বভাব-সুলভ ক্রন্দনকে বহুচেষ্টাতে কিছু সংযত করিয়াছি,

কিন্তু স্বভাব-সুলভ হাসিকে দমন করি নাই। আমি যোগ্য স্থানে ও যোগ্য বিষয়ে মিষ্ট পরিহাস ভালবাসি, তীব্র পরিহাসেও আমার আপত্তি নাই; তবে পরিহাস নির্দ্দোষ হওয়া চাই; অপবিত্র কি বিষাক্ত পরিহাস ঘৃণা করি। ধর্ম্ম-জীবনের মধ্যে কৌতুক রহস্যের স্থান আছে মনে করি। আমার নিজের দোষ, দুর্ব্বলতা ভাবিয়া অনেক সময় মনে মনে হাসি, কখনও কখনও অন্যের সম্বন্ধেও সেরূপ করি। জীবনের কোন কোন গুরুতর সঙ্কট সময়ে আমি হাসিয়া নিরাশা ও অবসাদকে কতবার উড়াইয়া দি। হাস্য আমোদে কত সময়ে কত লোককে সত্যের দিকে আকর্ষণ করিয়াছি, কত শত্রুতাকে নিরস্ত্র করিয়াছি, ক্রোধ, উত্তেজনা, বিদ্বেষকে দমন করিয়াছি। হে আনন্দময় দিব্য প্রকৃতি, তোমার মধ্যে নিগূঢ় অপার হাস্যশক্তি আছে ইহা বিশ্বাস করি, নতুবা জগৎ জুড়িয়া এই হাস্য পরিহাস বিস্তৃত হইত না। মানুষের বৃথা চেষ্টা, বৃথা অভিমান, বৃথা দুঃখ সুখ দেখিয়া হয়ত তুমি মহা হাস্য কর। প্রকৃতির নানা আকারে, ঋতু পরিবর্ত্তনের নানা আভাসে, পশু পক্ষীর নানা কলরবে, বাল্য যৌবনের প্রমত্ত আহ্লাদে আমি বারম্বার তব অনন্ত হাস্যের প্রতি-

ধ্বনি শুনিতে পাই। ধর্ম্মাত্মাদের উচ্চ কৌতুকে, তাঁহাদের প্রবল হাস্য-ক্রন্দনে তুমি যোগ দিয়া থাক। কারণ হাস্য অর্থে কেবল মুখভঙ্গী ও দন্তবিকাশ বুঝায় না, সে কেবল বাহ্য লক্ষণ। হাস্য বলিতে সম্পূর্ণ প্রকৃতির রসোচ্ছ্বাস বুঝায়। সুতরাং হাস্য সাধন এক মহা সাধন, যে হাসিতে জানে না সে ব্রহ্মস্বরূপকে জানে না! যখন মানুষের সমুদায় শরীর মন কৌতুক-সরোবরে অবগাহন করে—তখন সেই সাধকের আনন্দ দৃষ্টিতে তাবৎ সংসার সহাস্য মূর্ত্তি ধারণ করে। যেমন গভীর দুঃখোচ্ছ্বাস কেবল অশ্রুজলে আবদ্ধ নয়, কথায়, স্বরে, সমস্ত শরীরের ভাবে, নীরব আর্ত্তজন শোক কি সহানুভূতির ধারা বর্ষণ করে; তেমনি মুখে না হাসিয়াও মানুষ জীবনের গভীর স্থানে হাস্যরসে মগ্ন থাকিতে পারে। অন্যান্য গভীর রসের ন্যায় এই হাস্যরস বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী দুই প্রকার স্রোতে বহিতে পারে। স্বভাব মধ্যে এই হাস্যক্রন্দনের স্রোত যেন কখনও শুষ্ক না হয়, ক্রমেই গভীর হইতে গভীরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হয়। জীবনের নানাবিধ বিপরীত অবস্থার মধ্যে হাসিবার বিষয় অনেক, কাঁদিবার বিষয়ও অনেক দেখিতে পাই। দেখিতে পাই বলিয়া অদ্যাবধি সরস-

ভাবে কাল যাপন করিতেছি। আধ্যাত্মিক উচ্চ কৌতুক, ও উচ্চ সহানুভূতি লাভ হেতু আমি দেবদ্বারে কৃতজ্ঞ।

ধর্ম্ম-শাস্ত্র।

ঠিক বলিতে গেলে যে অর্থে অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্ম্ম-শাস্ত্র স্বীকার করে ব্রাহ্ম সমাজে সে অর্থে ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মচর্চ্চা, ধর্ম্মবিজ্ঞান, অতীত ধর্ম্ম বিধানের নিগূঢ় দর্শন ও ইতিহাস এ সমস্ত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ ও অনুশীলনে আমার প্রগাঢ় প্রবৃত্তি, এতদ্দারা আমার ধর্ম্মজীবন বিশেষরূপে সংগঠিত হইল, এজন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে অধিকারী হইয়া চৈতন্যময় পরমগুরুর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। বিদেশীয়, দেশীয় নানা ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্য দিয়া নানা প্রকারে ও নানা ভাবে পরমেশ্বরের আত্ম-স্বরূপ আমার কাছে যেরূপ প্রকাশ হইল, কেবল আমার নিজ চেষ্টায় সে আলোক কি সে সত্য আমি কখনও লাভ করিতে পারিতাম না। এখন এই নিশ্চয় ধারণা যে বিবিধ ধর্ম্ম সংক্রান্ত শ্রুতি স্মৃতি দর্শন পুরাণাদি কতকদূর না বুঝিলে, নিষ্ঠার সহিত অনুধ্যান না করিলে

ও ব্যবহার চরিত্রে পরিণত না করিলে কোন প্রকার গভীর ধর্ম্মে এখনকার দিনে অধিকার জন্মে না, এবং প্রজ্ঞা, প্রেম, শান্তির স্থায়ী সম্ভোগ হয় না। যথাসাধ্য তাহার চর্চ্চা ও অনুশীলন করিয়া ধন্য হইয়াছি, সাধ্য থাকিলে আরও অধিক করিতাম। সর্ব্বপ্রথমে মহান্ ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল। আমি হিব্রু কি গ্রীক ভাষা জানি না, সুতরাং আদিম বাইবেল গ্রন্থ পাঠ করিতে সক্ষম নই। ইহাও জানি যে নিতান্ত বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিলে মূল-গ্রন্থের ভাবার্থ অনেক সময় বিকারপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু তত্রাপি সত্য সাক্ষী করিয়া আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে বাইবেল মধ্যে "নূতন বিধি" নামক উত্তর খণ্ড, ও "পুরাতন বিধি"র কোন কোন বিশেষ অধ্যায় মধ্যে ধর্ম্ম জীবনের উৎকর্ষ লাভে আমি যতদূর সহায়তা পাইয়াছি এমন আর কোন গ্রন্থে পাই না। তৎপরে পুরাতন আর্য্য-ধর্ম্ম-শাস্ত্র বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ গীতাদি গ্রন্থ। আমি সংস্কৃত জানি না, কিন্তু ব্রাহ্ম সমাজ মধ্যে এই সকল গ্রন্থ বিষয়ে এতাধিক আলোচনা ও ব্যাখ্যা হইয়াছে যে তদ্দারা হিন্দুশাস্ত্র যে কি ব্যাপার তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, এবং তদ্দারা স্থির উপলব্ধি

করিয়াছি যে সৃষ্টি মধ্যে জীবাত্মা মধ্যে ব্রহ্ম প্রকাশ বিষয়ে হিন্দু ধর্ম্ম আমার শিরোধার্য্য; আমি কখনও তাহা অতিক্রম করিতে পারিব না, এদেশে কোন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু কখনও তাহা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। সমুচ্চ প্রতিভাপন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের নীতি ও নির্ব্বাণ বিষয়ক অনেক উপদেশ আমি আদর, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। মুসলমান সুফীদিগের মহাভাব কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পুরাতন ও অধুনাতন নানা ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন ও অনুধ্যান করিয়া পরম সুখী ও উপকৃত হইয়াছি। হে দিব্য দেবতা, তোমার আদিষ্ট প্রেরিত আচার্য্য সংখ্যা অতি বহুল, আমি তাঁহাদিগকে ও তদীয় শিষ্যদিগকে বন্দনা ও অভিবাদন করি। ধর্ম্মশাস্ত্র অকূল সিন্ধু; আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, সে জলধি মন্থন করিতে একেবারে অক্ষম। তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে তন্মধ্যস্থ একটী সত্যও হৃদয়ঙ্গম হয় না। এ বিপুল শাস্ত্র-জলধি কেই বা আমার জন্য ক্ষুব্ধ ও সঙ্কুচিত করিবে? আমার সামান্য সঙ্কীর্ণ আত্মা ইহা ধারণ করিতে পারে না। তোমার সঙ্গে আমার নিগূঢ় যোগ হইলে হৃদয় মধ্যে

সকল শাস্ত্রের সার তাৎপর্য্য লাভ হয়। তুমি অনন্ত ও অপার বটে, অথচ তুমি সাধকজনের হৃদয়-বিহারী নিত্য গুরু। তুমি আমার ক্ষুদ্র স্বভাবের আয়তন বুঝিয়া তোমার নিজের অনন্ত আয়তনকে সঙ্কুচিত করিতে পার এবং করিয়া থাক; আমার অভাব অনুসারে তোমা বিষয়ক মহাতত্ত্ব আমার গ্রহণোপযোগী করিতেছ। হে সর্ব্ব-শাস্ত্র-প্রতিপন্ন-সারাৎসার, যেন অন্তরাত্মারূপে আমি তোমাকে হৃদয়ে লাভ করিয়া সকল শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম লাভ করি। তোমার মুখজ্যোতি হারাইলে বেদ পুরাণ সকলই নিরর্থক, মোহান্ধকারময়; তুমি হৃদয়ে অবতীর্ণ হইলে অধ্যয়ন অধ্যাপন সকলই সার্থক ও জীবন্ত। তোমার আত্ম-প্রকাশের মহা-প্রণালী এই ধর্ম্মশাস্ত্রে আমাকে ক্রমশঃ ব্যুৎপত্তি বিধান কর।

চিকাগো নগরে মহামেলা

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে চিকাগো নগরে ধর্ম্মমিলন হেতু মহামেলাতে আহূত হইয়া ভগবৎ-কৃপায় স্বচক্ষে ধর্ম্ম-সমন্বয়ের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। কিরূপে আপন আপন

বিশেষ ধর্ম্মমত ত্যাগ না করিয়াও নানা জাতি, কেবল প্রেম সহানুভূতি ও সত্যের আকর্ষণে একত্রিত হইতে পারে, বিপরীত প্রসঙ্গ সত্ত্বেও উদার ভ্রাতৃভাব রক্ষা করিতে পারে, সদ্ভাবের আদান প্রদান করিতে পারে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিয়া আসিলাম। এতদ্দর্শনে আমার আকুল আবেদনে ভারতের জন্য "হাস্কেল লেক্‌চার" নামক বাৎসরিক ধর্ম্মোপদেশের ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইল। উচ্চ উচ্চ ধর্ম্মোপদেশ প্রসিদ্ধনামা আচার্য্যদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইল। আমি ইহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।

অর্চ্চনা আরাধনা।

ব্রহ্ম-সহবাস ও তাঁহার প্রত্যক্ষ উপাসনার ন্যায় অদ্ভুত ব্যাপার মানব-জীবনে আর কিছু নাই। জীবের গতি, ধর্ম্ম-জীবনের একমাত্র সম্বল এই ব্রহ্মোপাসনা যাঁহা হইতে লাভ করিলাম আমি কি বলিয়া সেই পরম দেবতাকে ধন্যবাদ করিব। জানি না কেন যে তিনি আমাকে তাঁহার অর্চ্চনা ও আরাধনার দিব্য অধিকার দিলেন!—তাঁহার

পবিত্র সন্নিধানে প্রতিদিন উপস্থিত হইয়া তাঁহার বিমল গুণ কীর্ত্তন করিবার জন্য আমার অনিবার্য্য প্রবৃত্তি ও উৎসাহ। যখন সর্ব্বান্তঃকরণে হে জ্যোতির্ম্ময়, তোমার উপাসনা করি তখন এ পৃথিবীতে থাকি কি লোকান্তরে যাই? এ লোকেই থাকি বটে, কিন্তু ইহ-সংসার রূপান্তরিত ও অবস্থান্তরিত হয়। তোমার অদ্ভুত প্রাণপ্রদ সত্তা ও মহান্ বিভূতি আমার কণ্ঠে অবতীর্ণ হয়। আমার হৃদয়কে জ্যোতিধাম করে বলিয়া তোমার এই জীবন্ত অগ্নিময় সুমিষ্ট বন্দনা কখনও শুষ্ক কি উত্তাপ-বিহীন হইল না, আমার নিজের স্বভাব কখনও কঠোর নির্জীব হইল না। তোমারই স্বকীয় প্রেম ভক্তিরূপে, আনন্দরূপে আমাতে অবতীর্ণ হয়। তোমারই জ্ঞান চৈতন্যরূপে, তোমারই পবিত্রমূর্ত্তি পরিত্রাণ ও স্বর্গরূপে আমার স্বভাবে সঞ্চারিত হয়। আমার ভাব, বিশ্বাস, প্রেম, জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি, কল্পনা ও বিবিধ ধর্ম্ম-ঐশ্বর্য্য আমাকে প্রমত্ত ও প্রমুক্ত করে। এই উপাসনার নিগূঢ় ভাব মধ্যে আমি যে সকল অপ্রমাণিত অলৌকিক সত্যের পরিষ্কার দর্শন পাই, তাহা আর কোথাও পাই না, তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার নিজ প্রকৃতি বিষয়ে, ধরাতলে নানা

মণ্ডলী ও নানা জাতি জড়িত তোমার ধর্ম্মরাজ্য বিষয়ে, পরলোক বিষয়ে, পূর্ব্বলোক বিষয়ে, মহাপুরুষগণ ও তাঁহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ বিষয়ে, নিজের জীবন, স্বভাব ও নিয়তি বিষয়ে আমার শত সন্দেহ ভঞ্জন হয়, শত প্রকার উদ্দীপনার আরম্ভ হয়। তোমার নিজের চিন্তা, ভাব, অভিপ্রায় ও পরমার্থরস আমার ভাষায়, ধারণায়, ধ্যানে, প্রার্থনায়, উপদেশে ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, আমাকে তোমাময় করে, আমার মধ্যে নব নব সত্য রচনা করে, আমার পুরাতন আদর্শকে সুপ্রতিপন্ন ও সুপ্রসারিত করে। উপাসনার সময় আমাকে তোমার যে প্রকার সন্তানত্ব দাও, যে দেবত্ব দাও, এবং আমার প্রিয়তম সঙ্গীদিগকেও তদনুরূপ ভাব দাও, সর্ব্বক্ষণ চিরদিনের জন্য তাহা রক্ষা করিতে দিও, এই প্রার্থনা। এই অর্চ্চনা, আরাধনা, এই যোগ ধ্যান যেন কখনও নীরস ও মৌখিক না হয়, কেবল কথাতে নয় কিন্তু ভাব চিন্তায়, কেবল চিন্তায় নয় যেন চরিত্রে পরিণত হয়। তুমি জান ইহাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা, ধর্ম্ম-জীবনের সার, ইহলোকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্বল, পরলোকের নিত্য সম্ভোগ ও নিত্য আভাস। ইহাই আমাকে সর্ব্ব ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেয়; দেবাত্মা-

দিগের সঙ্গে সম্মিলিত করে; দ্বেষ, হিংসা, সাম্প্রদায়িকতা নিবারণ করে; ক্রমাগত ধর্ম্ম-জীবনের অভিনব উচ্চ উচ্চ অবস্থাতে উপনীত করে। এ অবস্থা পাইলে সকল প্রকার অবতারবাদ ও মধ্যবর্ত্তিতা রহিত হইয়া যায়। ঈশা, শাক্যাদি আর কাহাকেও মনে থাকে না, আর কাহাকেও আবশ্যক হয় না। তোমাকে লাভ করিয়া আর সকলকে লাভ করা হয়, তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগে তাঁদের সঙ্গে একাকার হইয়া যাই; নিত্য নির্ব্বিকার প্রেমে ভেদাভেদ থাকে না, তারতম্য থাকে না। যেন এইরূপে অবাধে ব্যবধানশূন্য হইয়া তোমাকে প্রত্যক্ষ সম্মুখস্থ দেখিতে পাই, ও অবাধে তোমার সম্মুখস্থ হইয়া শোক, ভয়, স্বার্থ হইতে জীবন্মুক্ত হই। আশীর্ব্বাদের উপর এই আশীর্ব্বাদ কর।

রচিত গ্রন্থ।

তোমার পবিত্র ক্রোড়ে দিব্য গুরু, আমার রচিত কয়খানি গ্রন্থ নিবেদন করি। আমি প্রথমে ইহা মনে করিতে সাহস করি নাই যে আমি আবার এতগুলি পাঠ্য-গ্রন্থ এমন সুন্দর আকারে প্রকাশ করিতে পারিব। কিন্তু

যা আমার যোগ্যতায় সাধ্য নয়, তা তোমার কৃপায় সাধ্য। ইহা তোমারই উদ্দীপনা ও আলোকে রচিত হইয়াছে। কেবল গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য একখানিও রচিত হয় নাই। ইহার মধ্যে তোমারই দিব্য নিঃশ্বাস বহিতেছে। ইহার মধ্যে নানা ত্রুটী আছে জানি, কিন্তু ইহা আমার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থার ফল। তুমি উপহাররূপে ইহা গ্রহণ কর। যেন এই গ্রন্থ তোমার পরিচিত মণ্ডলীমধ্যে স্থায়ী হয়, এবং ভবিষ্যতে লোকের কল্যাণ সাধন করে।

মৃত্যু বিষয়ক।

তুমি অজর, অমর, অশোক দেখ জরা মরণ ভয়ে আমি বারম্বার সন্তপ্ত। ইহারই নিবারণ জন্য তুমি জীবনান্ত বিষয়ক সুতত্ত্ব শিখাইলে। মৃত্যু ভয়াবহ নয়, কিন্তু পাপাসক্তির বিনাশ। পাপীর নিকট ইহা ভীষণ, দুরাচারের পরিণাম, অতি ঘোরতর। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই কত কত দুরাচার ব্যক্তির মৃত্যু-শয্যায় তুমি বিরাম শান্তি বিধান কর। মানুষের ভ্রান্ত, কুশিক্ষিত কল্পনা, যেখানে

বাস্তবিক ভয়ের কারণ নাই, সেখানে দারুণ ভয় আরোপ করে, যাহা যথার্থই ভয়াবহ তাহা ভয় করে না, এবং সর্ব্বদুঃখ-অপহারক মৃত্যুকে কুটিল কুসংস্কারে আবিষ্ট করে। জন্ম ও মরণ এই দুইটি ঘটনা নিঃসন্দেহ তোমার অভিপ্রেত। জন্ম লাভ করা ভয় ও বিষাদের বিষয় নহে; জাত শিশু ক্রন্দন করে, কিন্তু পুরবাসী, প্রতিবাসী আনন্দধ্বনি করে; এরূপ হউক যে শেষ দিনে কুটুম্ব আত্মীয় ক্রন্দন করিবে, কিন্তু স্বর্গগামী পথিক হাসিতে হাসিতে বিদায় লইবে। তোমাতে যাঁর মহাপ্রেম জন্মিয়াছে, তোমাকে যে সাক্ষাৎ জীবনরূপে হৃদয়স্থ করিয়াছে, এ ঘূর্ণিত অবস্থা-চক্রের পর্য্যটনে যে তোমারই নানা আকার প্রকার উপলব্ধি করিয়াছে, তার কাছে এই সর্ব্বশেষ অবস্থা অসৌভাগ্যের বিষয় নহে। সংসার ভোগ ফুরাইবে বটে, কিন্তু তোমার প্রসাদে ও তোমার অধিষ্ঠানে যে এখানকার বিহিত ভোগ্য ভোগ করে, তার সম্ভোগ তো শেষ হইবার নয়; শরীরের শত রোগ ও ক্ষয়ের মধ্যে, সংসারের শত দুরবস্থার মধ্যে তোমারই কৃপায় অক্ষুণ্ণ রহিলাম, বরং আরও সজীব ও সুখী হইলাম। শরীরের পতনে আমার বিপদ কি? তোমার গৌরবের

জন্য জীবন লাভ, তোমাকে গৌরবান্বিত করিয়া এ জীবন শেষ করাতে গৌরব ভিন্ন আর কিছুই নয়। তোমাকে জানিয়া, আপনার নিয়তি সুসম্পন্ন করিয়া অক্ষয় হইয়াছি; কৈ এই চৌষট্টি বৎসরে এ জীবাত্মা ত স্ফূর্ত্তিহীন কি মরণাপন্ন হইল না; এখন কিসের ভয়ে বিষণ্ণ হইব? সংসার দৃষ্টি, পাপ দৃষ্টি, দেহ দৃষ্টিতে মৃত্যু সর্ব্বনাশজনক বটে; কিন্তু হে ভয়হারী, দিন দিন তুমি সে অশুভ দৃষ্টি রহিত করিতেছ, এবং তজ্জনিত আক্ষেপ, আতঙ্ক ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছে, তৎপরিবর্ত্তে তিমিরাতীত পিতৃলোক, আকাঙ্ক্ষিত চিরপ্রার্থিত গৌরবধাম প্রকাশিত হইতেছে—তোমাময় হইয়া প্রায় প্রতিদিন তাহা যোগচক্ষে দেখিতেছি, মরণান্তে আরও দেখিব। দেহপতন একভাবে দুঃখের বিষয় বটে; এই সুশীতল, সুমিষ্ট, সমুজ্জ্বল, পরিচিত প্রিয়-পৃথিবীর নিকট, এই প্রসন্ন-মূর্ত্তি প্রিয় বন্ধুদের নিকট চির-বিদায় লওয়া দুঃখের বিষয়। কিন্তু অধিক কিংবা অমিশ্রিত দুঃখের বিষয় নয়। দিব্য দেহ, দিব্য শক্তি ও দিব্য আত্মা পাইয়া পরমানন্দময় অভিনব উচ্চলোকে বিচরণ করা কি দুঃখের বিষয়? ত্রিতাপচ্ছায়া-ময়, মৃত্যু-মেঘাচ্ছন্ন এই সঙ্কীর্ণ ভবপথ দিয়া, অস্পষ্ট নানা

অবস্থা অতিক্রম করিয়া, অপরিসীম উদার জীবন সম্মুখে দেখিতেছি, অপরিমেয় আশা, অব্যর্থ অঙ্গীকার প্রাপ্ত হইতেছি, ইহা কি দুঃখের বিষয়? মৃত্যুর বিষ-দন্ত কিসে, শ্মশানের বিক্রম কোথা? পাপের বিক্রমে, এবং রক্ত-মাংসের বহু বিকারে মৃত্যুর বিক্রম; হে স্বর্গীয় পিতা, তোমার প্রসাদগুণে, ক্ষমাগুণে সেই পাপ পরাজিত রক্ত-মাংস দিন দিন বশীভূত হইতেছে। এখন নিষ্পাপ হইয়া, অদেহী হইয়া দেহ ধারণ করিব এমন আশীষ কর। শ্মশান-বৈরাগ্য ঘৃণা করি, অনাসক্তি ও অকিঞ্চন ভক্তি প্রার্থনা করি; নিষ্ফল ও অকারণ্যমৃত্যু-চিন্তা, নিরাশা এবং অস্ফূর্ত্তি ঘৃণা করি—তোমার প্রসন্ন মাতৃমুখ দেখিয়া সতেজে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে চাই; উৎসাহে ও অনুরাগে লোকের সঙ্গে আচার ব্যবহার করিতে চাই। শোকের ক্রন্দন করিতে চাইনা, শুনিতে চাইনা; সজীব সদানন্দ পৃথিবী হইতে আনন্দে বিদায় লইয়া সর্ব্বতোভাবে তোমার হস্তে আত্ম-নিবেদন করিতে চাই। জয়যুক্ত হইব, স্বকার্য্য শেষ করিব, স্বধামে প্রবেশ করিব। তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য!

অক্ষয়ধাম।

মৃত্যুর অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে কে ভেদ করিতে পারে? পরলোক বিষয়ে পূর্ণতত্ত্ব কে জানে? যেমন পূর্ণ মাত্রায় ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করা অসম্ভব, ইহাও তেমনি; যে পরিমাণে লোকাতীত ব্রহ্মতত্ত্ব কখন কখন লাভ হয়, যে পরিমাণে সার আত্মতত্ত্ব মাঝে মাঝে লাভ হয়, সেই পরিমাণে বৈকুণ্ঠতত্ত্ব কখন কখন লাভ হয়, ও দিব্যধামনিবাসী অমরাত্মাদিগের সুসমাচার মাঝে মাঝে শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু এ মোহান্ধকারে জাগ্রত থাকিয়া প্রতীক্ষা করিতে হয়। মরণান্তে শারীরিক শক্তিবৃত্তি ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে না, নানা অংশে লোপ প্রাপ্ত হইবে তা নিশ্চয়; বহু পরিমাণে মানসিক শক্তিও বজায় থাকিবে না; ইহ-জীবনেই তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি। কিন্তু দৈহিক ও মানসিক শক্তির আনুকূল্যে যে জ্যোতির্ম্ময় আধ্যাত্মিক প্রকৃতির সঞ্চার ও সঙ্গতি হয় তাহা কখনও ক্ষয়শীল নহে। তামসিক ও রাজসিক গুণের বিশ্লেষে আত্মা আরও তেজঃপুঞ্জ মধুময় আকার ধারণ করে। হে ভ্রান্তিহারী, সত্যরূপ ভগবান, স্বর্গ নরক বিষয়ে তুমি

আমার নানা অযথা সংস্কার সংশোধন করিয়াছ, নানা সন্দেহ মীমাংসা করিয়াছ। অনেকবার নিভৃত ব্রহ্ম-সহবাস-জনিত আবেগে পারলৌকিক দিব্য আভাস পাইয়াছি, আরও পাইব। এ বিশ্বাস দিন দিন আরও উজ্জ্বলতর হইতেছে যে দেহান্তে দৈহিকতা রক্ষা হইবে না বটে, কিন্তু এক অদ্ভুত দিব্য তনু ধারণ করিব। নানা প্রকার অভিনব জ্ঞানে, প্রবল অনুরাগে, বুদ্ধির অতীত নানা জাতীয় দিব্য শক্তি লাভে, হে পরমাত্মন্, তোমার সঙ্গে অভেদ্য সমাধি ও একতা লাভ হইবে, উৎকৃষ্টতর সেবা বন্দনা আরম্ভ হইবে, বিশ্ব-কৌশল তত্ত্ব, জড়-চৈতন্য তত্ত্ব, সুখ-দুঃখ তত্ত্ব, নীতি-ধর্ম্ম তত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার তত্ত্ব, পরমেশ্বরের রীতি প্রকৃতি চরিত্র পরিষ্কার বুঝিতে পারিব; পরমাত্মার সঙ্গে শুদ্ধ জ্যোতির্ম্ময় সাদৃশ্য আরও আশ্চর্য্য-ভাবে সম্ভোগ হইবে। দিব্যাত্মা লোকত্রাতা মহাপুরুষ-দিগের স্থান, পরিচয় ও শুভ সন্দর্শন প্রাপ্ত হইব; এখন যাহা কেবল মাত্র বিশ্বাসে ও আশার আঁধার-আলোক-মিশ্রিত চক্ষে দেখি তখন তাহা দিব্য দৃষ্টিতে দেখিব। লব্ধ-মুক্তি প্রিয়তমদিগের সঙ্গে পুনর্ম্মিলন হইবে, নূতন সম্বন্ধ, অক্ষয় প্রেম লাভ হইবে, ত্রুটী ও অপূর্ণতা জনিত

যে পরিতাপ গ্লানি প্রাপ্য তাহা পাইব বটে, পাইতেছি ও পাইব। হে নিত্যমঙ্গলময়, তোমার অঙ্গীকৃত ও সদা-লব্ধ ক্ষমার মর্ম্ম মধ্যে আরও কি সংগোপন কথা আছে জানি না। কেবল এই জানি যে সে ক্ষমার হস্তে সর্ব্বপ্রকার নরকযাতনার নিষ্কৃতি আছে; সর্ব্বপ্রকার স্বর্গ-সম্ভোগের নিশ্চয়তা আছে; কারণ এখানে থাকিয়া সে নিষ্কৃতি ও সে স্বর্গ-সম্ভোগ করিতেছি। অস্থায়ী গ্লানি ও অবসাদের অন্তে স্থায়ী শান্তি ও অমিত তেজ আছে, এখানে তাহা বুঝিতে পারি, সেখানে কত বুঝিব তার কি অন্ত আছে? সুতরাং বৈকুণ্ঠ-বিষয়ে আমার অসীম স্পৃহা ও অসীম কৌতুক—মৃত্যুকে ভয় করা দূরে থাকুক্, মৃত্যুর স্মরণে আনন্দ আশার পরিসীমা নাই। তোমাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব তুমি দেহধারণেই আমাকে অক্ষয়ধাম-বিষয়ক এই সমস্ত মহাতত্ত্ব শিক্ষা দিলে।

পূর্ব্বজন্ম।

হে অন্তরাত্মা, বল আমার বারম্বার এরূপ অবস্থা কেন ঘটে যে আমি মনে করিতে বাধ্য হই এ সংসারে

আসিবার পূর্ব্বে কোন খানে, কোন ভাবে, কোন রূপে তোমার সঙ্গে বিদ্যমান ছিলাম; আর ইহাই বা কেন ঘটে যে কেবল জীবনের উচ্চতম দিব্যতম মুহূর্ত্তে এরূপ আভাস পাই, অন্য সময় পাইনা? ঠিক যেন কোন অর্দ্ধস্ফুট স্মৃতি, কোন নিগূঢ়-নিহিত আত্মজ্ঞান হঠাৎ মনোমধ্যে ব্যক্ত হয়, আবার শীঘ্রই মিলাইয়া যায়। আমি এত ভাবি যে ইহা কেবল ভ্রান্তি ও কল্পনা মাত্র—ভাবিয়া তখনকার জন্য নিরস্ত হই; কিন্তু আবার তোমার সঙ্গে নিগূঢ় যোগের মধ্যে ইহা পুনরায় উদয় হয়, নিবারণ করিতে পারি না। ভগবদ্গীতা পাঠেও ইহা শিখি নাই, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ ও টেনিসনের কবিতা হইতেও নয়, জোহানের ইঞ্জিল হইতেও নয়। এ সকল লেখক হইতে এ ভাবের যথেষ্ট সায় পাইয়াছি বটে, কিন্তু আপনা আপনি ইহা অন্তরে উদয় হয়, বিলীন হয়। হে আনন্দময় অন্তরঙ্গ, তোমা হইতে স্বতন্ত্র কি একাকার ছিলাম তাহা জানি না, মনে হয় যেন একাকার ছিলাম অথচ স্বতন্ত্র ছিলাম। রশ্মি যেমন জ্যোতির্ম্মণ্ডলে, ফেন যেমন সমুদ্রমণ্ডলে, ভিন্ন অথচ অভিন্ন, আমিও যেন তেমনি ছিলাম,—আমি ঠিক বলিতে পারি না, বলিতে চাইও না, কারণ ইহা

বক্তব্য বিষয় বলিয়া মনে হয় না। বলিতে গেলে পাছে এ ধারণা মলিন হয় কি অঠিক হয় এই ভয় করি। চিরকাল তুমি পূর্ণ, আমি অপূর্ণ। তুমি আশ্রয় আমি আশ্রিত। তুমি পিতা আমি তোমার পদানত সন্তান। চৈতন্যরূপ, আনন্দরূপ তুমি, তোমার মর্ম্ম মধ্যে যে আমি কোন রূপে বিদ্যমান ছিলাম ও বিদ্যমান আছি এ কথা বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে অবস্থা পূর্ব্বে অপরিস্ফুট, অব্যক্ত ছিল, জীবনের নানা সন্তাপ ও পরীক্ষা মধ্যে তাহা পরিস্ফুট ও জ্ঞানগোচর হইয়াছে। জানি না অন্য সাধকদের মনে কি হয়, আমার পক্ষে ইহা পরম আশীর্ব্বাদ, কেননা ইহাতে আমার অমরত্ব বিষয়ে সকল সংশয় ঘুচিয়া যায়। যদি পূর্ব্বে ছিলাম তো পরেও থাকিব—দেহকে কেবল দুদিনের বাসস্থান মনে হয়, ধর্ম্ম সাধনের যন্ত্র মাত্র বোধ হয়। যতদূর সম্ভব দেহ হতে পৃথক হয়ে কালযাপনে প্রবৃত্তি হয়, পরলোক পরিষ্কার হয়, অতীত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ অখণ্ড জীবনের আকার ধারণ করে, পরলোকের জন্য যে যে বিশেষ সাধন তাহা রহিত হয় না; কিন্তু সে সাধনে মহোৎসাহ প্রদীপ্ত হয়। খুব শিখাইলে, আরও শিখাও, আরও অলোক দাও।

ইংরাজ-শাসন।

ইংরাজদিগের ভারত অধিকারকে পরম আশীর্ব্বাদ মনে করি। তাঁহারা এদেশে বহুকাল রাজত্ব করুন ইহা কামনা করি। হে রাজাধিরাজ, হে প্রজাপতি, তোমাকে অভিবাদন পূর্ব্বক স্বীকার করি যে তুমি আমাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন করিলে। এই বীর্য্যশালী সর্ব্বত্র জয়ী জাতির নিকট এত জ্ঞান, সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের উচ্চ আদর্শ শিখিলাম যাহা পূর্ব্বে কখনও জানি নাই, ভাবি নাই। ইহা স্বীকার করিতে পারি না যে ইহাদের শাসনপ্রণালী যথোচিত পরিমাণে নিঃস্বার্থ কি দোষশূন্য, এবং ইহাও স্বীকার করিনা যে রাজনীতি, লোক-হিতৈষণা, ন্যায়, যাথার্থ্য, সাম্য বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদিগের মহা ত্রুটি সময়ে সময়ে লক্ষিত হয় না। এ সকল ত্রুটির ফল ভোগে আমরা পুনঃ পুনঃ আহত ও অবসন্ন হই। কিন্তু ইহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করি যে এই ইংরাজ জাতির সঙ্গে মিলনে আমাদের ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ হইল, নীতি চরিত্র উচ্চ হইল, সভ্যতা ও সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, সামাজিক উন্নতি,

বিশেষতঃ স্ত্রীজাতিবিষয়ক উন্নতি আরম্ভ হইল। পূর্ব্ব পশ্চিমের এরূপ সম্পর্ক স্থাপিত হইল যাহাতে ভবিষ্যতে, কত দিন পরে জানিনা, সমুদয় মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক একতা সম্পন্ন হইবে। আমরা যদি এই ইংরাজজাতির সঙ্গে সদ্ভাব রাখিয়া চলি, যদি তীব্র কুটিল দৃষ্টিতে ক্রমাগত তাঁহাদের দোষানুন্ধান না করি, তাঁহারা যদি আমাদের সঙ্গে সম্মিলন বিষয়ে উপেক্ষা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেন, যদি তাঁহারা ন্যায়পর ও সাত্ত্বিকভাবে আমাদের সঙ্গে ব্যবহার করেন, তবেই ত এই মহাবিধান সার্থক হয়। সম্রাটকে, তাঁর মহিষীকে, তাঁর মন্ত্রীদিগকে সর্ব্বপ্রকারে রক্ষা কর; এদেশ-নিবাসী নানা রাজকীয় কর্ম্মচারী ইংরাজদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি ও লোক-সহানুভূতি দাও। এই সাম্রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বিধান কর।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বাপর।

হে পূর্ণব্রহ্ম, হে সর্ব্বারাধ্য গুরু, তোমারই আকর্ষণে যে ব্রাহ্মসমাজে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে প্রবেশ করিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্বাপর স্মরণ করি। এই ব্রাহ্মসমাজ

স্থাপিত না হইলে আমার কি দুর্গতি হইত, সহস্র সহস্র লোকের কি দুর্দ্দশা হইত। নানা জাতির নানা অবস্থার নানা লোক ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে। স্ত্রীজাতির অভাবনীয় উন্নতি ও শিক্ষালাভ হইয়াছে, নূতন ভাব বিশ্বাসে এদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন হইতেছে, বিদেশীয় ধর্ম্মের অনুসন্ধান হইয়াছে। ধর্ম্ম প্রচারের প্রগাঢ় উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া কত সাধু-চরিত্র বিশ্বাসী ধর্ম্ম-প্রচার-কার্য্যে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। এই সকল প্রচারক আজ আর যুবক নহেন, বহুদর্শী প্রাচীন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও উৎসাহ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কত প্রকার নীতি, ধর্ম্ম-সাধন, সমাজ-সংস্কার, আত্মত্যাগ, কত প্রকার রচনা, ব্যাখ্যান, উপদেশ স্রোতের ন্যায় বহিয়া গেল। কত মহান্ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে মিশিয়া গেল, কত আরাধনা, প্রার্থনা, কত প্রকার সাধন সংযম সদ্দৃষ্টান্ত ও কঠিন বৈরাগ্য অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত হইল। এক অদ্বিতীয় তুমি, তোমাতে এই সমস্ত একাকার হইয়া কেবল তোমার গৌরব মাহাত্ম্য মহীয়ান্ করিল। এতাবৎ ধর্ম্মৈশ্বর্য্য আমার প্রেমোজ্জ্বল স্মৃতি-ভাণ্ডারে আমার জীবন চরিত্রে সঞ্চিত রহিয়াছে। আমি

কখনও তাহা হইতে বঞ্চিত হইব না। এজন্য ভাবিলাম এ ব্রাহ্মধর্ম্ম সমগ্র ভারতবর্ষের ধর্ম্ম হইবে, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্ম হইবে। আজ সেই ব্রাহ্মসমাজ এমন বিচ্ছিন্ন, বিচূর্ণ, বিশীর্ণ অবস্থায় অভিভূত। ইহা এখন এত উন্নতিহীন, নিষ্পন্দ যে, আজকালকার ব্রাহ্মসমাজকে বিদ্বেষ ও কুভাবের আলয় ইহা বলিলেও বলিতে পারা যায়। শুদ্ধচরিত্রের আদর নাই, বহুদর্শনের প্রতি আস্থা নাই, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নাই; নীতি, সত্য, যাথার্থ্য, এবং সার ধর্ম্মোন্নতি বিরল; সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধনের গর্ব্ব, মতের গর্ব্ব, ধর্ম্মের গর্ব্ব, সর্ব্বপ্রকার আত্মগরিমা, ভ্রাতৃত্বের ও ধর্ম্মজীবনের মূলচ্ছেদ করিবার উপক্রম করিয়াছে দেখিতে পাই। এ দুর্গতি কেবল মানুষের দোষে; ধর্ম্ম জীবনহীন হইলে সর্ব্বত্র যা হয় এখানে তাই হইয়াছে। কিন্তু তোমার আলোকে দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মসমাজের গভীর প্রদেশে এখনও পুনর্জ্জীবনের নানা লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে। বিশ্বাস করি কোন দিন তোমার প্রভাবে ইহার কীর্ত্তিসূর্য্য পুনরুত্থান করিবে। ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে এখনও কেহ কেহ এরূপ লোক বিদ্যমান আছেন যাঁহাদের জীবন চরিত্রে তুমি স্বয়ং বিরাজমান। অদ্যাবধি এই

ব্রাহ্মসমাজে যত কিছু লাভ করিলাম তজ্জন্য তোমার নিকট শতবার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী ব্রাহ্মদিগের নিকটেও সপ্রেম কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। তাঁহাদের মঙ্গল হউক। হে পরিত্রাতা, তোমার পবিত্র অভিপ্রায় অনুসারে,—আমাদের কল্পনা অনুসারে নয়—তুমি ব্রাহ্মসমাজকে পুনর্জীবিত কর।

নববিধানবিষয়ক।

কি জন্য আমি এই নববিধানে বিশ্বাস করি, কেনই বা ইহাকে সংসারের ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম মনে করি, এ ধর্ম্ম হইতে আমার জীবনে কি বিশেষ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি? যখন পঞ্চসপ্ততি বর্ষ পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তৎসহচরগণ এদেশে একেশ্বরবাদ ধর্ম্মের সূচনা করেন তখন কি কাহারও ধারণা হইয়াছিল কি নূতন ব্যাপার আরম্ভ হইতেছে? সর্ব্ব ধর্ম্ম, বিশেষতঃ হিন্দু-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-প্রতিপন্ন এই সনাতন একেশ্বরবাদ উৎকৃষ্ট জ্ঞানপ্রভাবে সংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহারা তখনকার কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন। যখন কালক্রমে এই অভিনব ধর্ম্মবীজ বৃদ্ধির পর বৃদ্ধি, আয়তনের পর নূতন আয়তন লাভ করিয়া বর্ত্তমান ব্রাহ্ম-

ধর্ম্মের আকার গ্রহণ করিল, তখন কি নবতর কল্যাণতর আদর্শের আবির্ভাব হইল, ঠিক যেন সমাজ এক নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরা উৎসাহিত ও আশ্চর্য্য হইলাম; কিন্তু তখনও ইহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের বহু ভ্রম ছিল। কেহবা ইহাকে নববংশজ হিন্দু-দিগের ইংরাজি শিক্ষার পরিচায়ক মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে চলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতিবাদ এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মের সূচনা মাত্র মনে করিলেন, কেহবা ইহাকে খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বনের প্রচ্ছন্ন সোপান মাত্র ভাবিলেন, কেহবা ইহাকে একটী সামাজিক সংস্কার মাত্র ভাবিলেন। ইহা যে একটী ঐশ্বরিক সৃষ্টি, ইহা যে একটী নূতন যুগ-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তনা পূর্ব্বে তাহা মনে করি নাই। কিন্তু বাস্তবিক প্রথমাবধি এই ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মে নূতন যুগধর্ম্মের উপক্রম, ইহার ক্রমশঃ বিকাশ দেখিয়া এখন স্বীকার করিতে ও বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। যখন আচার্য্য কেশব চন্দ্র সেন এই মহাবার্ত্তা ঘোষণা করিলেন, আমরা আহ্লাদিত ও উৎসাহিত হইলাম, তার পর যখন তিনি নিজের অসাধারণ প্রতিভা, অসীম উদ্যম, তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ভক্তি বিশ্বাসের সহিত এই নববিধান দেশময়

সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জীবনের শেষাংশে একেবারে আত্ম উৎসর্গ করিলেন তখন ভাবিলাম এইবার বুঝি ব্রাহ্মসমাজের বিরোধ বিবাদ সাঙ্গ হইল এবং ইহার শাখা-ত্রয় নূতন প্রণালীতে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। কিন্তু শীঘ্রই সে আশা বিফল হইল, নববিধান মণ্ডলীর নেতৃগণ ইহার উচ্চ আদর্শকে এতই হীন ও সঙ্কীর্ণ করিলেন, পরস্পরের প্রতি এতই অবিশ্বাস ও অসদ্ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করিলেন, কেশবের বিপক্ষগণ ইহার প্রতি এতই অসত্য ও কুসংস্কার আরোপ করিলেন যে তদ্দারা সকলেরই সাংঘাতিক ক্ষতি হইল। এই অন্ধকার ও অশুভ অবস্থার মধ্যে দেব কেশব চন্দ্র ভগ্ন-হৃদয়ে ইহ-লোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই মহা অনিষ্ট মধ্যে এ যুগধর্ম্মের উদ্দেশ্য ও আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। পৃথিবীর নানা উন্নত জাতির মধ্যে ইহা ক্রমাগত আপনা আপনি সৌষ্ঠব ও শ্রী-বৃদ্ধি লাভ করিতেছে। খ্রীষ্টীয় জগতে আধ্যাত্মিক খ্রীষ্টধর্ম্ম নামে ইহা পরিচিত হইতেছে; হিন্দুজাতির মধ্যে ইহা আধ্যাত্মিক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম; মুসলমানদের ভিতরে ইহা অসাম্প্র-দায়িক উদার ইস্‌লাম এবং সর্ব্ব জাতির মধ্যে ইহা সার্ব্ব-

ভৌমিক সারধর্ম্ম নামে গৃহীত হইতেছে ও হইবে। যে নামে লোকে ইহাকে গ্রহণ করুক, ইহা গৃহীত হইবেই হইবে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। আমরা কলিকাতা নগরে ইহার সঙ্গে যে সকল বাহ্য আড়ম্বর মিশাইয়া থাকি তাহা সর্ব্বাংশে বজায় থাকিবে না; কেননা সে সমস্ত সার ধর্ম্মের অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়; সময় ও সমাজিক প্রয়োজন অনুসারে ইহা পরিবর্ত্তিত ও পুনর্গঠিত হইবে; ইহার মধ্যে যাহা মূল সত্য তাহাই চিরস্থায়ী। মূলে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নব-বিধান ধর্ম্মের সঙ্গে প্রভেদ নাই, কোন কোন অনুষ্ঠানে ও আদর্শে ও সাধনে প্রভেদ আছে। উদার ভাবে দেখিলে সে প্রভেদ সাংঘাতিক বলিয়া বোধ হয় না। মানুষের সঙ্গে মানুষের শত্রুতা ঘটিলে যাহা সাংঘাতিক নয় তাহা সাং-ঘাতিক বোধ হয়। জীবন্ত ধর্ম্ম মানবপ্রকৃতির মধ্যে নানা আকার ও নানা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোথাও বা মহাবিজ্ঞান, কোথাও মহাভাব, কোথাও মহাকীর্ত্তি, কোথাও দেশাচার সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি। নানা প্রকার বৈচিত্র্য মধ্যে যে ঐক্য সমন্বয় আছে তাহাই লাভ করা আমাদের সাধনের বিষয় এবং আদর্শের সিদ্ধি। পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎ সম্মিলন ইহাই ভবিষ্য-

তের ধর্ম্ম, সর্ব্ব জাতি ও সর্ব্ব ধর্ম্মের অবলম্বনীয় ও উদ্দেশ্য। সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্বকালীন পূজ্য পুরুষগণ আমাদের পরমাত্মীয়, তাঁহাদের সঙ্গে নিত্য সহবাস হইবে; তাবৎ ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের অধিকৃত ঐশ্বর্য্য হইবে। তাবৎ মানবজাতীয় উন্নতি আমাদের নিজ উন্নতির আদর্শ হইবে। সর্ব্ব প্রকার উচ্চজ্ঞান, উচ্চনীতি, উচ্চস্বাধীনতা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব আমাদের উপার্জ্জন ও সম্ভোগের বিষয় হইবে। সার ধর্ম্ম বলিতে যেখানে যা বুঝায় সে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইব। বিজ্ঞানে ও বিশ্বাসে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য, সাংসারিক বিহিত কর্ত্তব্য এবং যোগ বৈরাগ্য মধ্যে সামঞ্জস্য, সভ্য রীতিনীতির সঙ্গে ধর্ম্মনীতির সামঞ্জস্য, মানবজীবনের সর্ব্ববিভাগের সামঞ্জস্য দিন দিন বৃদ্ধি লাভ করিবে। আমার নিজের জীবন এই সামঞ্জস্য ও শান্তি লাভ করিতেছে। কে আমাদের গতি রোধ করে, কে আমাদের ভাব বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিতে পারে? এ সম্বন্ধে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ একীভূত। হে মঙ্গলময়, আমরা এই সতেজ সবল স্বাভাবিক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তোমার অনন্ত অখণ্ড আত্ম-পরিচয়ের অধিকার পাইলাম। তুমিই ধন্য!

নিগ্রহ বিষয়ক।

কি অলক্ষিত অলঙ্ঘ্য অভিপ্রায়ে এই ব্রাহ্মমণ্ডলী মধ্যে আমি ভুক্ত হইলাম, যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এত বৎসর পরিশ্রম করিলাম, ইহাতে আমার কি পুরস্কার হইল ভাবিয়া দেখি। আমি যখন আসিলাম, এ সকল লোক, এই বিপক্ষ সপক্ষগণ কোথায় ছিল? অনেক কথা এই ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস হইতে শিখিলাম—শেষ এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এই যে বিনা উৎপীড়নে, নিগ্রহে ধর্ম্মজীবন কখনও পরিপক্ক হইবার নয়। লোক-সঙ্গ ও লোক-সহানুভূতি যতই ভালবাসি না কেন, কালের গতিতে ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে কোন দিন একাকী পড়িতেই হইবে; মানুষের বিষম অপ্রীতিভাজন হইতেই হইবে; প্রিয় অপ্রিয় উভয়ে বিমুখ হইবে; পরিশেষে হে অন্তরাত্মা, তুমিই কেবল সাক্ষী ও সঙ্গী থাকিবে। কোন্ অভিপ্রায়ে কি করিলাম; আত্ম-গৌরবের জন্য জীবন ধরিলাম কি ধর্ম্মের গৌরবের জন্য লোকহিতার্থে জীবন ধরিলাম, কেবল তুমিই তার বিচারক। উৎপীড়ন মধ্যে আমার নিজের ও আমার অবলম্বিত মহাধর্ম্মের যথেষ্ট উৎকর্ষ

লাভ হইল বটে; এজন্য আমি ধন্য, কিন্তু উৎপীড়ক লোকদিগের কি উপকার হইল জানি না, বরং বিপরীত হইল। দেখ আজ আমার কি অবস্থা, ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের নিকট আমি গ্রাহ্য নই; আমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং কার্য্যে আমার অধিকার নাই; এই ব্রাহ্মসমাজের চক্ষে আমি নানাপ্রকার সন্দেহ ও অশ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছি। সামান্য সরলতা ও সততা বিষয়ে, এই সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্মের মূলসত্য সম্বন্ধেও লোকে বিশ্বাস করে না। আমার নিকটে যাহা সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বিষয়—জীবের দৈনিক মুক্তি ও পরমাত্মার সঙ্গে নিত্যযোগ, আবিষ্ট, আকুল ব্রহ্মসহবাস, গভীর ব্রহ্মপরিচয় ও নিয়ত হৃদয়ে ব্রহ্মের আত্ম-বিকাশ—এ সকল বিষয় লোকের কাছে উপেক্ষণীয়, অগ্রাহ্য, অসম্ভব কথা; এদের কাছে যা মুখ্য বিষয়—স্বদল পুষ্টি, বাহ্যিক কথার ছড়াছড়ি ও বৃথা কার্য্যাড়ম্বর—তা আমার কাছে সামান্য, তুচ্ছ অগ্রাহ্য বিষয়; এই সকল কারণে আমি নিজে উপেক্ষণীয় ও অশ্রদ্ধেয় হইয়া পড়িয়াছি। যদি এই নিদারুণ ব্যবহার বাহিরের লোক দ্বারা ঘটিত, আক্ষেপের বিষয় হইত না; কিন্তু এই বিরোধ আমার আত্মীয় ব্রাহ্মভ্রাতাদিগের হস্তে ঘটিল। বাহিরের লোক,

দেশীয় কি বিদেশীয়, আমাকে আদর ও সম্ভ্রম করেন; ভিতরের লোক ঠিক তার বিপরীত করেন, ইহাতে মাঝে মাঝে আমি অতিশয় আহত ও নিগৃহীত বোধ করি। জানি এ সকল উৎপীড়কগণ পরস্পরের অনুরাগী নয়, তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে অসদ্ভাব ও বিরোধের অবধি নাই। কিন্তু এই অসহানুভূতি ও অত্যাচার যেরূপ আমার মর্ম্মভেদ করে সেরূপ অন্যের নহে। ইহা আমার দোষ কি গুণ তা জানি না। হয়ত লোকের প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসা বশতঃ আমাকে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু কি করি? স্বভাব যে ধাতু দিয়া রচিত হইয়াছে তাহাতে এই অনুরাগ ও এই যন্ত্রণা দুইই অনিবার্য্য। পদস্থ প্রাচীন হইতে সেদিনকার অপক্ক বালক পর্য্যন্ত সকলেই আমার বিচারক ও সমালোচক; ইঁহাদের একই ব্যবহার। অতএব কাহার উপর বিশেষ অভিযোগ করি, কোন্ দলের দোহাই দিব? সুতরাং যথাসম্ভব সকলের প্রতিই শান্ত ব্যবহার করি, সহিষ্ণুতা সাম্য অবলম্বন করি—লোকে স্বীকার করুক না করুক সকলের হিতচেষ্টা করি। কিন্তু এই হিংসা, শত্রুতায়, কুদৃষ্টান্তে জনসমাজের, ব্রাহ্মসমাজের, নববিধান মণ্ডলীর

কি সাংঘাতিক ক্ষতি হইল তাহা মনে করিয়া আক্ষেপ চতুর্গুণ হয়। আজ যদি প্রাণ ভরিয়া সকল শক্তি, সকল সাধন, সকল চেষ্টা উৎসর্গ পূর্ব্বক সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিবার অবকাশ পাইতাম, কত সুখী হইতাম, লোকে কত সুখী হইত, সমাজের কত শ্রীবৃদ্ধি হইত। কিন্তু তাহা হইল না। নানা শোচনীয় কারণ বশতঃ, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থাতে, বঙ্গদেশীয় প্রকৃতির বর্ত্তমান গঠনেতে, এই বুদ্ধিগত অগভীর ধর্ম্মমতের প্রতিবাদ ও অতিবাদে তাহা হইবার নয়। এজন্য আমি কোন বিশেষ লোককে, কি কোন বিশেষ দলকে অভিসম্পাত করিতে পারি না। আমার প্রতিবাসীদিগের সকলের অভিপ্রায় সমান নহে, তাঁরা কেহ কেহ ধর্ম্মভীত, নিষ্ঠাবান লোক, ধর্ম্মরক্ষার উদ্দেশে ভ্রান্ত হইয়া আমার প্রতি কুব্যবহার করিলেন। ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কথা এই যে, হে বিধাতা, আমার এরূপ অবস্থা তোমার সায় বিনা, তোমার মঙ্গল ইচ্ছা বিনা ঘটিতে পারিত না। ইহার মধ্যে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় জড়িত রহিয়াছে, তাহার আলোচনা করি। আমি পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে স্বভাব-সুলভ অভিমানে আমার চরিত্র বহুদিনাবধি

কলুষিত ছিল। অন্যের সদ্‌গুণ ও সৎকার্য্যে তেমন আস্থা ছিল না। এ সমস্ত স্পর্দ্ধা চূর্ণ হওয়া আবশ্যক, নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু এ নিগ্রহে দেখ আমি নিধন প্রাপ্ত হই নাই, ধর্ম্মহীন কি সান্ত্বনাহীন হই নাই; আপনার নিয়তি ও আপনার স্থান আরও ভালরূপে বুঝিয়াছি; অন্যের প্রাপ্য অকাতরে অন্যকে দিয়া আমার নিজের ভার সম্পূর্ণরূপে তোমার হস্তে দিতে শিখিয়াছি। নিতান্ত একাকী না পড়িলে কি তোমার সহবাস ও সহানুভূতি এরূপ আকুলতার সহিত অন্বেষণ করিতাম, এবং লাভ করিয়া সর্ব্বদুঃখ দূর করিতে পারিতাম? মানুষের সঙ্গে কোন অযথা সম্পর্কে জড়িত হইলেই আমার মন মোহ বন্ধনে পড়ে; নিঃসঙ্গ ও নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমার কাছে যাইতে পারে না। এই জন্য এ হৃদয়ের উষর ভূমি তীব্র হলে ভগ্ন হইল; তোমার প্রচ্ছন্ন তত্ত্ব, তোমার অভিনব ইচ্ছা, তোমার নিত্য-প্রসাদ তন্মধ্যে মূলবদ্ধ হইল; ফলবান হইল; আমি অরণ্যে পড়িয়াছিলাম তাই তোমাকে নিত্যসঙ্গী রূপে পাইয়াছি; ধর্ম্মের জন্য ক্ষুধিত, তৃষিত, নিপীড়িতদিগের মধ্যে গণ্য হইয়াছি; নিষ্কাম-প্রেম-সাধনে বিরোধীদের প্রতি সদ্ভাব পোষণের

যে কঠিন তপস্যা তাহার অধিকারী হইয়াছি; তোমার দিব্যানুরাগী সন্তান, তোমার দুঃখাবনত হত সন্তান অদ্বিতীয় ঈশার অমূল্য সহানুভূতি ভোগ করিতেছি। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ, তাঁর দৃষ্টান্তের অনুকরণ অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। ঈশাতুল্য উৎপীড়ন না সহিলে ঈশা-তুল্য গভীর ধর্ম্ম-জীবন কখনই সম্ভব নহে। এই ভাগ্যহীন বঙ্গদেশে (কোন দেশেই বা নয় ?) তোমার পদানত ও অধীন হইয়া চলিলে পরিণামে কি বিষম ফল হয় তাহা বেশ বুঝিলাম ; সত্য ও নীতির জয় লাভ, অন্যায় ও অধর্ম্মের পরাজয় এ বিশ্বাস যে কি পর্য্যন্ত কঠিন তা হাড়ে হাড়ে বুঝিলাম। তাই বলিয়া কি বিশ্বাস ও শুদ্ধাচার ত্যাগ পূর্ব্বক লোকের চিত্তরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইব! ধিক্ জীবনে যদি মুহূর্ত্তের জন্য এ দুর্ম্মতি হয়। কোন লোককে বর্জ্জন করি না, যদি সকল লোকে পরিত্যাগ করে কি করিব? কোন সম্প্রদায়কে দ্বেষ করি না, যদি সকল সম্প্রদায় দ্বারা নির্ব্বাসিত হই, কি করিব? তোমার দ্বারা পরিত্যক্ত হই নাই, তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, এই আমার অসীম সন্তোষ। প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের অকল্যাণে আমার কল্যাণ হউক, এ চিন্তা আমি একদিনও পোষণ

করি নাই,—কিন্তু শাস্ত্রে বলে, ইতিহাসে দেখি, তুমি সহস্রাধিক লোকের প্রতি উপেক্ষা করিয়া একজন বিশেষ লোকের অন্বেষণে বাহির হও এবং একজনের পরিত্রাণ সুসম্পন্ন করিতে সমুদায় দৈবশক্তি নিয়োগ কর, তোমার অখণ্ড বিধিকে অতিক্রম কে করিবে? এই চিরন্তন সার ধর্ম্ম অমূল্য সামগ্রী, সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও যে আমি ইহার কণামাত্র সঞ্চয় করিলাম, ইহাতে জীবন ধন্য জ্ঞান করি, তবে সত্য সাক্ষী করিয়া আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই বিরোধ উৎপীড়নের প্রভাবে আমি এমন কতকগুলি ধর্ম্ম-বন্ধু লাভ করিয়াছি যে, তাঁহাদের সহায়তা ও আত্মীয়তা আমার জীবনের অবলম্বন বলিলেও বলিতে পারি, তাঁহাদের প্রতি হে অকিঞ্চনগতি, তুমি বিশেষ প্রসন্ন হও, তাঁহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হউক। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে ও বাহিরে যে এক প্রবল, প্রকাণ্ড, সজীব ও গতিশীল ধর্ম্মমণ্ডল ঘূর্ণায়মান দৃষ্ট হয়, তাহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছি, তাহার গুণ, শক্তি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এ জীবন মধ্যে সঞ্চারিত হইতেছে। আমাদের অবলম্বিত নূতন বিধান নামান্তরে এই বিশ্ব-ধর্ম্ম তাহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতেছি। গত বিংশতি বর্ষের প্রতিকূলতার মধ্যে ধর্ম্ম-প্রচার জন্য

তিনবার নানা মহাদেশ ভ্রমণ করিলাম, নানা গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে পারিলাম, নানা সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিলাম, এবং তোমার কৃপাতে দিন দিন বিধিমতে তোমার নিকটবর্ত্তী হইলাম। সুতরাং নিগ্রহে আমার হানি না হইয়া পরম লাভ হইল। বর্ত্তমান অবস্থা যে চিরস্থায়ী হইবে এরূপ মনে করিতে পারি না ; কিন্তু যত দিন এই অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকে চলিতে হইবে যেন তোমার এ সকল আশীর্ব্বাদ ভুলিয়া না যাই, তোমার গৌরবার্থে যেন সকল ক্লেশ সহ্য করি, এবং তোমারই আদিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারি।

পূর্ব্ব পশ্চিমের ঐক্য।

উদার ও শিক্ষাশীল হিন্দু-জাতীয় লোক বলিয়াই আমার মন এরূপ পদার্থে গঠিত হইল যে ইহাতে সহজে অন্য জাতীয় লোকের উচ্চ রীতি চরিত্র মুদ্রিত হয়। অনুকরণ করিব না ভাবি, তথাপি অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করিতে বাধ্য হই। গুণ-বিচার করিতে পারি না, কিন্তু দোষাংশ সময়ে বুঝিতে পারি, বুঝিলে পরিহার করি ;

গুণাংশ স্থায়ী হয়, এইরূপে স্বভাবের গঠন কখনই চরমদশা প্রাপ্ত হয় নাই, ক্রমাগতই চলিতেছে। এজন্য তোমার চালনায় পাশ্চাত্য প্রকৃতির মহদ্‌গুণ প্রত্যক্ষ করিলাম ও তাহার অনুশীলনে ও অনুসরণে কিয়ৎপরিমাণে সার্থক হইলাম। ইয়ুরোপীয় আদর্শে ন্যায়পরতা, সাম্য, কার্য্যদক্ষতা, মহোদ্যম, অবিশ্রান্ত উন্নতি, স্বাধীন স্বভাব ইত্যাদি গুণ বড় ভালবাসি। সর্ব্বজন মিলিয়া সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রবল ঐক্য স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবার রীতি বড় ভালবাসি। নিজ চরিত্রে পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলন সাধন করিতে নানা চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহার ফলাফল পরে প্রকাশিত হইবে। এই সামঞ্জস্যের পথ আরও প্রমুক্ত হউক।

সদনুষ্ঠান।

স্ত্রীচরিত্রের শিক্ষা, সুরুচি, সামাজিকতা, নীতি-ধর্ম্মের উন্নতির জন্য, যুবকবংশের সর্ব্ববিষয়ক হিতের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের সম্মিলন ও উদারতার জন্য, পূর্ব্বপশ্চিমের মিলনের জন্য তোমার চালনায় যাহা কিছু চেষ্টা করিলাম,

যাহা কিছু সফলতা লাভ করিলাম, কি করিলাম না, হে সর্ব্বোত্তম-সার, সে সমস্ত স্মরণ করিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ স্বীকার করি। ব্রাহ্মসমাজের নানা সদনুষ্ঠানে যোগ দিয়া আমার ধর্ম্ম-জীবন গঠিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত সর্ব্বাংশে সার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। তোমার অনুজ্ঞাত কার্য্যে আত্ম-সম্প্রদান বিনা ধর্ম্মার্থীর উচ্চ-নিয়তি কখন সার্থক হয় না।

সংযম-বিষয়ক।

ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আত্ম-নির্ব্বাণ ও সর্ব্বোচ্চ নিষ্কলঙ্ক স্বভাব হওয়া বোধ হয় এখনও স্পৃহার বিষয় হয় নাই, সুতরাং এ স্পৃহা উল্লেখে ক'জনের সহানুভূতি পাইব? এ দেশে যা কঠোর তপস্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ আমি তাহা সাধন করি নাই। কোন কোন লোক সে সাধন করেছেন দেখেছি, তার ফলাফলও দেখেছি। ইচ্ছা পূর্ব্বক অস্বাভাবিক কষ্ট বহন করিলেই মানুষ যে সংযমী নামের যোগ্য হয় তা মনে করি না। তবে ভোগ বিষয়ে চিত্ত-শৈথিল্য ধর্ম্ম-জীবনের বিরোধী, ইহা স্বীকার করি, এবং

ঊর্দ্ধ হইতে প্রেরিত যে যাতনা তাহা অকিঞ্চনভাবে বহন করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় ও মুক্তিযোগ লাভ হয় ইহাও সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি।

হে ধ্রুবজ্যোতির্ম্ময়, হে নিষ্কলঙ্ক নির্ব্বিকার, এ স্বভাবে সকল ইন্দ্রিয় সমান প্রবল তবে নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতার জন্য এত অনিবার্য্য প্রয়াস কেন দিলে? লোমকূপের ন্যায় যার চরিত্রে লক্ষ ছিদ্র, যার কৃতদোষের ও দোষের সম্ভাবনা গণনা হয় না, সে কি এ সমস্ত পাপ অতিক্রম করিয়া যেমন নির্দ্দোষ হইয়া সংসারে আসিয়াছিল, ততোধিক পবিত্র হইয়া তোমার দিব্য আলয়ে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবে? নিরাশ অন্তরে আমি যতবার এই প্রশ্ন করিয়াছি, তোমার মুখে একই উত্তর—শতবার একই উত্তর পাইয়াছি। যখন আকুল আরাধনায় প্রেম ও পুন্য সরোবরে মগ্ন হও, তখন হে আত্মন্ তোমার কি অবস্থা হয়, তখন তুমি পাপী না নিষ্পাপ, তখন তুমি স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? যখন সাধু সাধ্বীগণ নিষ্ঠাভক্তিতে তোমার চারিদিকে বসিয়া ধ্যান প্রার্থনায় শুদ্ধচিত্ত ও দেবতুল্য আকার ধারণ করেন, তাঁহাদের সহবাসে ও সংস্পর্শে তোমার অবস্থা কিরূপ হয়—অপবিত্র না পবিত্র,

স্বর্গীয় না সাংসারিক? ইহা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে সে অবস্থায় আদর্শ জীবন লাভ করি, সত্যমুক্তি সম্ভোগ করি। কিন্তু এ সাময়িক অবস্থাকে নিত্য অবস্থায় পরিণত করিবার জন্য যে সাধন তাহাই কঠিন, প্রায় অসাধ্য। সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয় ও তজ্জনিত উত্তেজনাকে যে ব্যক্তি একেবারে পরাজয় করিতে যায় সে একটীকেও আয়ত্ত করিতে পারে না। প্রতিজনের অন্তরে একটী কি দুইটী বিশেষ প্রবৃত্তি প্রবল। প্রথমতঃ তাহাকে আক্রমণ করিবে; সেই প্রবলকে অবলম্বন করিয়া নানা অপ্রবল প্রবৃত্তি রাজত্ব করে। কারণ রিপুপ্রবৃত্তি বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন নহে, মূলে একই পদার্থ। তাহাকে ত্রিগুণ-জড়িত প্রকৃতিই বলি, মায়া মোহ অবিদ্যাই বলি, প্রলোভন পাপই বলি মূলে একই কথা। এই বিচিত্র অখণ্ড মানব প্রকৃতি নানা অবস্থায় নানা রিপু প্রবৃত্তি নামে উক্ত হয়, এবং দুই একটী বিশেষ পাপ ও পাপের জাগ্রৎ সম্ভাবনারূপে চরিত্র মধ্যে কার্য্য করে। যে রাগী, তম-প্রধান, অভিমানী ও অবোধ, সে উত্তেজিত হইলে অবকাশ ও অবস্থা অনুসারে কখনও বিদ্বেষী, বা কুটিল, বা দৌরাত্ম্যকারী, বা যাথার্থ্যবিহীন হইবেই হইবে! সে

যদি শান্ত, অক্রোধ হইয়া আত্ম-গরিমাকে খর্ব্ব করে, অন্ততঃ বাহিরে চাপিয়া চলে, তবে সেই সঙ্গে অন্য প্রকার শত দোষকে দমন করিতে পারিবে। কিন্তু যাহা দমন করা প্রয়োজন তাহা ভুলিয়া গিয়া, যাহা অপ্রয়োজন, কি তত প্রয়োজন নয় তাহা জয় করিবার চেষ্টায় যদি সে বলক্ষয় করে, তার কি গুরুতর কি লঘুতর কোন রিপুই সংযত হয় না। যে বিলাসী, দৈহিক ভোগের দাস, যে সাংসারিক উন্নতিকে ধর্ম্মোন্নতি অপেক্ষা গুরুতর মনে করে, সে কবে কোন প্রবল লোভে পড়িয়া পশ্বাচার করিতে প্রবৃত্ত হইবে তার ঠিক কি? তার পক্ষে সামান্য সাদাসিধে আচার ব্যবহার ইহাই বিধি। হে মহাপ্রকৃতি, তুমি ভিন্ন ভিন্ন রিপুকে এক সূত্রে আবদ্ধ করিযাছ, একটী বিশেষ রিপুর অন্তর্গত করিয়াছ; সেই বিশেষকে ছেদন করিলে আর আর অনেকগুলি অসৎপ্রবৃত্তিকে ছেদন করা হয়। এক দুর্দ্দান্ত "মার"কে বধ করিয়া সিদ্ধার্থ সকল রিপুর উপর জয় লাভ করিলেন। অদীর্ঘ তপস্যান্তে এক দুরন্ত "সয়তান"কে বিমুখ করিয়া ঈশা সমস্ত প্রলোভনকে জয় করিলেন। কিন্তু পরমার্থদর্শী লোক ইহাও বুঝিতে পারেন যে তোমা রচিত কোন রিপু প্রবৃত্তি মূলে

পাপজনক নহে; কেবল যখন মানুষ তাহা লইয়া আত্ম-চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়। আমি সেই প্রকাণ্ড আত্ম-সংহারব্রত কেবল স্বীয় বলে প্রতিনিয়ত পালন করিতে পারি নাই। কিন্তু তবে কেন তোমা হইতে বারংবার এই নিশ্চয় অঙ্গীকার শুনি যে মরণের পূর্ব্বে আমি সকল ইন্দ্রিয়কে জয় করিবই করিব। নিরপরাধী হইয়া তোমার সংসারে এসেছিলাম; কেবল নিরপরাধকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ মনে করি না; তোমার দিব্য সন্তান ঈশা তুল্য বিজেতা হইয়া স্বধামে চলিয়া যাইব। তোমার দ্বারে সম্পূর্ণ শুদ্ধ-চরিত্রতা অন্বেষণ করিয়া শ্রান্ত ও অক্ষম হইয়াছিলাম; কিন্তু পরিশেষে তোমা দত্ত প্রেম শক্তি লাভ করিয়া সে অপূর্ণতা পূর্ণ হইতেছে, সে পুণ্যস্পৃহা চরিতার্থ হইতেছে।

দুর্ভাগ্যের শাসন।

হে সন্তাপহারী, একবার এই জীবনের দুঃখ দুর্ভাগ্য-তত্ত্ব তোমার সমক্ষে অলোচনা করি। আমার স্বভাব দৃঢ় সহিষ্ণু নয়, অল্প ক্লেশে ম্রিয়মান হইয়া পড়ে। কিন্তু

তোমার হস্তে কি ঋজু কি উগ্র কোন স্বভাবেরই নিস্তার নাই, যাহার যে নিয়তি তাহাকে তদুপযুক্ত গুণ ও যোগ্যতা না দিয়া ছাড় না। তোমার শিক্ষা ও শাসন বড় তীব্র, কিন্তু তাহা গ্রহণ করিলে তোমার অধীন জন মারা যায় না, মহাকষ্টের মধ্য দিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিপক্ক হয়, রাজসিক স্বভাব ঘুচিয়া সাত্বিকতা লাভ হয়। আমি তার সাক্ষী। অসাধ্য রোগে বহুকালাবধি আমার শরীর শুষ্ক হইল, দারুণ সাংসারিক অভাবে বারম্বার উৎকণ্ঠিত হইলাম, দুর্দমনীয় প্রবৃত্তির গ্লানিতে, বিবেকের তাড়নাতে কতবার ম্লান হইলাম; আত্মীয়গণের অসহানুভূতি, তাচ্ছিল্য ও নির্যাতনে কতবার অস্থির অবসন্ন সর্ব্বস্বান্ত-প্রায় হইলাম; আপনার ভাবনায় পরের ভাবনায় কতই ভারাক্রান্ত হইলাম। দুঃখ কাহাকে বলে তাহা বিলক্ষণ জানিলাম। কিন্তু হে অন্তর্যামী, বল এই সন্তাপে কি আমি তোমা হইতে দূরীকৃত হইয়াছি না আরও তোমার শান্তি-ক্রোড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি? আমার নানা অগুণ আমি জানি। এই ধুলিকণা, কীটকণাকে কি তোমার প্রবেশ মন্দিরের দ্বার হইতে ঝাঁটা দিয়া জঞ্জালের মত ফেলিয়া দিলে, না একটী অমূল্য অলঙ্কারের ন্যায়, নয়ন-

রঞ্জন প্রিয় সন্তানের ন্যায়, নিজ বক্ষে তুলিয়া লইলে? জীবনের কোন কোন অংশ স্বকৃত দোষের জন্য, অস্পষ্ট অনিবার্য্য দৈব ঘটনার জন্য অমিশ্রিত দুঃখে আচ্ছন্ন। কিন্তু যতই তোমার দিকে তাকাইয়া এই দুঃখভার বহন করিলাম, ততই বহন করিবার অধিক সামর্থ্য পাইলাম; তুমি এমন দুঃখ দিলে না যার যোগ্য বহন শক্তি পূর্ব্ব হইতে দাও নাই। পিতা, সর্ব্বমঙ্গলময়, তোমার দেওয়া সহ্য শক্তি গুণে, তোমার অব্যর্থ সান্ত্বনা গুণে, আমার দুঃখভার লঘু হইয়াছে এমন কি কতকদূর পর্য্যন্ত স্বর্গীয় সুখে পরিণত হইয়াছে, এ দুঃখ দুর্ভাগ্য আগুনে আমি অনেক পাপ ও স্বার্থ বুদ্ধি দগ্ধ করিয়াছি, অনেক ক্রোধ অভিমান ভস্ম হইয়াছে; অনেক দীনতা অকিঞ্চনতা উপার্জ্জন করিয়াছি, তোমার দুর্লভ পদাশ্রয় লাভ করিয়াছি। তোমার সহানুভূতি পাইলে কি না সহ্য হয়, কোন্ দুরবস্থায় না স্বর্গীয় প্রকৃতি লাভ হয়? তোমার ইচ্ছা পালনের জন্য যিনি এবং যাঁহারা এত নিগ্রহ পাইলেন, আমাকে হয়ত কখনও পাইতে হইবে না; তোমার বন্ধুতায় আজ তাঁহারা আমার বন্ধু। হে বিধাতা, তোমার এই দুঃখ বিধিকে মস্তকে তুলিয়া লই, আজ আমি দুঃখী

নই পরম সুখী—পদবিহীন ও কর্ত্তৃত্ববিহীন হইয়া, নির্ধন ও নির্ব্বান্ধব হইয়া, অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ হইয়া, আজ আমি পরম সুখী। অধীনের শত কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর।

দারুণ আক্ষেপ।

এ স্বভাবে কি আছে জানি না যে জন্য অন্তরের মধ্যে সর্ব্বদাই একটা প্রচ্ছন্ন আক্ষেপ অনুভব করি। কখনও ইহা ঘন অন্ধকার, কখনও মৃদু অবসাদ; অবস্থা ও সময়-ভেদে ইহা নানা আকার ধারণ করে। কেবল দেহ-বৈগুণ্য হেতু যে ইহা নয়, এবং সাংসারিক অভাব হেতুও নয় তা খুব জানি। আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি এ সমাজে কয় জন আছে? "আমি বপন করিলাম না, শস্য সংগ্রহ করিলাম, বয়ন করিলাম না, পরিধান করিলাম, উপার্জ্জন করিলাম না, ব্যয় করিলাম," পার্থিব ও অপার্থিব বিষয়ে ঠিক যেন আমি বিধাতার বিশেষ প্রিয় পাত্র। এ জন্য আমার অহঙ্কার নাই, অগাধ কৃতজ্ঞতা, তবে এ নিগূঢ় বিষাদ কোথা হইতে? অন্যান্য রসের সঙ্গে নির্ম্মাতা স্বভাবকে বিষাদ রসে রচনা করিয়াছেন—

অনুতাপ, দীনতা, সমদুঃখ, চিরদিন অনুভব করিলাম, চিরদিন অনুভব করিব; শান্তিদাতা পরমেশ্বরের সমক্ষে আপনার জন্য অন্যের জন্য আমার ক্রন্দন কখনও ফুরাইবে না, তত্রাপি একবার ভাবিয়া দেখা উচিত কি বিশেষ কারণে এই আক্ষেপ। যদি আমি নিজে নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক হইতাম তাহাতে কি পূর্ণ তৃপ্তি পাইতাম? কখনই না। নিজের পরিত্রাণ ও ভাবি পূর্ণতা বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, কিন্তু সে চিন্তায় স্বর্গভোগ আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি এ সমাজের দশা এরূপ রহিল, ধর্ম্মের নামে অসত্য প্রচলিত রহিল. সরলতায় কপটতায় ভেদ না রহিল, লোকেরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা ঘোর প্রলোভনের মধ্যে বাস করিতে লাগিল, প্রগাঢ় ধর্ম্মজীবন উচ্চ অমিশ্রিত নীতি, সার সর্ব্বোচ্চ জীবন আদর্শ গ্রহণ না করিলে, আমি নিজে ভালই হই আর মন্দই হই আমার দুঃখ ঘুচিবে না, যদি ব্রাহ্মসমাজ নরকগামী হইল, আমি স্বার্থপূর্ণ স্বর্গ গমনে সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক আদর্শ অপূর্ণ তাতে আমার কি? কিন্তু এই ভারতে কি তাবৎ জগতে যদি ব্রিটিশ চরিত্র কলুষিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তাতে আমি মনে মনে এত

অসুখী হই যে বলিতে পারি না। জাপান ক্ষুদ্র স্থান, রুষিয়া সাম্রাজ্যের ন্যায় বৃহদ্ব্যাপার আর কি আছে? কিন্তু এই রুষ-জাপান সংগ্রামে আমার মন কত ব্যথিত আতঙ্কিত আমি কি বলিব? সে দিন ইউরোপীয় জাতিদের সঙ্গে চীন দেশের কি ভীষণ শত্রুতায় লক্ষ লক্ষ লোকের রক্তপাত হইল! ইহাতে ইউরোপীয়দের ক্ষতি কি? কিন্তু আমার মনের বিষাদ গভীর। কি জন্য বিষাদ? এই জন্য যে এ সকল দৌরাত্মে ইউরোপীয় উচ্চ নীতি আমার চক্ষে হীন হইয়া যায়; ঈশার ধর্ম্ম ও মহান্ আদর্শ বিফল হয়; আত্মম্ভরিতা ও নিজ প্রতিপত্তির প্রবল স্পৃহা জগতে চিরস্থায়ী হয়। এ অবস্থা হইতে নিষ্কৃতির পথ কেবল এক মাত্র যোগধর্ম্ম; যখন, হে মঙ্গলময়, তোমার সঙ্গে পূর্ণ মিলন হয় তখন আর কিছু মনে থাকে না। তখন তোমার ইচ্ছা ও অভিপ্রায়, তোমার মঙ্গলমূর্ত্তি ও সর্ব্বশক্তি সকল সন্দেহ হরণ করে, সকল আক্ষেপ নিবারণ করে। এই বিশ্বাস ও এই সাহসে বুক বাঁধিয়া জীবনভার সহ্য করিতেছি।

ইন্‌টর্‌প্রেটর পত্রিকা।

নানা প্রকার বাহিরের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর মধ্যে আমাদের এই নিগূঢ় ধর্ম্মের আভ্যন্তরিক ভাব আচ্ছন্ন হইয়া যায়। তাহা নিবারণ করিবার ইচ্ছায় এবং সরল গভীর সত্যকে অক্ষুন্ন রাখিবার ইচ্ছায় এই "ইন্‌টর্‌প্রেটর" পত্রিকা প্রকাশ করি। অসাম্প্রদায়িকতা ও সমদর্শন ইহার বিশেষ উদ্দেশ্য, আদি সমাজ, সাধারণ সমাজ ও নববিধান মণ্ডলী এ তিনের মধ্যে একটীকেও শক্রুতার চক্ষে দেখি নাই, তবে একান্ত কর্ত্তব্য বোধে সময়ে সময়ে কোন কোন বিষয়ের বিচার ও সমালোচনা করিয়াছি। কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন তদ্‌বহির্ভূত অন্যান্য সম্প্রদায়ের উচ্চ শিক্ষা যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করিয়াছি। খৃষ্টীয়ান কি হিন্দু কেহই বলিতে পারিবেন না "ইন্‌টর্‌প্রেটর" তাঁহাদের প্রতি অনুদার কি অন্যায়পর। যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে তেমনি সামাজিক ও রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে যার সঙ্গে ধর্ম্ম কি নীতির কোন যোগ আছে তদ্বিষয়ক সার কথা যথাশক্তি প্রকাশ করিয়াছি। নিগূঢ় বিষয়ের সহজ মীমাংসা ইহাই লক্ষ্য ছিল, সকল শ্রেনীস্থ সাধু-

লোকের গুণগ্রহণ, সর্ব্ব প্রকার ধর্ম্মশ্রী, তাহারই প্রশংসা ও অনুকরণ ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। ন্যায়বান্ নিরপেক্ষ বিধাতার হস্তের যন্ত্র হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, নিজের প্রতিপত্তির ও দল পুষ্টির চেষ্টা করি নাই। অনেক লোক যে এই "ইন্‌টর্‌প্রেটর" পাঠ করিয়াছেন, কি ইহার অনুরাগী হইয়াছেন এমন বলিতে পারি না, অনেক লোক যাঁহাদের সহায়তার উপর আমার অধিকার ছিল তাঁহারা যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন এমনও বলিতে পারি না, তবে কতকগুলি পরম বন্ধু যে অযাচিত ও অপ্রত্যাশিত পরিমাণে আমাকে সহায়তা করিলেন ইহা শতবার স্বীকার করি। ইঁহারা যে কেবল আমার স্বজাতীয় ও স্বধর্ম্মাবলম্বী লোক এমত নহে, বাঙ্গালী, ইংরাজ, খৃষ্টীয়ান, হিন্দু, ব্রাহ্ম, বিবিধ প্রকারে অগ্রবর্ত্তী ধর্ম্মার্থী লোক আমার সহায় ও সাহায্যদাতা। ইহাতেই আমি আপনাকে পরম পরিতুষ্ট ও পুরস্কৃত মনে করি। যেমন জীবনের অন্যান্য প্রকার কার্য্যে অন্তরাত্মার প্রেরণাই আমার আলোক এ বিষয়েও সেইরূপ, কেবল নিজ জীবনের উচ্চ আদর্শ সুসম্পন্ন করিবার জন্য "ইন্‌টর্‌প্রেটর" পত্রিকা প্রকাশ করিলাম, ভগবান্ ও পাঠকমণ্ডলী ইহার শত ত্রুটি ও বিশৃঙ্খলা মার্জ্জনা করুন।

উত্তেজনা, উত্তাপ।

পিতৃ মাতৃ উভয় কুল হইতে উত্তপ্ত স্বভাব আমার মধ্যে প্রবল। অন্যান্য গুণ অগুণের সঙ্গে ইহা জড়িত রহিয়াছে, মনে করিলেই ইহাকে উৎপাটন করিতে পারি না। এ দেশে ধীর, অক্রোধী অকিঞ্চন স্বভাবের এত প্রশংসা যে আমি সেই সকল গুণের অনুরাগী সাধক না হইয়াও থাকিতে পারিলাম না। অতএব আমি স্বাভাবিক উত্তেজনার নিত্য সংযম স্বীকার করিয়াও তাহার নির্ব্বান স্বাকার করিতে পারি না। মানুষের নিজের মানহানি, স্বার্থহানি, পদহানি এমন কি প্রাণহানি হেতু ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত না হওয়াই ভাল। কিন্তু জনসমাজের নীতি ও ধর্ম্মহানি নিবারণের জন্য বিরক্ত ও উত্তেজিত হইবার তাহার অধিকার আছে, এবং যাহাতে দুষ্কৃতি বিনাশ হয় তজ্জন্য শত প্রকার উত্তপ্ত চেষ্টা ও সংগ্রাম করাই তাহার গুরুতর কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম অধর্ম্ম যার কাছে সমান, ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক যার কাছে সমান, কপট সরলের বিচার ও প্রভেদ নাই,—সকলেরই প্রতি অনুকূল ব্যবহার সে আমার নিকট কখনই আদর্শ পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে

পারে না! স্বয়ং পবিত্র পরমেশ্বর সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করেন না। তিনি সকলকেই প্রেম করেন বটে এবং সকলেরই মঙ্গল সাধন করেন, কিন্তু সেই প্রেম মঙ্গলের আকার পাত্রভেদে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কোথাও তীব্র, কোথাও মিষ্ট, কোথাও অগ্নিসমান তপ্ত, কোথাও পুষ্প চন্দনের ন্যায় শীতল। সাধকদিগের ব্যবহারও সেইরূপ হইবে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যে নিজ ক্রোধ হিংসাকে চরিতার্থ করে সে কখন সাধক বলিয়া গণিত হইতে পারে না, কিন্তু যে ব্যক্তি অন্তরাত্মাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিদিন আপনার ক্রোধ কুভাবকে দমন করিতে প্রাণগত চেষ্টা করিতেছে, ভাল মন্দ সকল লোকের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, সে যদি ধর্ম্মের সংস্থাপনের জন্য, অধর্ম্মের বিনাশের জন্য, জীবের ত্রাণের জন্য সময়ে সময়ে রুষ্ট হয়, অসদাচারের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে কখনও অননুকরণীয় নহে, বরং তাহার ধর্ম্মসিদ্ধি আরও সম্পূর্ণ হয়। বহু দিনাবধি আমি এই আদর্শের অনুরাগী হইয়াছি। ইহাতে নিজের লাভ ক্ষতি গণনা করি নাই, লোকের হিত ইহাই অন্বেষণ করিয়াছি। মঙ্গল-ময় আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করুন।

রোগবিষয়ক।

দেহ ধারণে রোগ অনিবার্য্য। ইহাতে যাতনা, ভয়, অবসাদ, সম্ভবতঃ মরণ তাহাই বা কে নিবারণ করে? চিকিৎসা শাস্ত্র মানি বটে, কিন্তু কোন গভীর রোগ চিকিৎসাসাধ্য ইহা মনে করি না। ইহাতে যতটা উপকার হয় তাই ভাল। আত্মার গুণে, পরমাত্মার শক্তিতে রুগ্ন দেহ ধর্ম্মজীবনের সহায় হইয়া থাকে, কত সময়ে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। সপ্রেম বিশ্বাস, প্রাণগত নির্ভর, সতত আত্মনিবেদন ইহা কেবল আত্মার ঔষধ নয়, দেহেরও ঔষধ। প্রাণরূপী ভগবানের অন্তর্নিয়মী মহাপ্রকৃতি তুল্য ধন্বন্তরি কে আছে? নিগূঢ়ভাবে সেই আদ্যাশক্তি মানব প্রকৃতি মধ্যে বসবাস করিয়া আমাকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন, স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু বিধান করেন, নানা বিধিভঙ্গ সত্বেও ক্রমাগত এই রক্ত মাংসের মন্দিরকে সংস্করণ ও পুনর্গঠন করেন—এ সমস্ত আমার পক্ষে পরমাশ্চর্য্য চিন্তা। যদি তাঁর মনোনীত কাজের জন্য দেহ ধারণ করা হয়, তবে সেই কাজ সমাপন পর্য্যন্ত ইহা রক্ষিত হইবে। এই

চব্বিশ পঁচিশ বৎসর আমি অসাধ্য রোগে আক্রান্ত, ইহা ক্রমে ক্রমে গুরুতর হইতেছে। এত দিন যে জীবিত থাকিব ইহা আশা করি নাই। এ রোগে মানসিক সর্ব্ব-প্রকার পরিশ্রম বিশেষ নিষেধ, সর্ব্বপ্রকার ঘটনা যাহাতে শরীর কি মন উত্তেজিত হয় তাহা পরিহার্য্য। এই মহারোগ মস্তকে বহন করিয়া কার গুণে আমি এত দিন সংসারে বাঁচিয়া থাকিলাম? এই পঁচিশ বৎসর আমি যত পরিশ্রম করিয়াছি, দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, রচনা ও বক্তৃতা করিয়াছি, যত নিগ্রহ দৌরাত্ম্য সহিয়াছি এরূপ জীবনে আর কখনও করি নাই; তবে বাঁচিয়া আছি কার আশীর্ব্বাদে? এখন আমি পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া এই সাক্ষ্য দিতেছি যে যদি কেহ আপনার উচ্চ নিয়তিতে আন্তরিক বিশ্বাস করে ও জীবন মূলে প্রতিষ্ঠিত যে পরাপ্রকৃতি তদাজ্ঞনুসারে নির্ভয়ে আপনার অবলম্বিত ব্রত পালন করে, বিবেকী ও সংযতস্বভাব হইয়া যথাজ্ঞান ও যথাসম্ভব প্রত্যেক শারীরিক ও নৈতিক নিয়ম সাবধানে পালন করিয়া চলে, হে মঙ্গলময়, তুমি তাহাকে এতটুকু আরোগ্য ও অবকাশ দাও যে তদ্দ্বারা সে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারে। তুমি জান আমি

সকল সময় শারীরিক বিধি রক্ষা করিয়া চলিতে না পারায় এই রোগে প্রথম আক্রান্ত হই, সকল সময়ে সমানরূপে দেহ রক্ষা করিতে পারি নাই। যেখানে শারীরিক বিধি কি সাংসারিক ব্যবস্থা নৈতিক ও পারমার্থিক উচ্চবিধির বিরোধী হয়, সেখানে আমি অসঙ্কোচে নিম্ন বিধি লঙ্ঘন করি ও উচ্চ বিধি পালন করি। কিন্তু সাধারণতঃ স্বাস্থ্যের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পালন করিতে চেষ্টা করি। কি শ্রমে, কি বিশ্রামে, কি আহারে, আচ্ছাদনে, কি ভ্রমণ বিহারে, কি অপরাপর বিষয়ে এই প্রণালী অনুসারে চলিয়া থাকি। শারীরিক জীবন মানুষের অন্যান্য সম্বলের ন্যায় সদ্ব্যয়-শূন্য কৃপণের মত কেবল সঞ্চয় করিতে গেলে দুর্গতি লাভ হয়; কিন্তু যোগ্য বিষয়ে ব্যবহার ও ব্যয় করিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একদিন জীবন শেষ হইবেই হইবে; যতদিন আয়ত্তে আছে এই শারীরিক জীবনকে উচ্চ জীবন রক্ষার ও সঞ্চয়ের জন্য ব্যয় ও ক্ষয় করাই ভাল। বহু চেষ্টা করিলে হয়ত দীর্ঘায়ু হইতে পারা যায়, কিন্তু পরমায়ু বৃদ্ধি হইলেও জীবনের মহান নিয়তি কি সুখভোগের স্পৃহা সার্থক হয় না। এজন্য যত দিন জীবিত থাকা আবশ্যক ততদিন পৃথিবীতে

থাকিলাম, এখন প্রাণদাতার হস্তে প্রাণ সমর্পণ করিয়া আহ্বান প্রতীক্ষা করিতেছি। যাঁহাদের, বিশেষতঃ একজন যাঁহার অকাতর সেবাতে প্রাণরক্ষা হইল, হে বিধাতা, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি ও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও।

ধর্ম্মাত্মাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধ

অধ্যাত্মধর্ম্মের প্রার্থী হইয়া কি কোন দেশীয়, বিশেষতঃ এ দেশীয় কোন দেবাত্মা সিদ্ধপুরুষদিগের প্রতি অনাদর করিব? বিধিমতে চেষ্টা সাধনে কি তাঁহাদের সহবাসের যোগ্য হইব না? তাঁদের সঙ্গ বিনা কোন্ সঙ্গ করিয়া আমি উদ্ধার হইব? তাঁহারাই আমার পূজ্য পিতৃপুরুষ, আমার সগোত্র স্বজাতী, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও সহানুভূতি আমার প্রধান সান্ত্বনা, তাঁহাদের প্রোজ্জ্বল পদ-চিহ্নিত পথে প্রদর্শিত নিয়তি পূর্ণ করিতে বাহির হইয়াছি। তুমি যদি ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্যকে বঙ্গদেশে না পাঠাইতে, আমাদের দৈনিক ও সামাজিক পূজা, প্রার্থনা, আমাদের প্রমত্ত সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন কখনই এমন

মধুর ও কার্য্যকারী হইত না। তুমি যদি সম্বুদ্ধ সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহকে এদেশে না পাঠাইতে কখনই ধ্যান সমাধি, তীক্ষ্ণ সর্ব্বভেদী ধর্ম্মবুদ্ধি, সর্ব্বজীবে উদার প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও মহানির্ব্বাণ, আমাদের হিন্দুপ্রকৃতিকে এরূপ আকুল ও আর্দ্র করিত না। উপনিষদ্ ও গীতা প্রণেতা মহর্ষিদিগের শিক্ষা সহায়তা বিনা কি ব্রাহ্মধর্ম্ম রচিত হইতে পারিত, না হে পরব্রহ্ম, আমি তোমার এই অগ্নিময়, আত্মাময়, সর্ব্বময় সত্তা বুঝিতে পারিতাম? তেমনি মহাবিশ্বাসী শিখধর্ম্ম প্রণেতাগণ, তেমনি ধর্ম্মবীর প্রতিভাশালী মহম্মদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী মুসলমান আচার্য্যগণ, ভাবুক রসজ্ঞ সুফীগণ ও নানাপ্রকার ইহুদী ও খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়গণ ইহাঁরা আমার পরম বন্ধু, চিরন্তন নেতা, উদ্যত দৃষ্টান্ত। ইহাঁদের জীবন চরিত্র আলোচনায় ও চিন্তায় আমার অনিবার্য্য সাধ ও উৎসাহ। ইহাঁদিগের ধর্ম্মবার্ত্তা না পাইলে আমি কখনই তোমার সারবার্ত্তা পাইতাম না; ধর্ম্মবিদ্বেষ কুসংস্কার ও অপকৃষ্ট সঙ্কীর্ণতা হইতে বাঁচিতাম না। ইহাঁদের জীবন, চরিত্র ও প্রতিভা তোমারই পূর্ণ স্বভাবের অংশ আবির্ভাব। ইহাঁরা সকলেই আমার বন্দনীয়, কেবল বুদ্ধিগত ধর্ম্মসমষ্টি সম্পন্ন করিবার জন্য নয়, কিন্তু ধর্ম্ম-

জীবন পরিপক্ক করিবার জন্য আদরণীয়। এই সকল মহাপুরুষদিগকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা করি না, কে বড় কে ছোট তাহার বিচার করি না, তাঁহাদের অযথা সংস্কার কি আকস্মিক ভ্রান্তি আমার আলোচ্য নহে। সকলকে আদর ও ভক্তি করি; তবে সকলকে সমান পরিমাণে নহে। সকলের সঙ্গে অধ্যাত্মযোগে মিলিত হইবার জন্য প্রয়াস করি, সকলকে তোমার সাক্ষী, তোমার দ্বারা প্রেরিত মনে করি। কিন্তু সকলে সমানরূপে সাধনের আদর্শ নহেন, অনেক তারতম্য আছে। তাঁহাদের মিলন ও সমষ্টি এক অখণ্ড আদর্শরূপে উপলব্ধি করি। ধর্ম্মার্থী-দিগের সঙ্গে জীবন্ত সম্বন্ধ বিনা ধর্ম্মশাস্ত্রের সামান্য মূল্য, ও ধর্ম্মোন্নতি অসম্ভব। আমার নিজের জীবনের হীনতা অক্ষমতার প্রতিকার জন্য তুমি এই দেবাত্মাসহবাসকে সোপানরূপে রচনা করিলে, তাঁহাদিগকে আবার ঈশা-চরিত্রে একীভূত করিলে, এবং সর্ব্বোচ্চ শিখর দেশে, হে একমেবাদ্বিতীয়ং, তোমার সর্ব্বময় সিংহাসন সংস্থাপন করিলে। তোমাকে লাভ করিলে সকল রহস্য বুঝিতে পারি, তোমাহীন হইলে সকলই বৃথা! সত্যস্বরূপ নারায়ণ, নরপতি, তুমিই ধন্য, ধন্য তুমি!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার ধর্ম্মজীবনের প্রকৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে না যদি আত্মোন্নতির প্রথম অবস্থাতে মহাত্মা দেবেন্দ্র-নাথের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত কৃতজ্ঞভাবে স্বীকার না করি। যৌবনের পূর্ণ উৎসাহ লইয়া আমি স্বর্গীয় কেশব চন্দ্রের সঙ্গে প্রধান আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের গৃহে প্রবেশ করি। তখন এই নানা সমাজ ও নানা দল কোথায় ছিল, তখন এই মতভেদ বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব কোথায় ছিল? সন্তান নির্ব্বি-শেষে তিনি আমাদিগকে হস্ত ধরিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁর গভীর প্রোজ্জ্বল প্রকৃতি হইতে কত নূতন সত্য শিখাইলেন, কত সহানুভূতি বর্ষণ করিলেন, কত নূতন পথ খুলিয়া দিলেন। তাঁর সেই সুদীর্ঘ সৌম্য মূর্ত্তি, গম্ভীর সুমিষ্ট স্বর, অগ্নিময় উপদেশ, অবিশ্রান্ত সদ্ভাব ও সচ্চেষ্টা কখনই ভুলিব না। সে সময় তাঁর তাবৎ কথা বুঝিতাম না বটে, কিন্তু তাঁহাকে অন্য কোন দিব্য লোক হইতে অবতীর্ণ বলিয়া মনে হইত, তাহা বুদ্ধিতে ধারণা হইত না, বিশ্বাস ভক্তিতে ধারণা হইত, তাঁর প্রতি এমন এক প্রকার প্রগাঢ় সম্বন্ধে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, যাহা অন্য

আর কাহারও সঙ্গে হয় নাই। তখনকার ধর্ম্মজীবনে ইহা এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থা। তিনি যা কিছু বলিতেন তাই ভাল লাগিত, যা কিছু করিতেন তাই করিতে ইচ্ছা হইত। ধর্ম্মসমাজে প্রথম প্রবেশে ও নূতন ধর্ম্ম গ্রহণে যে কি অদ্ভুত আস্বাদন হইয়া থাকে তাহার প্রথম অনুভূতি হইল। অজ্ঞাতসারে তিনি আমার জীবন গঠন করিতে লাগিলেন। বহুকাল অবধি আমার ধারণা, এ বিষয়ে কেশবচন্দ্রও সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, যে মহর্ষি দেবেন্দ্রের সঙ্গে আমার একটা স্বাভাবিক সাদৃশ্য অছে। রুচি, ভাব ও আত্মার প্রকৃতিমূলক এই সাদৃশ্য, কেশব চন্দ্রের সঙ্গে তেমন অনুভব করি নাই। বাহ্যসৃষ্টির প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ, ধ্যান চিন্তায় আন্তরিক প্রবৃত্তি, সতত নির্জ্জনতা ও ঐকান্তিকতার অন্বেষণ, সমোষ্ণ সরস ও সমুৎসাহিত ভাবোচ্ছ্বাস, এতাদৃশ বিষয়ে তাঁর সঙ্গে একটা বিশেষ নৈকট্য বুঝিতে পারি, কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাঁর স্বভাবে আরও কত মহদ্‌গুণ আছে যার কোন সাদৃশ্য আমার মধ্যে পাই না। সে সময়ে আমরা যেমন তাঁর অনুগত ও অনুরাগী ছিলাম এমন আর কেহ ছিল না। তিনি আমাদিগকে "ব্রহ্মানন্দী দল" বলিয়া আদর

করিতেন, ও ভবিষ্যতের জন্য আমাদের উপর অনেক আশা বিশ্বাস স্থাপন করিতেন। পরমাত্মার নিগূঢ় অভিপ্রায়ে তাঁর সে আশা ইচ্ছানুরূপ পূর্ণ হইল না। এখনও অনেক ব্রাহ্ম তাঁর অনুগত ও বিশ্বাসভাজন রহিয়াছেন, কিন্তু নানা কারণে আমাদের সঙ্গে সে পূর্ব্ব সম্বন্ধ শিথিল হইয়াছে। যাহাই হউক মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের নিকট চিরদিন ঋণী থাকিব। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা ও পুনঃ সঙ্গঠনের জন্য, এ সমাজকে বৈদান্তিকতা হইতে মুক্ত করিয়া সার সনাতন ধর্ম্মের আকার ও মতাদি প্রদান করিবার জন্য, দেশীয় শাস্ত্র হইতে একেশ্বর-তত্ত্ব সংগ্রহ করিবার জন্য সাধারণ ব্রহ্মোপাসনার সূত্রপাত ও উন্নতি সাধন করিবার জন্য, জ্ঞান-প্রধান ধর্ম্মকে প্রেম-প্রধান ধর্ম্মে পরিণত করিবার জন্য, সাংসারিক আদিষ্ট কর্ত্তব্যের সঙ্গে গভীর ধর্ম্ম সাধনের ঐক্য স্থাপন করিবার জন্য, ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদি পারিবারিক অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন জন্য, তোমাকে সাক্ষী করিয়া, হে গুরুর গুরু পরম গুরু পরমেশ্বর, ইহা সর্ব্বান্তঃ-করণে স্বীকার করি যে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর আমার

প্রথম গুরু ও প্রথম নেতা, তিনি তোমারই দ্বারা আদিষ্ট তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত। তাঁর আদর্শ এখন আর আমার আদর্শ নয়, নানা প্রকার মতাদি, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি বিষয়ে, বিশেষতঃ এই যুগধর্ম্ম বিধান ও ইহার মহা সমন্বয় বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ও তাঁর শিক্ষা আর এখন গ্রহণ করিতে পারি না; কিন্তু তিনি তোমার দ্বারা অনু-প্রাণিত হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখালেন, যে সকল মহোন্নত ভাব সম্ভোগ করিলেন ও প্রচার করিলেন, তাহা ব্যতীত এ ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান উন্নতি কখনই সম্ভব হইত না।

ব্রাহ্ম সমাজের অপরাপর শিক্ষক।

আমাদের এই অভিনব ধর্ম্ম-সমাজের উন্নতি কোন একজন বিশেষ শিক্ষকের চেষ্টায় সংসিদ্ধ হয় নাই। রাজা রাম মোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্র, আচার্য্য কেশব আমাদের প্রগাঢ় ভক্তির পাত্র বটে, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যদি অন্যান্য সাধক ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি পরিশ্রম না করিতেন কখনই আমাদের বর্ত্তমান উন্নতি সম্ভব হইত না। নাম

ধরিয়া এই সকল মহাত্মাদিগের উল্লেখ করিব না, কিন্তু একথা বলিব, তাঁরা এক সমাজে কি এক দেশে আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা ভারতবাসী ও অন্যান্য দেশবাসী, অন্যান্য জাতীয় লোক। এরূপ নানা শিক্ষক ও বন্ধু আমাদিগকে গভীর সত্য শিক্ষা দিয়াছেন, আমাদের গভীর সন্দেহ মোচন করিয়াছেন, নীতি ও চরিত্র বিষয়ে আমাদের দৃষ্টান্তস্থল হইয়াছেন, সময়ে সময়ে সহানুভূতি দ্বারা আমাদিগকে উপকৃত ও উৎসাহিত করিয়াছেন, অর্থ সাহায্যে আমাদের বহু প্রকার কার্য্যকে সার্থক করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্তা হউন, ধর্ম্মপ্রচারক হউন, আচার্য্য হউন, অনুবাদক হউন, সংস্কৃত কি অন্যান্য শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হউন, তাঁরা গায়ক কি সঙ্গীত-রচয়িতা হউন, স্ত্রীলোক হউন, অন্যপ্রকার গুণ বর্জ্জিত হইয়া কেবল পরসেবক হউন; যে কেহ দৃষ্টান্ত দ্বারা, নিষ্ঠা ভক্তি দ্বারা, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া ধর্ম্ম পরীক্ষায় আমাদিগের বল বুদ্ধি বর্দ্ধন করিয়াছেন এমন সকল ব্যক্তির সদ্‌গুণের জন্য হে সমাজ-পতি বিধাতা, তোমাকে শতবার ধন্যবাদ করি। তাঁহাদের মিলিত জীবন আমাকে পুনঃ পুনঃ সজীব করিয়াছে, তাঁহাদের কথা, পত্র, চরিত্র, উপদেশ, পুনঃ

পুনঃ তোমার পথে আমাকে দৃঢ়ীভূত করিয়াছে। হে বিধাতা, তুমি এমন লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি কর।

দৃষ্টান্ত প্রদর্শন।

আত্মীয় পরিবারের সদ্ব্যবহার শিক্ষার জন্য, স্বদেশের হিতের জন্য, ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য, নিজের পরিত্রাণের জন্য, এ যুগধর্ম্মের আলোক ও আদর্শ অনুসারে ভক্তিবিষয়ে, নীতি বিষয়ে, জ্ঞান ও সদাচার বিষয়ে বহুবর্ষাবধি যাহা কিছু সার দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারিলাম, হে ফলদাতা তাহাকে স্থায়ী কর; যাহা কিছু অসদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলাম তাহা রহিত ও নিস্ফল কর; এ জীবন কেবল তোমারই গৌরবার্থে—কেবল তোমারই গৌরবার্থে যেন ইহা অন্যের নিকট উপায়স্বরূপ হইতে পারে। কেবল ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মাদর্শ অনুসারে যদি ঐহিক জীবন যাপন করিয়া থাকি, যদি ঐহিকে ও পারত্রিকে কোন প্রভেদ না রাখিয়া থাকি তবে কোন দিন আমার দৃষ্টান্ত লোকে গ্রহণ করিবেই করিবে। সে আশায় প্রতিদিন নূতন উৎসাহ ও আত্মোৎসর্গ অভ্যাস করিতেছি। অন্তরাত্মা আমার সাক্ষী ও সহায়।

কোমল কিন্তু দৃঢ়চিত্ত।

স্নেহপ্রবণ স্বভাবের সুখ অসুখ দুইই বিলক্ষণ ভোগ করিলাম। মিষ্ট কথা বলিতে রুচি, শুনিতে রুচি; সদয় প্রসন্ন ব্যবহার পাইতে ভালবাসি, দিতে ভালবাসি, তদ্বিপরীতে কিম্বা তদ্বিপরীত সম্ভাবনায় জড় সড় হই, বিব্রত হই, ভাবনাকুল হই, এমন কি সময়ে সময়ে অবসন্ন হই। ইহা এক জাতীয় দৌর্ব্বল্য স্বীকার করিতেই হইবে, তবে কিনা যতপ্রকার সূক্ষ্ম রচিত যন্ত্র তাহা শীঘ্র বিকল হইয়া যায়, অতি যত্নে ও সাবধানে সে যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। আমার ভাগ্যে সেরূপ ব্যবহার সুলভ হইল না; লোকের কাছে তাহা পাওয়ার অধিকার দেখি না। এদেশেও এ প্রকার জন সমাজে, যেখানে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা এমন প্রবল, বরং বিপরীত ব্যবহার পাওয়া স্বাভাবিক, তাই পাইলাম। প্রকৃতির কোমলতা হইতে যে অভিমান ও অসহিষ্ণুতা জন্মে তাহা ত্যাগ না হইলে কোন প্রকার সার সতেজ ধর্ম্মজীবন সম্ভব নহে। বিধাতা সেজন্য সময়ে সময়ে আমাকে এরূপ তুমুল পেষণার মধ্যে ফেলিলেন যে তদ্দারা সূক্ষ্ম চর্ম্ম কঠিন

হইল। লোকের ভাল মন্দ ব্যবহারে উদাসীন হইয়া নীতি ধর্ম্মের জন্য কঠিন ব্যবহার গ্রহণ করিলাম, অকাতরে নয় সকাতরে গ্রহণ করিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারা ধৈর্য্য বাড়িল, চিত্ত সুদৃঢ় হইল, সর্ব্বপ্রকার শত্রুতার প্রতি ঔদাস্য জন্মিল। ইহাতে স্বভাবের কোমলতা কমে নাই, গভীরতা বাড়িয়াছে। কঠিন নির্ম্মম সংকীর্ণ প্রকৃতির প্রশংসা করি না, দুর্ব্বল অসহিষ্ণু প্রসংসালোলুপ প্রকৃতির প্রসংসা করি না; কিন্তু কোমলতা ও মিষ্টতা, দৃঢ়তা, তেজ ও সাহস, কষ্টবহন, ও উদার ক্ষমাশীলতা ইহারই প্রশংসা করি। বিধাতা এরূপ চরিত্র আমাকে ক্রমাগত দান করিতেছেন। আমার স্বাভাবিক কোমলতা সত্বেও সত্যের ও নীতির বশবর্ত্তী হইয়া খুব কঠোর বলিতে পারি, করিতে পারি, আত্মীয় পর বিচার করি না, এজন্য সময়ে সময়ে দুঃখিত হই বটে, কিন্তু ইহাতেই প্রকৃতির সাম্য রক্ষা হয়।

প্রেমবলে রিপুসংযম।

আমি পবিত্রতার অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলাম, শেষে প্রেম উপার্জ্জন করিয়া ঘরে ফিরিলাম। যদি ক্ষুদ্র বৃহৎ

সকল বিষয়ে পরমাত্মার নিষ্কলঙ্ক ইচ্ছাধীন হওয়াই পবিত্র হওয়া হয় তবে পরমাত্মার প্রতি প্রেম বিনা সে ইচ্ছা কে বুঝিবে, বুঝিতে পারিয়া অনুরাগ বিনা কেই বা তাহার অধীন হইবে? বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, তপস্যায় যাহা সাধন হয় না, সর্ব্বজীবে প্রেমেতে তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়, প্রেমেতে তাহা সহজ হয়। মানুষের প্রতি সপ্রেম সম্বন্ধ বিনা ও বিধাতার প্রতি প্রেমানুগত্য বিনা কি সংসারের দৌরাত্ম্য ও নিজ প্রবৃত্তির উত্তেজনা অতিক্রম করিতে পারা যায়? কখনই না। কেবল মাত্র ভক্তির জোরে সকল উপদ্রব সহিতে পারি। হে অন্তর্যামী, শত উত্তেজনা, শত উৎপীড়ন, আত্মীয় পর সকলের নানা প্রকার ব্যবহারে অচঞ্চল থাকিতে পারা, সর্ব্বপ্রকার কুদৃষ্টান্ত মধ্যে অবিচলিত থাকিতে পারা কি দারুণ কঠিন! কেবল সেই পারে যে আত্মীয় পর ভুলিয়া, স্বার্থ স্বাধিকার ভুলিয়া তোমার প্রতি প্রেম হেতু তোমার সঙ্গে অভিন্ন ইচ্ছা হইয়া সকল কার্য্য করে। অতএব সার ধর্ম্ম বিধানে ইন্দ্রিয় সংযম রহস্য ও প্রেমসাধন রহস্য একই নিগূঢ় বিষয়। প্রেম অর্থে মৌখিক ভাবুকতার ছড়াছড়ি নহে, ক্রন্দন, দীর্ঘ নিশ্বাসও নহে, ইহা পাত্র ভেদে কখন শ্রদ্ধা

ভক্তি, কখন দয়া, ক্ষমা, সহানুভূতি, সাহায্য, কখনও বা তীব্র তিরস্কার ও অগ্নিময় স্পষ্টবাদ। একদিকে তাবৎ মানব-স্বভাবে প্রচ্ছন্ন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিয়া তৎপ্রতি যোগ্য আদর করা; অপরদিকে মানুষের পাপ, দুর্ম্মতি, পতন দেখিয়া অবিশ্রান্ত আক্ষেপ ও বিরাগ বোধ করিয়া ভগবানের দ্বারে প্রার্থনা করা ও হিতাচার করা—প্রেম নদীতে এই দ্বিবিধ প্রবাহ। তৎসঙ্গে হে পবিত্রাত্মন্ যদি তোমার প্রতি অটল বিশ্বাস অনুরাগ থাকে তাহা হইলে কি কোন আসক্তি স্বার্থ তাহার নিকট দাঁড়াইতে পারে? যতক্ষণ নিজ লাভ ও প্রত্যুপকারের অভিলাষ ততক্ষণ অপ্রীতির সম্ভাবনা। যাই প্রেম নিঃস্বার্থ হইল, ভক্তি নিষ্কাম হইল, অমনি তাহার শক্তি দুর্জ্জয় হইল, সে আপনাকে, লোককে, তাবৎ সংসারকে কোন দিন বশীভূত করিবেই করিবে। হে অতীন্দ্রিয় পুরুষ, ইন্দ্রিয় সংহারের এই বিধি বিশেষ করিয়া আমাকে শিখাইলে। হে ধ্রুব ধর্ম্মরাজ, আমি নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন তোমার বিহিত ধর্ম্ম পালন করিব, আত্মশাসনে অলস হইব না, কেবল এই অকপট প্রার্থনা করি আমাকে অজস্র প্রেমানুরাগ দাও, এমন অনুরাগ দাও যদ্দ্বারা কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার,

অভিমান একেবারে অধীন হইয়া যায়। সপ্রেম সেবাতে, উদার ক্ষমাতে ও দৈনিক আত্মোৎসর্গে হৃদয়কে উৎসাহিত কর। এ শিক্ষার জন্য তোমাকে শতবার ধন্যবাদ করি।

নিজ নিয়তি।

হে বিশ্বনিয়ন্তা, হে ত্রিকালদর্শী, সুদীর্ঘ জীবনের পরিণতি কালে তুমি আমার নিকট আর একবার আমার নির্দ্দিষ্ট নিয়তি প্রকাশ কর। তোমারই প্রেরণা পাইয়া এই ধর্ম্ম জীবনে প্রবেশ করিয়াছি, বারম্বার সেই দিব্য আহ্বান বিশেষ বিশেষ অবস্থার মধ্যে শুনিয়াছি, তোমার দ্বারা মনোনীত ও লোকের দ্বারা নির্ব্বাচিত ও অভিষিক্ত হইয়াছি। কি করিতে সংসারে আসিয়াছি, তাহা বুঝিয়া সুসম্পন্ন করিবার দিকে অগ্রসর হইলাম, আরও অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইব। তোমার সঙ্গে প্রত্যক্ষ অব্যবহিত নানা প্রকার যোগে একাকার হওয়া, যতদূর ইহ সংসারে প্রাপ্য নানা বিষয়ে তোমার সার ও নিগূঢ় তত্ত্ব লাভ করা; নৈতিক ও অধ্যাত্ম জীবন বিষয়ে মহাপ্রভু ঈশা প্রদর্শিত আদর্শ মনুষ্যত্ব লাভ করা; নানা ধর্ম্ম প্রতিপাদ্য সত্যের

মহান্ সমন্বয় ও মহান্ আদর্শ লাভ করা এবং লোকের অন্তরে মুদ্রিত করা ইহাই আমার নিশ্চিত নিয়তি। এ নিয়তির সংক্ষিপ্ত পরিচয় কি? কয় জন লোকের অন্তঃকরণ হইতে ইহার সায় পাইলাম, জীবনের বিচিত্র অবস্থা মধ্যে কয় বার ইহার দিব্য উপলব্ধি ভোগ করিলাম? জানি বর্ত্তমান জীবনে, কি এক জীবনে এ মহানিয়তি সম্পূর্ণ হইবার নয়, লোকলোকান্তর, জন্মজন্মান্তর, আমার নিয়তি আমার সঙ্গে যাইবে, আরও তোমার সন্নিহিত হইব, তোমার সদৃশ হইব; বিস্ময় হইতে মহত্তর বিস্ময়ে তোমার আরাধনা ধ্যান করিব আরও কত নূতন সত্য, নবতর ভক্তি, গভীরতর পবিত্রতা উপার্জ্জন করিব, কি অজানিত অবস্থায় পরিণত হইব, তাহা আমি হস্তে লিখিতে, চিন্তায় ধরিতে, কল্পনাতে চিত্র করিতে পারিনা, চাইও না। কেবল এ পর্য্যন্ত এই জানিয়াছি যে আমি তোমার আত্মজ, তোমার বংশজ, তোমার পরমাশ্চর্য্য স্বভাবের অঙ্কুর ও অধিকারী। তবে নিয়তিমান লোকেরা সকলেই জীবদ্দশায় কতকদূর নিজ নিজ নিয়তির পরিচয় জীবনের কার্য্যে প্রদর্শন করিয়াছেন, আমি কি তাহা পারিয়াছি? লোকে যে কেহ কেহ আমার কার্য্য ও আদর্শ

স্বীকার করেন তাহা জানি, কিন্তু তাহা আমার পক্ষে সন্তোষকর নহে, আমি যে তাঁহাদের সঙ্গে একাকার হইতে চাই, ক্রমে ক্রমে কি তাহা হইতেছি? আমি নিজ নিয়তির আন্তরিক আকর্ষণে তোমার সন্তানদিগকে টানিতে চাই এবং সকলের সঙ্গে নূতন ধর্ম্ম প্রবাহে তোমাময় হইতে চাই। ইচ্ছামত ও সাধ্যমত নরনারীকে এই নিয়তির আকর্ষণে টানিয়া আমার সঙ্গে তাঁহাদিগকে তোমাময় করিতে পারিলাম না এই ক্ষোভে আমি বার বার বিষণ্ণ ও আত্ম-সন্দিগ্ধ হই। কিন্তু তা বলিয়া যে এতদূর পর্য্যন্ত সার্থকতা বিধান করিলে, এত লোকের সঙ্গে এক-হৃদয় করিলে তাহা কম কথা নয়, তাহা যেন অস্বীকার না করি। আমার অদৃষ্টে যা লিখিয়াছিলে এ সংসারে বিশেষরূপে তাহা সিদ্ধ করিব, সে চেষ্টায় যেন কখনও পরিশ্রান্ত না হই, নিরাশ না হই। যাঁহাদিগকে সঙ্গী করিলে, যাহা কিছু উপায় অবলম্বন দিলে তার প্রকৃত ব্যবহারে যেন অনলস হই। মহান্ নিয়তির কথঞ্চিৎ প্রমাণ ও পরিচয় ইহ জীবনেতেই দিয়া, যেন উচ্চতর লোকে উচ্চ-তর সিদ্ধিতে প্রবেশ করিতে পারি। নিজ নিয়তি বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর কর, সকল ভয় ও অন্ধকার নিবারণ কর।

কি লাভ হইল?

হে সাধকবৎসল, প্রার্থী-জন সহায়, বল তোমার আশ্রয় সার করিয়া এত দিনে আমার কি লাভ হইল? তুমি সাক্ষী যে তোমাকে জানিতে পাইতে তোমার মনের মত হইতে আমার অসীম স্পৃহা ও চেষ্টা—এ চেষ্টা চরিতার্থ করিয়া তুমি যে যে বিষয়ে এবং যতদূর আমাকে কৃতকার্য্য করিলে তাহা একবার স্মরণ করি। সাংসারিক স্বার্থ সাধন হইতে তুমি উচ্চ পারমার্থিক জীবনে আমাকে অভিষিক্ত করিলে, অথচ দৈহিক পার্থিব জীবনের নানা অভাব ও অনটন দূর করিলে। তোমার সংসর্গে আমার মানসিক শক্তি উন্মুক্ত ও আয়ত্ত হইল; আমার অন্তরে বিবিধ চমৎকার ভাবরস চিরদিন প্রবাহিত রহিল, প্রেম ভক্তি ক্ষুণ্ণ না হইয়া আরও পুষ্ট ও পরিপক্ক হইল। তোমার শাসনে আমার প্রবল স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ক্রমে ধর্ম্মবিধির অধীন হইল, এবং অতৃপ্ত পুণ্যস্পৃহা ক্রমে জীবন চরিত্রে পরিণত হইল। মস্তিষ্ক নিগূঢ় ধ্যান ধারণায় দৃঢ়তা লাভ করিল, রসনায় বাক্‌শক্তির মহাবৃষ্টি অবতীর্ণ হইল, এই অবিশ্রান্ত লেখনীতে সত্য প্রকাশের

ও লোকশিক্ষার অবিরল শক্তি সঞ্চারিত হইল। জগতের সহানুভূতি পাইলাম, নানা দেশীয় সাধু ও সাধ্বীদিগের শুভ ইচ্ছা লাভ করিলাম, আত্মীয়দিগের বিশ্বাস ও সহায়তা প্রাপ্ত হইলাম। যদিও কোন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তির বিরোধ ও উপদ্রব সহ্য করিতে হইল বটে, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট না হইয়া বিশেষ ইষ্ট সংঘটিত হইল। এ সমস্ত পরম লাভের জন্য বিন্দুমাত্র আত্মগরিমার হেতু নাই, আরও বিনম্র অকিঞ্চন কৃতজ্ঞতার হেতু আছে। অযোগ্য পাত্রে, অযোগ্য ধর্ম্মসাধনায় তোমার ঈদৃশ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া কেবল।আরও পূর্ণ মাত্রায় তোমার অধীন ও আজ্ঞাকারী হইতে ইচ্ছা হয়। ধর্ম্ম বিশ্বাসের তুল্য অমূল্য বস্তু মানবজীবনে আর কিছুই নাই, সে বিশ্বাসে আমার অনেক ক্রটী হইয়াছে। তত্রচ সেই প্রবল বিশ্বাসের আকর্ষণে কুসংস্কারাবিষ্ট ভ্রান্তির পথ অবলম্বন করিলাম না। বিলম্বে বটে কিন্তু যথা-সময়ে আত্মার পরিণতি অনুসারে স্বাভাবিক সরল গতিতে অন্তঃকরণের বিশ্বাস তোমার প্রতি ধাবিত হইল; তুমি সরল স্বাভাবিক অনুগ্রহবান বন্ধুর ন্যায় নিকট হইতে আরও নিকট হইলে, আরও হইবে, অন্তরতর হইতে

অন্তরতম গুরুরূপে আমার মধ্যে তোমার পবিত্র আশ্রম রচনা করিলে। তোমার মনোনীত "প্রিয় সন্তান" রূপে আপনাকে চিনিতে পারিলাম, আরও অদৃষ্টে কি আছে জানি না। সামাজিক ক্ষতি লাভ গণনা করিয়া কি হইবে? শারীরিক ক্ষয় দৌর্ব্বল্য আলোচনা করিয়া কি হইবে? তোমা হইতে দিব্যজীবন পুনঃ পুনঃ লাভ করিয়া আরও অমিত আশা প্রাপ্ত হইয়াছি, অন্যান্য ক্ষতি লাভ বিস্মৃত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজ মণ্ডলী মধ্যে আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান লাভ করিলে এ মণ্ডলীর হিতসাধন হইত; না লাভ করায় তাঁহাদের বিশেষ অশুভ সংঘটন হইল, আমার তজ্জন্য আক্ষেপ হইল বটে কিন্তু কোন অনিষ্ট বোধ হইল না, বরং বন্ধনমুক্ত হইয়া উচ্চতর মণ্ডলীমধ্যে ভুক্ত হইলাম, সর্ব্বপ্রকার আদর্শের প্রসার হইল; ভ্রাতৃ-মণ্ডলীর বিস্তার হইল।

প্রথমতঃ বাহ্য-সৃষ্টির সঙ্গে তুমি নবযোগ ও নিত্য-যোগ সংস্থাপন করিলে। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি কখনও এত অদ্বৈত পদার্থ নহে, কিন্তু হে আত্মপ্রকাশক, হে শিক্ষক, তুমি এই বাহ্যজগতের প্রাণ, মন, ও হৃদয়রূপে ইহার মধ্যে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে; আমার নিকট বিশ্বজগতের

বদ্ধ কপাট খুলিয়া গেল; আমার আত্মা সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে, সর্ব্বত্র তোমার পদচিহ্ন দেখিতে শিক্ষা করিল। আমি দেখি এ সত্যের প্রতি লোকের তেমন সমাদর নাই; তাবৎ নিখিল ভুবন ব্রহ্মময় রূপে কেহ তেমন উপলব্ধি করেন না, তুমি যে সর্ব্বব্যাপী ইহা স্বীকার করিয়াই সকলে নিরস্ত হন। বিশ্বসৃষ্টি যে তোমার আকার, তোমার প্রকার ও প্রতিমা, ইহাতে যাহা কিছু ঘটে তোমারই সংকল্পে ও সম্মতিতে ঘটে তাহা কেন উপলব্ধি হয় না? তুমি সৃষ্টি হইতে স্বতন্ত্র হইয়া কি প্রকারে সৃষ্টির সঙ্গে এমন অভিভূত ও একাকার হইলে, কি প্রকারেই বা তোমা-গত প্রাণ ভক্ত হইতে স্বতন্ত্র হইয়া যোগাবস্থায় একাকার হও? যাহাই হউক তুমি যে এই দীপ্যমান প্রকৃতির প্রাণ, ইহার সার সর্ব্বগত কারণ, ইহার শোভা, ঐশ্বর্য্য, ইহার ধর্ম্ম, শান্তি তাহা আমি তোমার কৃপায় দিব্য চক্ষে দেখিলাম, ক্রমাগত যে তুমি এই জগতের ও এতন্নিবিষ্ট তাবতের রচনা, রক্ষা ও বিনাশ, ও রূপান্তর বিধান করিতেছ, ক্রমশঃ সকলের পূর্ণতা সাধন করিতেছ ইহা সর্ব্বান্তঃকরণে জানি ও বিশ্বাস করি, সুতরাং আমি জগৎকে আর জড়ময় বস্তু

মনে করি না, চিন্ময় ব্রহ্মধাম মনে করি, ও ইহার মর্ম্মে তব সঙ্গে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া স্থিতি করি। কিন্তু এ জগতে এত বিষম দৌরাত্ম্য দেখি; এত ভয়, ক্ষয়, মরণ, এত তামসিক উপদ্রব, রাজসিক যথেচ্ছাচার, এত নির্ম্মমতা, নিগ্রহ, নির্য্যাতন, যে ইহার মধ্যে সকল সময় তোমার আত্মপ্রকাশ হৃদয়ঙ্গম হয় না, বুদ্ধিতে বুঝিলেও অন্তরে আশ্বাসিত হইতে পারি না। এইজন্য অধঃস্থিত জড়-জগতের ঊর্দ্ধে উচ্চতর মানব জগৎ রচনা করিলে, মানব প্রকৃতি মধ্যে তুমি প্রাণময়, মনোময় হৃদয়বিহারী পরমাত্মারূপে প্রকাশিত হইলে। আত্মচিন্তায় ও বহু-দর্শনে খুব জানিয়াছি যে মানুষের স্বভাবে এক বিষম দুষ্প্রবৃত্তি নিহিত আছে; যে নামেই তাহাকে অভিহিত করি তাহা সতত তোমার বিরোধী, তমোগুণ ও রজো-গুণে উত্তেজিত, কিন্তু তাই বলিয়া মানবত্ব ও দেবত্ব মধ্যে যে অদ্ভুত একাকৃতি আছে তাহা কি ভুলিতে পারি? মানুষ চরিত্রের মহা বৈচিত্র্য দেখিয়া, ইহার প্রেম এবং তজ্জনিত আত্মত্যাগ, ইহার বিশ্বাস ভক্তি নিষ্ঠা, অনন্ত-স্পৃহা ও উচ্চ সিদ্ধি, ইহার উদ্যম সুকীর্ত্তি ও অমরত্ব, ইহার আত্মবিজয়, দিগ্বিজয় দেখিয়া হে নারায়ণ, হে

নরনাথ, আমি মানুষের মুখচ্ছবি, কখনও প্রচ্ছন্ন, কখনও প্রকটিত দেখিতে পাই, মানুষের শরণাপন্ন হই, মানবশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদিগকে এবং বিশেষতঃ যিনি মানবচরিত্রের প্রতিনিধি সেই দেবত্বময় ঈশাকে বরণ করি। হে সর্ব্বাত্মন্ হরি, মানবের আরাধনা কেবল নামান্তরে রূপান্তরে তোমারই আরাধনা। জড়প্রকৃতির শত ত্রুটী তুমি মানব প্রকৃতিতে সংশোধন করিয়া, মানব প্রকৃতির শত ত্রুটী তুমি মহাপুরুষদের চরিত্রে সম্পূর্ণ করিলে, মহাপুরুষদের অভাব, অপূর্ণতা তোমার দিব্য সন্তান ঈশার জীবনে পূর্ণ করিলে। কোন মানব কখনও অশেষ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না; কিন্তু পূর্ণব্রহ্ম যে তুমি, তুমি যদি নিষ্পাপ মানবাত্মার মধ্যে অবাধে অবতীর্ণ হও সে আত্মা তোমার গুণে পূর্ণ হয়, ইহ জীবনে পূর্ণতা বিষয়ে মানুষের যে ধারণা তাহা সার্থক হয়। আমার এ শূন্য জীবনে পূর্ণতা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কোথা হইতে আসিল, কেনই বা তাহা অপূর্ণ থাকে, একবার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়া আবার কেন অপূর্ণ হয়, কবে তাহা চিরদিনের তরে পূর্ণ হইবে? আমার ত্রুটী আক্ষেপ এত বিশেষ ও অশেষ যে মহাজনদিগের সঙ্গে কোন

বিষয়ে আমার তুলনা হয় না, এবং তাঁহাদের মধ্যে পরম-দেবতার পূর্ণ প্রকাশ ভাল দেখিতেও পাই না, যদি পাই তাহাতে স্থায়ী তৃপ্তি লাভ হয় না, আমি নিজে তাঁহাদের মত হইতে চাই, ইহজীবনে আমার প্রকৃতি তোমার পূর্ণতা গুণে পূর্ণ হইবে এই চাই। এই জন্যই হে চৈতন্য-ময়, ধ্রুব সত্য সনাতন, তুমি বার বার আমার স্বভাব মধ্যে সমস্ত রূপ ও গুণের আধার হইয়া দিব্য দর্শন দিলে এবং তদবস্থায় পাপ-মুক্ত ও জীবন-মুক্ত হইয়াছি, এবং যেরূপ আমার হইয়াছে ও হইতেছে, যে কেহ সর্ব্বতো-ভাবে তোমার শরণাপন্ন হইবে তাহারও সেইরূপ বা ততোধিক অবস্থা নিশ্চিত হইবে। জানি আমার এই মহা-প্রাপ্তি এ জীবনে ফুরাইবে না, পূর্ণতার পর প্রশস্ত পূর্ণতা লাভ হইবে। তথাপি হে তিমিরাতীত আদিত্য-বর্ণ আনন্দময়, আমি তোমাকে জানিয়া মৃত্যুর পরপারে উপনীত হইয়াছি। তবে কি বলিয়া তোমাকে ধন্যবাদ করিব? তুমিই ধন্য, আর তোমাতে নিবিষ্ট প্রবিষ্ট এই প্রাণী ধন্য।

উপসংহার।

যিনি জীবন্ত সত্তা, যিনি স্বয়ং সাক্ষাৎ জীবন স্বরূপ তিনিই আমাকে দীর্ঘায়ু করিলেন। ভাবি নাই এত দিন বাঁচিব। এখন পরিণামে এই জীবন দর্পণে পবিত্র দেবতার পরিষ্কার অভিসন্ধি ও আমার নিজ নিয়তি আরও ভালরূপে প্রকাশিত হউক। এ দেশে সত্যধর্ম্মের বিস্তার জন্য, মানব মণ্ডলীতে ভ্রাতৃমিলনের জন্য, সর্ব্ব বিষয়ে ন্যায় সত্য সাত্বিক ভাব সংস্থাপনের জন্য, সর্ব্ব বিষয়ে পরমাত্মার অধীন ও আদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিবার জন্য, এই অস্থির জাবনে সে সকল অভিপ্রায় ইচ্ছামত সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু এখনও অনেক আগ্রহ ও আশা আছে। অকস্মাৎ দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছি, অব্যাহতি পাইব এমন আশা করিতে পারি না। এ সময় পূর্ব্বজীবন স্মরণ করিয়া ভাবিষ্যৎ জীবন সম্মুখে রাখিয়া এই কথা বলি, এতদিন যা সত্য বলিয়া মানিলাম ও লাভ করিলাম ভবিষ্যতে তাহা আরও সত্য এবং সার আমার আত্মীয়েরা আমাকে বিদায় দিবার সময় হইা যেন কখনও ভুলিয়া না যান। হে ভগবান্, আমার সুদীর্ঘ জীবন-সেতু তুমি

যে সকল কৃপা-স্তম্ভের উপর রচনা করিলে তাহার কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিলাম, পারিলাম কিনা জানি না। বোধ হয় পারিলাম না, কারণ নিগূঢ় আত্ম-তত্ত্ব কথায় প্রকাশ হয় না, যে সকল আশীষ গণনা করিলাম তাহা পরস্পরের সহায় হইয়া একটী অপরটীকে সমুন্নত করিয়াছে, সুদৃঢ় করিয়াছে; একটী ভাঙ্গিলে সকল গুলি অঙ্গহীন হয়, সকল আশীষ মিলিত হইয়া এই জীবন-লীলায় দিব্য-মন্দির রচনা করিয়াছে। অতীত ঘটনা, সুখাবহ হউক, দুঃখাবহ হউক, তোমারই অদ্ভুত অলক্ষিত ক্রিয়ার সাক্ষী, ইহাতে বড় ছোট ঘটনার বিচার নাই, পার্থিব অপার্থিবের বিচার নাই, শারীরিক অধ্যাত্মিকের বিচার নাই, তাবতের মধ্যে সমাকীর্ণ তুমি। মানুষের পুণ্য পাপ, অভাব ভাব উভয়ই তোমার অখণ্ড বিধি সপ্রমাণ করে। সংশয়-বিহীন উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ তোমারই অব্যর্থ কৃপার অঙ্গীকার। সেই কৃপার উপর সাদরে সমুৎসাহে নির্ভর করি; করিয়া এই মোহময় বর্ত্তমান কালে আমি নির্ভয়ে চলিয়াছি, নানা চেষ্টা উদ্যমে ব্যাপৃত হইয়াছি। আমার নিকট প্রকৃত জীবন অর্থে ভগবানের সুমঙ্গল প্রেমানুভূতি উপলব্ধি বই আর কিছু নয়। মানুষের কর্ত্তৃত্ব অনন্ত অখণ্ড প্রণালী মধ্যে একটী-

মাত্র উপকরণ। আমি যেখানে আত্ম-রচয়িতার পদ গ্রহণ করিয়াছি সেখানে অভাগ্য অকীর্ত্তি ও অগৌরব; আর যেখানে ভগবৎ কর্ত্তৃত্বের উপর আত্ম-সম্প্রদান করিতে পারিয়াছি সেখানে সুখ সার্থকতা। এখন আমার নিজ কর্ত্তৃত্বে রুচি নাই, আর তাহার সময়ও নাই কেবল তোমারই ইচ্ছার প্রতীক্ষা করি। আজ এই ৬৫ বৎসর বয়সে তোমার কল্যাণমূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া তোমার শুভাশীষ গণনার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু অকূল সিন্ধু-তরঙ্গ কে গণনা করিবে? দেহ ধারণে এই অসংখ্য অবস্থার মহা পর্য্যায় মধ্যে তোমারই পরিচিত বা প্রচ্ছন্ন প্রকাশ, তোমারই ক্রমশঃ আত্ম-আবিষ্কার, তোমার অভিসন্ধি ও অনুজ্ঞা। বৎসর, ঋতু, তিথি, নিমেষ তোমারই ঘূর্ণিত রথচক্র—অবিশ্রান্ত আমাকে তোমার মহাপ্রদেশে লইয়া যাইতেছে; ধরণীর নানা আকর্ষণ ও গতি; আকাশ অন্তর্গত নানা অতীন্দ্রিয় প্রভাব ও প্রবাহ; সূর্য্য নক্ষত্রের নানা আকর্ষণ ও বিকর্ষণ; ভৌতিক নানা শক্তি, দেহের নানা আভ্যন্তরিক ক্রিয়া ও অবস্থা; নানা প্রকার উৎসাহ বিষাদ, মানসিক উৎকর্ষ অপকর্ষ, শিক্ষা, রুচি, নীতি, ধর্ম্ম, লোকের দৃষ্টান্ত, নিজের সুখাসুখ, দেহ মনের অদ্ভুত

সম্বন্ধ ও ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া আমাকে তোমার মহা-প্রদেশে তোমার মহাসত্ত্বার মধ্যে লইয়া যাইতেছে—আমি জানি না আমি কি, কোথা হইতে আসিয়া কোথা যাইতেছি, কিরূপে চালিত হইতেছি, আমার মধ্যে এই বিশ্ব-শক্তি কিরূপে কার্য্য করে। অপরিণত আবেগময় যৌবন, বয়োবৃদ্ধ অসার্থক জীবন, কুভাব ও কুক্রিয়া জনিত অবসাদ; গভীর আক্ষেপ, অসংযত প্রবৃত্তি জনিত অন্ধ চেষ্টা, ধর্ম্মজনিত আশ্চর্য্য উত্তম আত্ম-প্রসাদ, ভাল মন্দ মিশ্রিত লোক সহবাস ও লোক সম্বন্ধ আমাকে চিন্তাতীত চক্রমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছে, কিন্তু তাহার মর্ম্মে তোমার দৈব প্রণালী ক্রমেই দেখিয়াছি ও শিখিয়াছি। আমি অন্ধ অশ্রান্ত পথিক তোমার দ্বারা চালিত হইয়া অনন্ত তীর্থ পর্য্যটন করিলাম ও গম্যধামের সন্নিকট হইলাম। আমার ভ্রান্তি পাপ অকীর্ত্তি তোমারই গুণে রহিত হইল। এখন আমাতে তুমি ও তোমাতে আমি কেবল এই ধারণা অবশিষ্ট রহিল। এত প্রকার সংঘটন ও বহুদর্শন সত্বেও ইহ জীবন কতই সংক্ষিপ্ত মনে হয়, ইহা যেন অন্য কোন প্রকাণ্ড অভিনয়ের সামান্য উপক্রমণিকা। হে স্বয়ম্ভূ, হে জন্ম-মরণ-রহিত, তুমি চির-তরুণ, তুমি জীবন্মুক্ত

যোগী জন বক্ষমধ্যে ক্রমাগত নব নব আদর্শ রচনা করিতেছ, নব নব আত্ম-পরিচয় দিতেছ—আবার সেই সঙ্গে আমাকেও পুনঃ পুনঃ রচনা করিতেছ। ক্রমাগত নূতন জন্ম ও নূতন জীবন না পাইলে কে তোমার জীবন্ত সত্তার নিত্য প্রকাশের অধিকারী হইবে? এক জীবনেই কত বার তুমি আমাকে সৃজন করিলে, সংহার করিলে, আবার গড়িলে, আবার ভাঙ্গিলে, আবার গড়িবে—ইহার কি অন্ত আছে? এই জীবন কি বিচিত্র অদ্ভুত রচনা, কি অমূল্য নিধি, কি অনন্ত অধিকার! ইহার আকৃতি প্রকৃতি কি অশেষ! তোমার ইচ্ছা আমি যা হই এখনও তা হইতে পারি নাই, যত দিন তা না হই, আমাকে ভাঙ্গিতে গড়িতে ছাড়িবে না। মারিতে হয় মার, রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু এই কাতর মিনতি করি যেন, ক্রমে ক্রমে তোমার মনের মত হই, সে বিষয়ে যেন আমার চেষ্টা আগ্রহের কোন ক্রুটী না থাকে। আমি অমর ধামের যাত্রী, যাবার জন্য উৎসাহে আয়োজন করিয়াছি, কিন্তু ইচ্ছামত এখনও প্রস্তুত হইতে পারি নাই। যাঁদের দেশে যাইব তাঁদের ন্যায় সাদৃশ্য না পাইলে আমি সেখানে গিয়া কিরূপে সুখী হইব, স্বর্গে আমার গতি কি হইবে? এই দূরব্যাপী অস্পষ্ট গত

জীবন—ঘটনার পশ্চাতে তরঙ্গায়িত ঘটনা, অবস্থার গভীরে অপরিচ্ছিন্ন অবস্থা, কত লোকের কত বিচার, প্রভাব, দৃষ্টান্ত আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে—কখনও উন্নত কখনও অবনত, কখনও তোমার অতি নিকট কখনও অতিদূর। সৌভাগ্য, সন্তোষ, দুর্দ্দিন, দুর্ভাবনা, আশ্চর্য্য প্রণয়, অসম্ভব বিচ্ছেদ, বিনা চেষ্টায় উত্থান, বিনা দোষে পতন, হেতুহীন স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ও ঊর্দ্ধগতি, হেতুহীন স্বাভাবিক নৈরাশ্য, পরিশ্রান্তি ও মৃতবৎ নিশ্চেষ্টা, এই উত্তেজিত মহাতুফানের শিখর দেশে তোমার আরূঢ় অভয় আকৃতি, নিঃশব্দ, নিরন্তর, নির্ভয়; হিমাচল শৃঙ্গের ন্যায় কখনও আচ্ছন্ন, অদৃষ্ট, বারম্বার দৃষ্ট, জ্যোতির্ম্ময় বিকার বিহীন—তুমি আমাকে নিয়তির জটিল জালের মধ্য দিয়া টানিতেছ; আমি ভয়ে, ক্লান্তিতে, অদৃঢ় পদবিক্ষেপে সেই পথে চলিয়াছি, কিন্তু তাহাতেই ধন্য হইয়াছি ও সার মানবত্ব পাইয়াছি। কোথায় ছিলাম, কি ছিলাম, কি হইলাম, কিরূপে হইলাম, পরে কি হইব? কেনই বা মানব দেহ ধরিলাম; কবে হইতে সাক্ষাৎ প্রাণ-রূপে তোমাকে প্রত্যক্ষ করিলাম? কিরূপে, কাহার নিদারুণ পদাঘাতে তোমা হইতে বিচ্যুত হইলাম, অসার

স্বাতন্ত্র্য অহংবুদ্ধি অবলম্বন করিলাম, করিয়া বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে একাকী পড়িলাম, জীবন ভারে পাপ ভারে মহাদায়-গ্রস্ত হইলাম। আবার কি অদ্ভুত নির্বন্ধে তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইলাম, হইয়া অধ্যাত্ম লোকে সহস্র আত্মীয় লাভ করিলাম; সমুদয় সৃষ্টির সঙ্গে একাকার হইলাম। যাহা কখনও হারাই নাই তার জন্য কত আক্ষেপ কত অনুযোগ, আকুল অন্বেষণ। যাহা কখনই পাই নাই, পাওয়া কি জানিতামও না, তার জন্য কি অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা; কণামাত্র লাভ করিয়া কি উৎসাহ, কি মত্ততা, কি অনৈসর্গিক আহ্লাদ, আরও লাভ করিতে কি অনন্ত স্পৃহা! যারে কখনই হারাও নাই, হে নাথ, হে লোক-নাথ, তার জন্য কতই খুঁজিলে, কতই করিলে। যে চিরদিন তোমার, না বুঝিয়া, না চাহিয়া, না ধরা দিয়াও তোমার, তাহাকে কেন বারম্বার নির্ব্বাসিত করিলে—আবার কেন বারম্বার ডাকিয়া লইলে? বুঝিলাম ইহাই তোমার বিহার ও ব্যবহার-রীতি—এখন আর প্রতারিত কি প্রতিহত হইব না। এই বিধিতেই জীবের পরিণতি ও পূর্ণাবয়ব লাভ হয়। নিজের স্বেচ্ছায় স্বাধীনতায়—অরোধ অন্ধকারময় স্বেচ্ছায় তোমাকে ছাড়িলাম—

অসার্থক শ্রান্ত পরাভূত স্বেচ্ছায় আবার তোমারই পদানত হইলাম। হায়—এই স্বাধীন প্রকৃতি পেয়ে কতই নিগ্রহভাগী হইলাম, ইহারই সুব্যবহারে কত মহত্ত্বে আরোহণ করিলাম, দেবমণ্ডলীর, মানবমণ্ডলীর কত অনুগ্রহভাজন, আশীর্ব্বাদভাজন হইলাম। হে দিব্য পিতা, আমি প্রস্তর-বৃক্ষের ন্যায়, মৃগ-পক্ষীর ন্যায়, প্রত্যাশী, কৃতদাসের ন্যায় তোমার অধীন হইতে ইচ্ছা করি না; বিনা অনুরোধে, কেবল নিঃস্বার্থ প্রেম হেতু, নিজের বিশ্বাস ও স্বাধীন ইচ্ছা হেতু তোমার দিব্য সন্তানের ন্যায় তোমার অধীন হইতে চাই। বল সে অভিপ্রায়ের সিদ্ধি মানসে আমি কোন্ পরিতাপ, কোন্ নির্ব্বাসন, কোন্ নির্য্যাতন, কোন্ শাসনকে নিন্দা করিব? যাহা কিছু তোমা হইতে ঘটিয়াছে, কিম্বা তোমার অভিপ্রায়ে লোকমণ্ডলী হইতে ঘটিয়াছে, তাহা তিক্ত হউক, মিষ্ট হউক, আমার শিরোধার্য্য। সাধনা দ্বারা, কি তপস্যা দ্বারা আমি তোমাকে ক্রয় করি নাই—কেবল আপনার শত পাপের পেষণ জন্য তোমাকে পাইবার অনিবার্য্য স্বভাবগত আকর্ষণের জন্য চিরকাল তোমার চরণপ্রান্তে অতি আকুলে প্রার্থনা করিয়াছি, আর তুমি আপনার

উদার কৃপাগুণে চিরকালের তরে আমার সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছ। আমি এ বয়সে তোমার এ মহাবিধান ছাড়িয়া কোথায় যাইব? এখন কেবল এই একান্ত মিনতি যেন আমার পক্ষ হইতে নিষ্ঠা, তপস্যা, ও অবিরত চেষ্টা ও আত্মোৎসর্গ রহিত না হয়, যেন তোমার পক্ষ হইতে সহানুভূতি, আশ্বাস, সদ্যমুক্তি ও নিত্যমুক্তি লাভ করি: উভয় পক্ষ হইতে যোগ, একত্ব ক্রমেই সম্পূর্ণ হউক। আমার ধর্ম্মবিশ্বাসকে প্রস্ফুটিত করিয়া সমস্ত মানবজাতির সার ধর্ম্ম বিশ্বাসের সঙ্গে এক করিলে, আমার অন্তরে নানা আদর্শের সমন্বয় করিলে, নানা সাধনা ও সিদ্ধির সাম্য দিলে, জীবন মুক্তির আস্বাদন দিলে, দিব্য জীবনের সঞ্চার করিলে, জড় প্রকৃতির সঙ্গে মানব প্রকৃতির সঙ্গে, তোমার নিজ প্রকৃতির সঙ্গে, আমাকে আশ্চর্য্যরূপে সংযুক্ত করিলে--তোমার মনে আরও কত কি আছে জানি না। আমার সকল চেষ্টা সার্থক হয় নাই, সকল সাধের সিদ্ধি পাই নাই। অনেক আশা ও শ্রম বিফল হইয়াছে, কিন্তু আমার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, আরও সমুন্নত হইয়াছে, আমি বুঝিয়াছি, হে অনন্ত, এক জীবনে এক জনের জীবনে এ প্রকাণ্ড স্পৃহা পূর্ণ হইবার নয়,

আমি একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম-সন্তান হইয়া সর্ব্ব ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম আস্বাদন করিয়াছি, এবং তুমি যে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তাবতের মধ্যে তোমার বিধি রীতি ও আত্মবিকাশ দর্শন করিতেছি। হে ইচ্ছাময়, জ্যোতির্ম্ময়, জীবন্ত সত্তা, যদি আর কিছু দিন সংসারে থাকিতে হয় যেন তিলমাত্র তোমাহারা হইয়া, তোমার সেবা সাধনায় অক্ষম হইয়া একদিনও বাঁচিতে না হয়, যেন কোন সাধু জীবনের পথে, কোন সাধুমণ্ডলীর পথে জঞ্জাল হইতে না হয়, যেন বান্ধব কি অবান্ধব কাহারও গলগ্রহ হইতে না হয়, যেন জীবন রহস্য কোন দিন পুরাতন ও রসহীন না হয়, যেন ধর্ম্ম-জীবন প্রগাঢ় ও গভীর হইয়া লোকের জীবনকে আন্দোলিত ও নিগূঢ় করিতে পারে, তোমা পানে আকর্ষণ করে। আরও দাও, আরও দাও, জীবনে, মরণে, মরণান্তে আরও আত্মপরিচয় ও আনন্দপূর্ণ আত্ম-দান করিতে থাক। এ দীর্ঘ জীবনে যদি কিছু শিখিয়া থাকি তবে তাহা এই যে, দেহ ধারণে, এই নিম্নধাম সংসারে আমার ন্যায় যে-সে লোক বারম্বার তোমার জ্যোতির্ম্ময় সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে, তোমার দিব্য রূপ গুণের অংশী হইতে পারে। এই কীট জীবনে, এই সামান্য সাধনে আমি তোমাকে

প্রাপ্ত হইলাম; আরও অশেষ গুণে তোমাকে পাইবার পথে যাত্রা করিলাম। যেমন এতদিন তেমনি এ সময়ে তোমা বিষয়ক আরও স্বর্গীয় উপলব্ধি প্রদীপ্ত কর, আরও নিকট হও, আরও নিকট হও। প্রত্যেক শক্তি, নীচ উচ্চ প্রত্যেক শক্তি ও প্রবৃত্তিকে ঊর্দ্ধমুখ কর, অন্তর্মুখ কর—আমাকে ও আমার প্রিয়দিগকে দিব্যধামের যোগ্য কর।

শান্তিকুটীর,
কলিকাতা, মার্চ্চ ১৯০৫।